তাজউদ্দীন আহমদের

ডায়েরি

১৯৫২

চতুর্থ খণ্ড

তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫ সালে কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মায়ের নাম মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের মক্তবে, এরপর বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে তিনি ভর্তি হন দরদরিয়া থেকে পাঁচ মাইল দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি স্কুলে। কাপাসিয়া এমই স্কুলে থাকার সময় দুজন প্রবীণ বিপ্লবী নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁরা শিক্ষকদের কাছে এই ছাত্রকে আরও ভালো স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেন। সেই সুবাদে তিনি কালীগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। এই স্কুলেও তাঁর মেধা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাইস্কুলে—তারপর সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে। উল্লেখ্য, স্কুলে তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি এমই স্কলারশিপ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাজউদ্দীন আহমদ পবিত্র কোরআনে হাফেজ ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থানের অধিকারী হন। ১৯৪৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪২ সালে তিনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নেন। তিনি আজীবন বয়স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ স্কুলজীবন থেকেই রাজনীতি তথা প্রগতিশীল আন্দোলন এবং সমাজসেবার সঙ্গে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর শিক্ষাজীবনে মাঝেমধ্যেই ছেদ পড়েছে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাগ্যে খুব একটা জোটেনি। তবু রাজনীতি ও লেখাপড়া হাতে হাত ধরে চলেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার কারণে এমএ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে এমএলএ নির্বাচিত হয়েও তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীনের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন, খাদ্যাভাবে আর যাতে কেউ মারা না যায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করে স্থাপন করেন 'ধর্মগোলা', যা ছিল গ্রাম পর্যায়ে অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান। ফসল ওঠার মৌসুমে ধনীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য এনে ওই গোলায় জমা করা হতো, যাতে আপৎকালে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া সম্ভব হয়। আর্তের সেবায় তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। ১৯৫৪ সালে তিনি যখন এমএলএ, তাঁর গ্রামের সাইফুদ্দিন দফাদারের পুত্র আবদুল আজিজ (১৫) বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। জনৈক হাসান ও অন্যদের মাধ্যমে তাকে ঢাকায় তাজউদ্দীনের কাছে আনা হয়। তিনি অ্যাম্বুলেন্সে করে ওই বালককে হাসপাতালে নেন। তার জন্য নিজে ১০ আউন্স রক্ত দেন। পরে ওই বালকের মৃত্যুর সংবাদ শুনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাসপাতালে যান এবং পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থাদি করেন। এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই বাংলার মানুষের মুক্তির রাজনীতির সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সম্পৃক্ততা ঘটে। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই এই পূর্বাঞ্চলের মানুষের মুক্তির পথানুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী যত আন্দোলন হয়েছে, তাজউদ্দীন তার প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) গঠিত হয়; তিনি এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তিনি ছিলেন তার সক্রিয় অংশী। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তাজউদ্দীন ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা জেলা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন তৎকালীন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদককে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এমএলএ নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পরের বছরগুলো তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ৬ দফার অন্যতম রূপকার ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। আপন সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে ততদিনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। এ বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ৬ দফার অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ৮ মে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনী গণরায় অস্বীকার করে বাঙালিদের অধিকার অর্জনের দাবি নস্যাৎ করতে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং ১ মার্চ ১৯৭১ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকসমূহ পরিচালনা ও জনগণের কর্তৃত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশাবলি প্রণয়নে এবং সামরিক শাসকদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন সহযোগী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের ওপর। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক-রাজনৈতিকসহ সকল দিক সংগঠিত করে তোলেন। তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও স্বদেশপ্রেম সবাইকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সফল নেতৃত্বদান তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে নির্দ্বিধায় অভিহিত করা চলে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করেন তাজউদ্দীন আহমদ। এরপর তিনি অর্থ-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। আত্মনির্ভর বিকাশমান অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই দিন সকালে তাজউদ্দীন আহমদকে গৃহবন্দী করা হয় এবং পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ কারাগারে সব নিয়ম ভঙ্গ করে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের অপর তিন নেতাকে।

যিনি ছিলেন এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন জনগণের কল্যাণ নিয়ে ভেবেছেন, যে মানুষটি বাঙালি জাতির সুখী স্বাধীন জীবন গড়ার সংগ্রামে পরমভাবে নিবেদিত ছিলেন, সেই প্রচারবিমুখ, ত্যাগী ও কৃতী দেশপ্রেমিক মানুষটিকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকের দল।

এই মৃত্যু তাজউদ্দীনের আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করেছে। নতুন রূপে উদ্ভাসিত হন তিনি। তাঁর রেখে যাওয়া কর্ম আর ভাবনা আলোকদ্যুতি ছড়ায় এ দেশের আকাশে-বাতাসে। বাঙালি জাতি তথা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে তাঁর অবদান।

তাজউদ্দীন আহমদের

ডায়েরি

চতুর্থ খণ্ড

১৯৫২

ইংরেজি থেকে অনূদিত

অনুবাদ
বেলাল চৌধুরী

প্রতিভাস

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১০
শ্রাবণ ১৪১৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগাস্ট ২০১৪
শ্রাবণ ১৪২১

সিমিন হোসেন রিমি
প্রতিভাস
৭৫১ সাতমসজিদ রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ

© *প্রতিভাস*

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

লোগো
রাজীব হোসেন

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

ISBN 978 984 8938 00 3

মূল্য
তিন শ পঞ্চাশ টাকা

Tajuddin Ahmader Dairy, 4th Volume, 1952

Published by **Pratibhas,** July 2010, 2nd Print 2014
751 Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka 1209
Bangladesh

Price: Tk. 350.00

প্রকাশকের কথা

২৬/২৭ বছরের একজন যুবক তাজউদ্দীন আহমদ। যিনি প্রবলভাবে সমাজ এবং রাজনীতি সচেতন। যিনি নিরলসভাবে তাঁর প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তকে কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত রাখছেন।

তাজউদ্দীন আহমদের ভাবনা নিজকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজকে স্পর্শ করে। তাঁর ভাবনার ভিত্তি যুক্তি এবং বাস্তবতা। তাঁর দৃষ্টি অবারিত যেমন স্বদেশে, তেমনি বিশ্বে। তিনি বিশ্বাস করেন সমাজকে উন্নত অবস্থানে পৌছে দিতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সচেষ্ট থাকেন স্কুল গড়ে তোলায়। স্কুলের উন্নয়নের লক্ষ্যে যাচ্ছেন স্থানীয় নানা এলাকায়। মানুষদের সম্পৃক্ত করছেন স্থানীয় স্কুলের সঙ্গে। শিক্ষানীতি নিয়ে কথা বলছেন। যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছেন।

সরকারের নিপীড়নমূলক অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছেন। জনমত গড়ে তুলছেন। বিবৃতি লিখছেন। লিফলেট বিলি করছেন। ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

শিক্ষকতা করছেন। বই পড়ছেন। অসুস্থ মানুষকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তারের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রোগীকে। গবাদি পশুর রোগ বালাই নিরাময়ের জন্যও কাজ করছেন তিনি।

শৃংখলা তাঁর জীবনের অঙ্গ। ক্লান্তি তাঁর কাছে হার মানে। সাইকেলে দূর থেকে দূরান্তে ছুটে চলেছেন তিনি। ভলিবল-ব্যাডমিন্টন খেলছেন। খেলছেন দাবাও।

আড়াই চাল আর সাড়ে তিন চালের খেলা তাঁর ধৈর্যকে নিয়ে যাচ্ছে অসীমে। তাঁর দূরদৃষ্টিকে করে তুলছে যেন আরো স্বচ্ছ। তিনি হয়ে উঠছেন পরিকল্পনাকুশলী। তিনি তৈরি হচ্ছেন মহোত্তম বৃহত্তম কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে।

ভণ্ডামি-শঠতা থেকে তাঁর অবস্থান লক্ষ যোজন দূরে। দৃঢ়চিত্ত, গভীর জ্ঞান, সরলতা তাঁকে বিশ্বস্ত কর্মোদ্যোগী গুণী মানুষের মর্যাদায় সিক্ত করছে অনায়াসে।

প্রকৃতির কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করছেন প্রাণশক্তি। রোদ বৃষ্টি মেঘ মানুষের জীবন থেকে ফসলের মাঠে যে ভূমিকা রাখে, তা থেকে তিনি নিরূপণ করেন সমাজের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, আনন্দ। তাজউদ্দীন হয়ে উঠতে থাকেন অনন্য।

এমনই চিত্রই ফুটে ওঠে তাজউদ্দীন আহমদের ১৯৫২ সালের ডায়েরির পাতায়।

তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ছাত্রজীবন থেকে নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তাঁর এই ডায়েরির কথা প্রথম সর্বসাধারণে প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালে জনাব বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* নামের গবেষণালব্ধ বইটি প্রকাশিত হবার পর। এরপর ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় জনাব উমরের *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল*। এই বইটিতে তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির বেশ কিছু অংশ প্রকাশিত হয়।

এই বইটি প্রকাশের পর জনাব বদরুদ্দীন উমর তাঁর কাছে রাখা ডায়েরিগুলো তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। জনাব উমর তাঁর বইয়ের ভূমিকার এক অংশে তাঁজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি প্রসঙ্গে লেখেন : "*তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতিদিনের ডায়েরি নিয়মিত রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের সময় তিনি কথায় কথায় তাঁর এই ডায়েরির উল্লেখ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বলেন যে, তার কোন গুরুত্ব নেই। আমি তৎক্ষণাৎ ডায়েরিগুলি দেখতে চাইলে তিনি সেগুলি আমাকে দেন। আমি কিছু কিছু পাতা উল্টিয়ে বুঝতে পারি যে, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস ঠিক মত লেখার ক্ষেত্রে ডায়েরিটি খুব সাহায্য করবে। সেই অনুযায়ী আমি সেগুলি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যাই এবং পরে ১৯৪৬ সাল এবং ১৯৫৩ থেকে ৫৬ সালের ডায়েরি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত নিজের কাছে রাখি।*"

"*তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে যে ডায়েরিগুলো ছিলো সেগুলি ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনীর হামলার সময় বিনষ্ট হয়। এ কথার উল্লেখ করে তিনি ১৯৭৪ সালে*

আমাকে বলেন যে, ডায়েরির যে অংশ আমার কাছে আছে সেগুলি আমার কাছেই রেখে দেয়া ভালো। কারণ তাঁর কাছে ফেরৎ দিলে আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির যে সামান্য অংশ এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হলো তার থেকে দেখা যাবে যে, তিনি তাতে এমন অনেক ঘটনা, স্থান ও ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যাকে আপাতদৃষ্টিতে অগুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও একটা সময়ের বিভিন্ন ঘটনা, নানান ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ইত্যাদির সঙ্গে সঠিক পরিচয়ের জন্য সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। তাছাড়া এই পর্যায়ের ডায়েরিগুলির অন্য একটি দিক হচ্ছে এই যে, তার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কোন কারণ নেই। তিনি ১৯৪৬ সালে একজন নবীন যুবক হিসাবে যে ডায়েরি রাখতে শুরু করেন তার কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ব্যক্তিগত রেকর্ড হিসাবে লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই তিনি নিয়মিতভাবে ডায়েরিটি লিখতেন। সে জন্য তাঁর এই ডায়েরিগুলিতে তিনি যে শুধু রাজনৈতিক বিষয়াদিই অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাই নয়, তাঁর অনেক একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের উল্লেখও এগুলিতে আছে। তাজউদ্দীন আহমদ শুধু যে নিজের ডায়েরি দিয়েই আমাকে সাহায্য করেছিলেন তাই নয়, অন্য অনেক দলিলও আমি তাঁর থেকে নিয়েছিলাম।"

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সশস্ত্র পাকিস্তান বাহিনী তাজউদ্দীন আহমদের খোঁজে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে এসে তাঁকে না পেয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি বসায়। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের দখলেই থাকে বাড়িটি। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা সেই বাড়ির সমস্ত মালামাল, বইপত্র ধ্বংস করে এবং লুটপাটের অংশ হিসেবে নিলামে তোলে।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে তাজউদ্দীন আহমদের এক বন্ধু পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখতে গিয়ে হঠাৎই খুঁজে পান তাজউদ্দীন আহমদের ১৯৫৪ সালের ডায়েরি। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার ঠিক ৩৬ ঘণ্টা আগে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেছিলেন তাঁর আর একটি ডায়েরির কথা, যা তিনি সযত্নে লিখছিলেন সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। লাল মলাটে কালো বর্ডারের সেই ডায়েরির খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

১৯৯১ সালে অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান গভীর আগ্রহে ডায়েরিগুলোর এবং ১৯৭২-৭৩ সালে তাজউদ্দীন আহমদের নিজ হাতে লেখা কিছু নোটের ফটোকপি নিয়ে যান। তিনি সেখান থেকে বেশ কিছু অংশ *তাজউদ্দীনের সমাজ ও উন্নয়ন ভাবনা : ডায়েরির পাতা থেকে* শিরোনামে দৈনিক *ভোরের কাগজে* প্রকাশ করেন। ১৯৯২ সালের ৫ মার্চ থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সেগুলো প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির যতটুকু পাওয়া যায় তা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তিন খণ্ড ডায়েরি। এই তিন খণ্ড তাঁর ইংরেজিতে লেখা ডায়েরির বাংলা অনুবাদ। বর্তমান ডায়েরিটি ১৯৫২ সালের ইংরেজিতে লেখা ডায়েরির বাংলা অনুবাদ। যা চতুর্থ খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো। এটি বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ২০০৯ সালের ৯ জুলাই থেকে ২০১০ সালের ৬ মে তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় নিউজ ম্যাগাজিন *সাপ্তাহিক*-এ।

তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির জন্য আমরা বদরুদ্দীন উমরের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। ১৯৫২ সালের ডায়েরি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি বেলাল চৌধুরী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এবং ড. আতিউর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও এর প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের প্রত্যেকের জন্য শুভকামনা।

সিমিন হোসেন রিমি
জুলাই ০২, ২০১০

মুখবন্ধ

তাজউদ্দীন আহমদ '৭১-এর মুক্তিসংগ্রামের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব; প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী; মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিচালনার পর অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণে। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ১৯৫২ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়পরিসরে সাহসী ও অমায়িক এই মহৎ পুরুষের তরুণ বয়সের চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন ঘটনাবলি প্রতিফলিত হয়েছে। দেশ ও সমাজের প্রতি অতুলনীয় নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ প্রতিভাত হয়েছে সুলিখিত তাঁর দিনলিপিতে।

অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুশৃঙ্খল জীবন প্রণালীর প্রতিটি ক্ষণেই এই কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন মানবিক, সামাজিক, আতিথেয়তা ও চিত্তবিনোদনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। মাতৃভাষার জন্য প্রতিবাদী আন্দোলন, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থানীয় জনগণের দুর্ভোগ নিরসনে গণসংযোগ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধে গঠনমূলক নেতৃত্বের পূর্বাভাস এই দিনপঞ্জিকায় প্রকাশ পেয়েছে। '৫২-র ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্ত পরিস্থিতি ও পুলিশের অপতৎপরতার প্রেক্ষাপটে ফজলুল হক ও সলিমুল্লাহ মুসলিম ছাত্রাবাসের অ্যাসেমব্লি হলে ছাত্র

সমাবেশে তাজউদ্দীনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তাঁর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।

সমাজসেবা আর ছাত্র রাজনীতির শত কর্মব্যস্ততা জ্ঞান-পিপাসু তাজউদ্দীনকে গ্রন্থাগারে জ্ঞানসাধনা ও শ্রেণী কক্ষে পাঠদান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি শ্রীপুর হাইস্কুলে '৫২ সনের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন। অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর থেকেছেন আপসহীন; চেকের বিপরীতে ব্যাংক কর্মকর্তা প্রদত্ত অতিরিক্ত টাকা পরবর্তীতে ফেরত দিয়ে চারিত্রিক সততার নিদর্শন রেখেছেন। অনুপম মানবিক গুণাবলির অধিকারী তাজউদ্দীন নবীন বয়সেই জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসহায়, হতদরিদ্র ও পীড়িত মানুষের পাশে থেকেছেন সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে; কিনে দিয়েছেন ঔষধপত্রাদি। ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাঁকে নিয়মিত জুমার নামাজ আদায়ে সচেষ্ট রেখেছে। নিয়ত জনসংযোগে ব্যস্ত থেকেছেন বিভিন্ন সভা-সমিতিতে।

তাঁর দৈনন্দিন চলাফেরা শুধু ঢাকা শহরে কামরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, এফ করিম, তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের বাসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রায়শই নাড়ির টানে ছুটে গিয়েছেন ঢাকা থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরের নিজ গ্রাম কাপাসিয়ার দরদরিয়ায়; সমাধান করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষের পারিবারিক সমস্যা। অর্থনীতির চিন্তাশীল এই মেধাবী ছাত্র প্রতিনিয়ত প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন সমসাময়িক বিশ্বপ্রেক্ষাপট ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর; লিপিবদ্ধ করেছেন ধান, পাটের বাজার দর, পাট চাষীদের দুরবস্থা আর কৃষি উৎপাদনের গতিধারা। অল্প বয়সেই তাঁর এই সমাজ সচেতনতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তা তাঁকে পরবর্তীতে একজন পরিশীলিত রাজনীতিবিদের আসনে সমাসীন করেছিল। আত্মশক্তিতে বলীয়ান তরুণ তাজউদ্দীনের মধ্যে সুপ্ত ছিল ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সর্বোপরি '৭১-এর মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব, যা তাঁর দিনপঞ্জিকার সুবিন্যস্ত ও সময়নিষ্ঠ ধারা বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে।

তাজউদ্দীনের ডায়েরি এ দেশের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ; তরুণ সমাজের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত, যা তাদেরকে সোনালি বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও দেশ-মাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আমার বড়ই সৌভাগ্য হয়েছিল এই ডায়েরিগুলো দেখার এবং সেগুলো ব্যবহার করার। তাঁকে

নিয়ে আমার লেখালেখি ও গবেষণার অনুপ্রেরণাও আমি এসব ডায়েরি থেকেই প্রথমে পেয়েছিলাম। খুশি হয়েছি যে, তাঁর যোগ্য কন্যা সিমিন হেসেন রিমি ইংরেজিতে লেখা এই ডায়েরিগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশে এগিয়ে এসেছে। নির্ভীক এই বীর বাঙালি হয়তো ধারণা করেননি ইতিহাসের নির্মম এক কালো রাতে তাঁকে বলী হতে হবে, রয়ে যাবে শুধু তাঁর স্মৃতিকথা। অমূল্য এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক ও সম্পাদক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমার বিশ্বাস, সচেতন পাঠক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক
২০১০

-শ্রীপুরে ফিরে আসা-

১ জানুয়ারি, ১৯৫২, মঙ্গলবার

সকাল সাড়ে ছয়টায় উঠেছি।

কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো।

সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একটি দল গঠনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। আমরা গণআজাদী লীগ পুনরুজ্জীবনের পক্ষে; তবে লীগ শব্দের পরিবর্তে পার্টি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লাম।

বিকেলে ক্লাবের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আহমদ আলী মণ্ডল ও ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলায় আমি রেফারির দায়িত্ব পালন করলাম। মণ্ডল খেলায় জয়ী হলো। রাত সাড়ে ৮টা থেকে পৌনে ১১টা পর্যন্ত মজিদ সাহেব, মালেক সাহেব প্রমুখের সঙ্গে ক্লাবে বসে দাবা খেললাম।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : ঠাণ্ডা পরিবেশ।

২.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টায় স্কুলে গেলাম। প্রধান শিক্ষক ও প্রসন্ন বাবু ছিলেন না। নাম ডাকার পর ছুটি দেওয়া হলো। খেলাফত নেতা মকবুল মৌলবি ক্লাবে আমার সঙ্গে বিকেল ৪টায় দেখা করলেন এবং আমাকে ১১ জানুয়ারি নোয়াকান্দিতে অনুষ্ঠিতব্য একটি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দীন ক্লাবে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি ৫ জানুয়ারি উত্তরখামেরে অনুষ্ঠিতব্য একটি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্টেশন রুমে বসে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। রাতের খাবার শেষে রাত সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

রাত পৌনে ১০টায় বিছানায় গেলাম্।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩.১.৫২

সকাল ৭টায় উঠলাম।

সকাল ১১টায় স্কুলে গেলাম। প্রধান শিক্ষক বলাই বাবু ও প্রসন্ন বাবু অনুপস্থিত ছিলেন। নাম ডাকার পর ছুটি দেওয়া হলো।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মালেক সাহেবের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় খেলে আমি জিতলাম। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। আজ রাতে শিক্ষক মোজাফফর হোসেন সাহেব এলেন।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ডাকঘরের ক্লার্ক মইনুদ্দিন সাহেব মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের লাসরা ডাকঘরের সাবপোস্ট মাস্টার পদে যোগ দিতে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আমার একজন ভালো বন্ধু এবং শ্রীপুর ক্লাবের একজন উদ্যমী সদস্য।

৪.১.৫২

সকাল ৭টায় উঠেছি।

আহমদ, মজিদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন প্রমুখের সঙ্গে সারাদিন পাশা ও ব্যাডমিন্টন খেলে কাটালাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ক্লাবেই ছিলাম।

রাত সাড়ে ৮টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বেলা ২টা ১৫ মিনিটের ট্রেনে ভাওয়াল সিডব্লিউ এস্টেটের ম্যানেজার ও পুলিশ ইন্সপেক্টর 'বি' শ্রীপুর এসেছেন; এখানে অবস্থানরত ডিএফও-র সঙ্গে যৌথ অনুসন্ধানের জন্য। তাদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল ভাওয়ালের বনাঞ্চলের ঘটনাবলি ও বন কর্মচারী, বিশেষ করে আর ও এ করিমের বিষয়ে।

৫.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। দুপুর ২টায় সাহাবুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে উত্তর খামেরের উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে বড়হরে হাকিম মিয়ার বাড়িতে কয়েক মিনিটের জন্য থামলাম। বাড়িতে শুধু ইউসুফ আলী মামা ছিলেন। বিকেল ৪টার দিকে এইচ ই স্কুলের সামনে আয়োজিত সভায় উপস্থিত হলাম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিও (উত্তর) এ সাত্তার। আমি সভায় পৌঁছে দেখি আহসান মিয়া বক্তৃতা করছেন। তারপর রশিদ মিয়া কয়েক মিনিটের জন্য বক্তৃতা করলেন। আসর নামাজের পর আমি আধ ঘন্টা ধরে বক্তব্য রাখলাম। আমি যখন লবণ সংকট নিয়ে কথা বলছিলাম তখন কাপাসিয়া থানার ওসি আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তার পরও আমি আমার যুক্তি তুলে ধরতে লাগলাম। এসডিও তাকে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করার জন্য বললেন। এসডিওর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সভা শেষ হয়।

সভার আয়োজন ভালোই ছিল। মাইক ছিল ঠিকঠাক। সভার বিরতির সময় রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের বদরউদ্দীন শ্রোতাদের গান শোনালেন। সভায় তিন হাজার বা তার চেয়ে বেশি মানুষের উপস্থিতি ছিল। সভা শেষে মফিজউদ্দীন সাহেবের

বাড়িতে এসডিও আমার সঙ্গে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা কথা বললেন। তারপর তিনি আরজু মিয়ার বাড়িতে গেলেন। সেখানে তিনি উঠেছেন।

ডা. হোসেন আলী, আহসান মিয়া, শাহাজউদ্দিন, আড়ালের সরকার, ময়মনসিংহের একজন হাকিম ও অন্যদের সঙ্গে মফিজউদ্দীন মাস্টার সাহেবের বাড়িতে রাতের খাবার খেলাম।

রাত ১১টায় সরকার ও শাহাবুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে রমিজউদ্দীনের বাড়িতে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৬.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠলাম।

মফিজউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে নাস্তা খেলাম। তারপর রমিজউদ্দীনের বাড়িতেও নাস্তা খেলাম। সকাল ৮টায় এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা হলো। প্রায় ঘন্টাখানেক টুকিটাকি বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, গত বছর কীভাবে তার আইএ পাস ছেলেকে দুর্বল ও কম বয়সের মনগড়া অজুহাতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয়েছে। কথাবার্তার পর সকাল ৯টায় তিনি হাতির পিঠে চড়ে কাপাসিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন। আর আমি সাহাবুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। বড়হরে আমরা ১৫ মিনিটের জন্য থামলাম। হাকিম মিয়া বাড়িতেই ছিলেন। শ্রীপুরে পৌছলাম বেলা সাড়ে ১১টায়। দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্লাস নিলাম।

বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেললাম। ঘরে ফিরলাম সন্ধ্যা ৬টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৭.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেল ৩টায় ভাংনাহাটি মাদ্রাসার

সামনে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিলাম। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি মওলানা আবদুল আজিজ সভাপতিত্ব করলেন। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আমি বক্তৃতা করলাম। এরপর দিগধার মওলানা ওয়ারিস আলী এবং আদিয়াবাদের মওলানা হারিসুল হক বক্তব্য রাখলেন। সভাপতির ভাষণের পর রাত সাড়ে ৯টায় সভা শেষ হলো। সভায় প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

আমি আমার বক্তৃতায় সমালোচনামুখর ছিলাম; শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, বিশেষ করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে বর্তমান মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয় একমাত্র অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মোল্লাদের সন্তুষ্ট রাখতে। মওলানা আজিজ অধিকতর ক্ষোভের সঙ্গে সরকারের, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করলেন। এমনকি তিনি এও মন্তব্য করলেন যে, লিয়াকত আলী খানকে তার অপকর্মের জন্য আল্লাহই সরিয়ে দিয়েছেন। যারা নিজেদের সংশোধন করবে না তারাও যেন একই পরিণতি ভোগ করে; সে জন্য তিনি নিজে প্রার্থনা করেছেন। মওলানা আজিজ ও অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে আমার ছাত্র মান্নানের বাড়িতে রাতের খাবার খেলাম। রাত সাড়ে ১১টায় বাসায় ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : রাতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ঠাণ্ডা কিছুটা কম।

৮.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। প্রধান শিক্ষক আমাকে সকাল সাড়ে ৮টায় স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য। সদর সাব-ডিভিশনের ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যাপারে আমি তার জন্য কয়েকটি চিঠি লিখে দিলাম। বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেললাম। রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

এফ এইচ এম হল থেকে নূরুল হক এসেছে; হল নির্বাচনী বিষয়ে আমাকে নেওয়ার জন্য। সে রাত ৮টা ৩৯ মিনিটের ট্রেনে পৌঁছেছে। রাতে সে আমার সঙ্গে থাকল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ মেঘমুক্ত ও ঠাণ্ডা।

৯.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

ফাতেহা ইয়াজদাহামের জন্য আজ স্কুল বন্ধ।

নূরুল হক সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে চলে গেল। শরাফতের দোকানে নূরুল হক, প্রধান শিক্ষক ও আকরামতউল্লাহকে চা খাওয়ালাম।

দুপুর ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম।

সাইকেলে করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলাম। রাতে আড়ালের জামাই ও দিগধার ভাইসাহেব আমাদের বাড়িতে এলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১০.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

হাকিম মিয়া সকাল ৮টায় এল। নাস্তার পর চলে গেল। সকালে আবদুল খান, ওয়ারিস আলী, কাগুর বাপ প্রমুখ আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। সকাল ১১টায় সাইকেলে নোয়াকান্দির উদ্দেশে রওনা হলাম। দুপুর দেড়টায় সেখানে পৌছলাম। দুপুরের খাবার খেলাম সেক্রেটারির বাড়িতে।

এইচ ই স্কুলের সামনে বিকেলে ৪টায় সভা শুরু হলো। মওলানা জালালউদ্দিন সভাপতিত্ব করলেন। মাগরিবের আগে বক্তৃতা করলেন প্রধান শিক্ষক ও আখতারউদ্দিন ফকির। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে সভা বিঘ্নিত হলো। আমি বক্তব্য রাখলাম পৌনে ৭টা থেকে রাত ৮টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত। এরপর মওলানা এ হামিদ হোসেনপুরী রাত ১০টা পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। তিনি আমার খসড়া করা কয়েকটি প্রস্তাব সভাপতি বরাবর উত্থাপন করলেন এবং এগুলো গৃহীত হলো। সভার সমাপ্তি ঘটল রাত ১১টায়। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার। মওলানা হামিদ, জালালউদ্দিন প্রমুখের সঙ্গে সেক্রেটারির বাড়িতে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়ার পর মওলানা হামিদ ও আমি ছাড়া সকলেই চলে গেলেন।

রাত দেড়টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দুপুরের পর থেকে আকাশে ঘন মেঘ জমতে লাগল এবং বিকেল সোয়া ৫টায় বৃষ্টি শুরু হলো। ৫টা ৪০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রবল বর্ষণ হলো। ৭টার দিকে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখা দিল মৃদু দীপ্তির চাঁদ।

১১.১.৫২

ভোর ৫টায় উঠলাম।

খিরাটির কুদ্দুস পণ্ডিত আগামী ২২ জানুয়ারি তার এলাকায় অনুষ্ঠিতব্য একটি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তাকে কথা দিলাম না।

সকাল ১০টায় বের হলাম। আমার ছাত্র এ মজিদ বাজার পর্যন্ত আমার সঙ্গে হেঁটে এল। খাল পার হওয়ার সময় সে আমার সাইকেল উঁচু করে ধরে পার হতে সাহায্য করল। দুপুর ১টার দিকে বাড়ি পৌছলাম।

সন্ধ্যায় আড়ালের হেলাল মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটলাম।

দিনের শেষভাগে বেশি খাওয়া হয়েছে। তাই রাতে আর খেলাম না।

রাত ৮টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বিকেলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। তবে রাতের আকাশ পরিষ্কার এবং তীব্র শীত। বিশেষ করে শীতকালের বৃষ্টির পর এমন শীত স্বাভাবিক।

১২.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে সরাসরি শ্রীপুর পৌছেছি। বিকেলে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ছিল। আমি রেফারির দায়িত্ব পালন করলাম। প্রতিযোগিতার বিরতির সময় গিয়াস ভাইসাহেব আমাকে দিয়ে একটি মানি অর্ডার ফর্ম লিখিয়ে নিলেন। তিনি আসুকে টাকা পাঠাবেন। এর আগে ফটিক ভাইসাহেব আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

রাত সাড়ে ৮টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

১৩.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠলাম।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকালে শামসুদ্দিন মণ্ডলের ভর্তির জন্য আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজী অম্বর আলীর কাছে একটি চিঠি লিখলাম। চিঠি শামসুদ্দিনকে দিলাম।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন ও দাবা খেললাম। রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৪.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

পৌষ সংক্রান্তির জন্য আজ স্কুল বন্ধ।

সকালে হামিদ আমাকে এক গ্লাস খেজুরের রস এবং ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন দিয়েছেন এক গ্লাস দুধ। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। অলি আহমদ উপস্থিত হলে তার সঙ্গে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খেললাম। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে ক্লাবে খেললাম। রাত সাড়ে ১০টা থেকে মধ্য রাত ১২টা পর্যন্ত আমার ঘরে হামিদের সঙ্গে দাবা খেললাম। এরপর সরাসরি বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বেলা দেড়টায় কালু মোড়লের ওখানে টুকু মিয়া দুপুরের খাবার খেয়েছেন। দুপুরে আমি যখন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে খেলছিলাম তখন হাইলজোরের আনসার আলী ও মমতাজ আলী আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তারা আমাকে খানের দোকানে চা খাওয়ালেন। তারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন তাদের মামলার ওনানির দিন ঢাকায় যাই।

১৫.১.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। আন্তঃস্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যাপারে এই অঞ্চলের স্কুলসমূহের সেক্রেটারি বরাবর প্রধান শিক্ষকের জন্য কয়েকটি চিঠি লিখে দিলাম। বিকেলে ফটিক ভাইসাহেব আমার রুমে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমার কাছ থেকে বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য দুটি দরখাস্ত লিখে নিলেন।

একই সময় গিয়াস ভাইসাহেব আসুর কাছে পাঠানো মানি অর্ডারের রশিদ নিয়ে গেলেন। পরে গোসিঙ্গা কাচারির বেলায়েত হোসেনের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার জন্য চারশা চর জমির নকশা এনে দেওয়ার জন্য তাকে একটি নোট দিলাম। তিনি এনে দিবেন বলে কথা দিলেন।

সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৬.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেললাম। ক্লাবে ছিলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

এসআই নূরুল হক ও অন্যান্যের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে সকালে ডিএসপি এবং ডিএবি এখানে এসেছেন। রাতে তারা ডিবি বাংলোয় থেকে গেলেন। জানা যায়, আবুল হোসেনের নেতৃত্বে ভাংনাহাটির জনগণ অভিযোগ উত্থাপনকারী।

১৭.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সকাল ৯টায় হাসান মোড়ল আমাকে তার গোডাউনে ডেকে পাঠালেন এবং আমার ওপর স্কুলের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যেহেতু প্রধান শিক্ষক ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৫ দিনের জন্য ছুটির আবেদন করেছেন।

বেলা আড়াইটায় শ্রীপুর ডাকঘরে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুললাম। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৮.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি স্কুলের কাগজপত্রের জন্য প্রধান শিক্ষকের বাড়ি গেলাম। এই কাগজপত্র অডিট করা হবে। কিন্তু তিনি হিসাবপত্র হালনাগাদ করার জন্য আগামী রোববার পর্যন্ত সময় চাইলেন। আমরা ফিরে এলাম।

বেলা সাড়ে ১২টার মধ্যে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর পৌনে ৩টা পর্যন্ত দাবা খেললাম। বেলা ৩টায় স্কুল অফিসে ম্যানেজিং কমিটির সভায় যোগ দিলাম। এম ই স্কুলের বিষয় অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমি আমাদের বেতনের জন্য প্রধান শিক্ষককে অভিযুক্ত করলাম। তিনি টাকার অভাবের অজুহাত দাঁড় করালেন। কিন্তু আমি উন্মোচন করলাম টাকা তার হাতে ছিল। তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, পরীক্ষার্থী ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ৩১৫ টাকা ওই সময় তার কাছে ছিল। বিকেল সোয়া ৫টায় সভা শেষ হলো। সভায় উপস্থিত ছিলেন কালু মোড়ল, ডা. আহসানউদ্দিন, প্রধান শিক্ষক, মৌলবি ইয়াকুব আলী, এম হোসেন খান এবং আজিজ মোড়ল। কালু মোড়ল সভাপতিত্ব করেন। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১১০ নং মামলার সুরাহা করতে আজ এসডিও (উত্তর)-এর এখানে আসার কথা ছিল; কিন্তু তিনি আসেননি।

১৯.১.৫২

ভোর সোয়া ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে শরাফতের দোকানে বলাই বাবু, লতিফপুরের হোসেন মাস্টার, আকরামতউল্লাহ, এসআই অলি আহমদ এবং ভাংনাহাটির নায়েবকে চা পান করালাম। বিকেল ৫টায় হাইলজোড়ের এক রোগী নিয়ে ডা. আহসানউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তার জন্য ব্যবস্থাপত্র নিলাম।

সন্ধ্যা ৭টায় প্রধান মৌলবি তার দোকানে আমাকে চা খাওয়ালেন। এরপর আমি ফিরে এলাম। রাত ৯টায় জাহানদারকে পাঠিয়ে প্রধান শিক্ষক আমাকে স্কুল পাঠাগারে ডেকে নিলেন। রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত কথা বললেন। তিনি মূলত কাজী সাহেবের বিরুদ্ধে তার ২৩ জানুয়ারির মামলার ব্যাপার নিয়েই কথা বললেন। কিন্তু অডিটের জন্য আমাকে কাগজপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বললেন না। এরপর স্টেশনে এলাম। সেখানে সাপ্লাই ইন্সপেক্টর, কালু মোড়ল এবং এ এস এম পরেশ চক্রবর্তীর দেখা পেলাম। রাত ১১টায় সাপ্লাই ইন্সপেক্টরের ট্রেন ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রধানত তার সঙ্গেই কথা বললাম। তারপর সরাসরি বাসস্থানে ফিরে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। আমার কাছে শীত কম বলে মনে হচ্ছে।

২০.১.৫২

সকাল পৌনে ৬টায় উঠলাম।

সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

আজ শুধুমাত্র বলাই বাবু ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

দুপুর সাড়ে ১২টায় স্কুলে মৌলবির বিকল্পজন এসে পৌছলেন।

সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে পৌছলাম। অডিটের জন্য কাগজপত্র প্রদানে প্রধান শিক্ষকের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কঠোর সমালোচনা করলেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ইয়াকুব আলী মৌলবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান শিক্ষক এই সময় ট্রেনে ময়মনসিংহের উদ্দেশে চলে গেলেন।

সকাল ৯টায় হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমাকে জানালেন, আসিরুদ্দিন মোল্লা তার বন জামাত আলীর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। বেলা ১টায় দেওনার সাইদ আলী আমার কাছে এল। আদালতে তার ভাড়া সংক্রান্ত মামলায় ডিক্রি হলেও, ভাড়া পরিশোধে তার সমস্যার কথা আলোচনা করে সে বাড়ি ফিরে গেল।

বিকেলে ভলিবল খেললাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ক্লাব থেকে ফিরলাম।

টুকু মিয়ার ভৃত্য ও নান্না মিয়ার ছেলে রাতে এখানে থেকে গেল।

ঘুমাতে গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২১.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। শিক্ষক মোজাফফর হোসেন আমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেলেন।

সদর সাব-ডিভিশনাল ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাভার এইচ ই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক তার ছাত্রদের নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা সর্বশেষ সার্কুলারটি পাননি। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে আড়ালের উদ্দেশে সাইকেলে রওনা হলাম। পথে লতিফপুরে নিশুয়ারির আজিজ মিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছ থেকে তরগাঁওয়ের ব্যাপারে জানলাম। রানীগঞ্জের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা কাপাসিয়ার সামাদের দেখা পেলাম। সে আমার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য আলাপ করল। ঠিক সূর্যাস্তের মুহূর্তে রানীগঞ্জ খেয়াঘাটে পৌছলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আড়াল বাজারে পৌছলাম। আজ ছিল হাটের দিন। হেলালউদ্দিন ও তালুইসাহেবকে

হাটে পেলাম। হাটের লোকজনের সঙ্গে সরকার বাড়িতে পৌছলাম।

রাত ৯টায় শুয়ে পড়লাম।

আবহাওয়া : দিনের তৃতীয় ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যা থেকে মেঘ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

২২.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সম্মানিয়ার পিইউবি হাবিবুর রহমান, সদুর বাপ, জহুর মিয়া ও আরো অনেকে সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। জহুর মিয়া ছাড়া আর সবাই আমার সঙ্গে নাস্তা খেল। আমাদের সবার খাওয়া শেষে জহুর মিয়া একা নাস্তা করলেন।

দুপুরের খাবার শেষে বেলা ৩টার দিকে খিরাটির উদ্দেশে রওনা হলাম। মমতাজ মিয়ার পাঠানো একটি ছেলে আমাকে পথ দেখিয়ে নিল। রওনা হওয়ার আগে আউয়ালের বাপ আমার সঙ্গে দেখা করল। সভা শুরু হলো বিকেল সাড়ে ৪টায়। আড়ালের জহুর মিয়া সভাপতিত্ব করলেন। আমি বক্তৃতা করলাম বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত; মাঝে মাগরিব নামাজের একটি বিরতি দিয়ে। আমি মূলত তুলে ধরি স্থানীয় সমস্যাগুলো। যেমন, যোগাযোগের জন্য সড়ক পথের অভাব অথবা পলিমাটি জমে নদী নাব্যতা হারানোর ফলে কৃষি ফসল বিক্রি করার জন্য যোগাযোগের যে সুবিধা পাওয়া প্রয়োজন, সেই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। আকতার উদ্দিন ফকির রেশম শিল্প নিয়ে ১০ মিনিট বক্তৃতা করলেন। মওলানা আবদুল হামিদ হোসেনপুরী সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। সভার সমাপ্তি ঘটল সাড়ে ৯টায়। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার খানেক। সভার উদ্দেশ্য : জুনিয়র মাদ্রাসার উন্নতিকরণ। কুদ্দুস পণ্ডিতের বাড়িতে আমি, জহুর মিয়া, মওলানা বুলবুলি, মীর জহুর আলী রাতে থেকে গেলাম।

ঘুমাতে গেলাম মধ্য রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৩.১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা খেয়ে সকাল পৌনে ৯টায় শ্রীপুরের উদ্দেশে সাইকেলে করে রওনা হলাম। বুলবুলি আমার সঙ্গে কাপাসিয়া পর্যন্ত এলেন। সেখান থেকে তিনি সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে রাজেন্দ্রপুরের উদ্দেশে চলে গেলেন। আমি প্রধান শিক্ষকের (আহসান মিয়া) ওখানে ৫ মিনিটের জন্য থামলাম। কালি মোহন বাবু, শাহাজউদ্দিন প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। বাজারে পেলাম সামাদ, আকতারউদ্দিন, তরগাঁওয়ের আজিজকে এবং তারপর কাচারির কাছে জব্বার মিয়া, বসির প্রমুখকে। দুপুর ১২টায় শ্রীপুরে পৌছলাম। স্কুলে ছিলাম বেলা ২টা পর্যন্ত।

স্কুলে আমার সঙ্গে রেঞ্জার আসিরউদ্দিন দেখা করে কিছু সময়ের জন্য কথা বললেন। তিনি আজ বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে এখানে এসে পৌছেছেন। ডা. আহসানউদ্দিন আমার ঘরে বসে স্কুল সম্পর্কিত বিষয়ে আমার সঙ্গে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা করলেন।

সন্ধ্যায় কালু মোড়ল ও বলাই বাবুর উপস্থিতিতে মান্নান আমাদেরকে জানায়, সে তার বকেয়া পুরোপুরি শোধ করেছে। অথচ ম্যানেজিং কমিটির সভায় প্রধান শিক্ষক প্রথমেই এই টাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন।

৬টায় ফিরে এলাম।

শুয়ে পড়লাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৪.১.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

বেলা ৩টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। গোসিঙ্গা হাটে থামলাম। শ্রীপুর এইচ ই স্কুল সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে নিয়ামত সরকারের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাকে অনুরোধ করলাম ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে। এ ব্যাপারে তিনি ইতোপূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর আক্কাস আলী বন বিভাগের সঙ্গে তার মামলা বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : কম শীত।

২৫.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ১০টায় আবদুল খানের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। ওয়ারিস আলী, তুফানিয়া ও টুক্কা সেখানেই ছিল। তুফানিয়া আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল। সে তার ও আমাদের চরের (খাল) বিরোধপূর্ণ সীমানা নিয়ে কথা বলল। আমি তাকে প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম। রজব আলী ও নজু মোড়ল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপাড়া মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। মফিজউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের উত্তরের বন দেখে ফিরে এলাম।

দুপুরে করিহাতার এক মিস্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসেছিল আমাদের ঘর নির্মাণের ব্যাপারে আলাপ করতে। আজ মাটির দেয়াল নির্মাণকারীরা কাজ করেছে।

বিকেল সাড়ে ৪টায় হাইলজোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিয়েছি।

মাগরিবের নামাজের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে আমি বক্তৃতা করি বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত উপস্থিত লোকজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল ৩৭৭ টাকা পাওয়ার। হাইলজোড়, বড়হর, বালাকুনা, দেওনা প্রভৃতি গ্রামের প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিল। প্রথামিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামাত আলী, এ হাকিম মোল্লা, ইসাব আলী, বালাকুনার জাহার উদ্দিন, আবদুল মোড়ল, তরগাঁওয়ের মুসলিম ফকির, ওয়ারিস আলী, রজব আলী প্রমুখ।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়িতে ফিরে এসেছি।

খাবার খেয়ে সোজা বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : ঠাণ্ডা কম।

২৬.১.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। শ্রীপুর পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ১০টায়। হাইলজোড়ের আনসার আলী আমার ঘর থেকে তার খরম নিয়ে গেল। বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। বেলা ২টায় পৌঁছে সোজা আদালতে গেলাম। দেখা হলো কুদরত আলী, মোহাম্মদ আলী, হামিদ মোক্তার, মমতাজ মোক্তার প্রমুখের সঙ্গে। সাদির মোক্তার আমাকে নাস্তা করাল।

আক্কাছ আলীর নামে বন বিভাগের মামলা এসডিও (উত্তর)-এর কাছে ফেরত পাঠানো হলো। কারণ আজ এবং আগেও পিডব্লিউএস হাজির হয়নি।

সাহেব আলী বেপারি আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন আজ বিকেলে তার বাড়িতে ভালুকার আবেদুল্লাহ সরকারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি বিকেল ৫টায় তাই করলাম। পরে আমি জানতে পারি আবেদুল্লাহ সরকার আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন বিয়ে সংক্রান্ত কারণে। আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম তখন ফকির মান্নান নেমে গেলেন। খিরাটির মজিদ, শামসু, লুলু, ওয়ারিস আলী প্রমুখ ওখানে উপস্থিত ছিল। ওই বাড়ির আঙ্গিনায় মুজিব মোক্তার ও ললুর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। খেলায় আমার সঙ্গী ছিল শামসু।

সদরঘাটে মুচির দোকান থেকে আমার জুতা সংগ্রহ করলাম ও স্টেশনে এলাম। সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটের ট্রেনে উঠলাম এবং শ্রীপুর ফিরে এলাম। ওয়ারিস আলী ও আক্কাস আলী একই ট্রেনে করে এসে শ্রীপুর নেমে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৭.১.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।

বিকেলে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আমার রুমে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৮.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

নাইম উকিলের কাছে ৩ টাকার মানি অর্ডার ও একটি কার্ড পাঠালাম সাঈদ আলীর জন্য এ/ডিসহ একটি রেজিস্টার্ড চিঠি পাঠালাম ঢাকা সার্কেল 'ডি'র ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের কাছে। পোস্ট অফিস থেকে পাস বুক নিলাম।

আজ সকালে আমার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ ও কাগজপত্র নিয়ে আক্কাস আলী ঢাকায় গেল।

আজ দুপুরে প্রধান শিক্ষক এখানে এসে পৌঁছেছেন এবং আমার সঙ্গে স্কুলে দেখা করলেন।

স্কুল শেষে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। তিনি আমাকে দিনে আপ্যায়ন করলেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডা. আহসানউদ্দিন ওখানে এলেন। তিনি স্কুল ও প্রধান শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয়ে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা করলেন। এরপর আমরা সবাই উঠে পড়লাম ও আমাদের নিজ নিজ আবাসে চলে গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

২৯.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠলাম।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

বেলা আড়াইটায় মাওনার উদ্দেশে সাইকেলে রওনা হলাম। পথের পাশে একটি বাড়িতে মওলানা এ আজিজের সঙ্গে দেখা হলো এবং ১৫ মিনিটের মতো তার সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িটি থেকে সভাস্থল এক মাইল দূরে।

আসর নামাজের পর মাওনা মাদ্রাসার সামনে সভা শুরু হলো।

মওলানা আজিজ সভাপতিত্ব করলেন। আমি বিকেল ৫টা থেকে পৌনে ৬টা পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। শিক্ষানীতি ও সরকারের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমি ছিলাম সমালোচনামুখর। মাগরিবের সময় হয়ে এলে আমি সেখান থেকে বিদায় নিলাম এবং সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীপুর পৌছলাম। সভায় প্রায় ৬/৭ শ' লোক যোগ দিয়েছিল।

রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে এএসআই অলি আহমদ প্রমুখের সঙ্গে ছিলাম। এরই মধ্যে বাঘিয়ার বাবু আমাকে জানাল যে, করিহাতার আস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে আড়ালের তালুইসাহেব আজকে আমাদের বাড়িতে এসেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন।

রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। মনে হচ্ছে বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে।

৩০.১.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত।

মামদির বাড়ির মুনু সকাল সাড়ে ৯টায় তার অসুস্থ ভাই ফেগুকে নিয়ে আমার কাছে হাজির হলো। তার মুত্রনালীতে সমস্যা ছিল এবং তা তরল তৈরি করতে পারছিল না। তাকে ডা. আহসানউদ্দিনের কাছে নিয়ে গেলাম এবং তিনি চিকিৎসা দিলেন। মুনুর হাতে আফসু, দুফতু ও শাহিদার জন্য বই পাঠালাম।

বিকেলে আহমদ ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে থেকে তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩১.১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্বরসতী পূজা উপলক্ষে আজ স্কুল বন্ধ।

সকাল ৯টায় আহমদ ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমি যখন স্টেশনে তখন আড়ালের খন্দকার আমাকে জানাল, গত রাতে হাফিজ বেপারির বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সে বেপারি ও সাহেব আলীর জন্য ঢাকায় যাচ্ছে।

দুপুর ১টার দিকে বাড়িতে পৌছলাম। গোসল ও খাবার খেয়ে সাইকেলে করে হাফিজ বেপারির বাড়িতে গেলাম। আইয়ুব আলীর কাছ থেকে ডাকাতির ব্যাপারে শুনলাম ও প্রমাণ দেখলাম। আইয়ুব আলীকে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়েছে। আমি উপস্থিত থাকার সময়ই হাফিজ বেপারি ও সাহেব আলী ঢাকা থেকে ফিরে এল সন্ধ্যায়। কাপাসিয়া থানার ওসি এবং সেকেন্ড এসআই আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। মওলানা ওয়ারিস আলী, আবিদ বেপারি, বালুর বাপ, সাদির ভূঁইয়া, আরজু মিয়া, জামাত আলী, ফরেস্টার আজিমউদ্দিন, মোসলেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাগরিবের পর আরজু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। দিগধায় থামলাম। আরজু মিয়া তার বাড়িতে চলে গেল।

ঘুমাতে গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

নাজিমউদ্দীন ও নুরুল আমিন আজ সকালে সিরাজগঞ্জ লীগ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পথে কাওরাইদে চা পান করেছেন। এটা ছিল তাদের সরকারি কর্মসূচি এবং তাদের সুবিধার জন্য এখানে ট্রেন থামিয়ে রাখা হয়েছিল।

বি. দ্র. বরিশালের শর্শিনার পীর মওলানা নাসেরউদ্দিন ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

6.1.52

Rise: a 5-30 AM.

Took meals at Mofizuddin Sb's and also at Ramizuddin's

Met S.D.O (N) in Mia Bari at 8 AM and talked for about an hour on sundry things. He told us how his son, an I.Sc., was debarred on flimsy and imaginary ground of under age from entering air force of Pak last year though his certificate age even is enough to qualify him. — He left for Kapasia on elephant at 9 AM. [illegible] — I started for Sreepur with Shahabuddin on cycle — halted at Barabar for 15 minutes. Halkin [illegible] [illegible]. — Reached Sreepur at 11-30 AM.

Took up classes upto 4 pm.

Played Badminton in the afternoon. Room at 8 pm.

Weather: As before. Bed 9 PM.

7.1.52.

Rise: a 6 AM.

School - 11 AM to 1 PM

Attended a Public meeting in front of Bhangnahati Madrasah at 3 pm. Maulana Abdul Aziz, Parliamentary secy. presided. — I spoke from 3-20 pm to 4-30 pm. Then Maulana [illegible] Ali of Bhawalia and Maulana [illegible] of [illegible] spoke. After presidential speech meeting came to a close at 9-30 pm. About 1500 persons attended.

I was critical of the present Ministries on their failure to give [illegible] and specify a homogeneous line of education, Madrasah line being used only as a prison to satisfy the Mullas of half or no education. Maulana Aziz more vehemently criticised the Govt. specially Central Govt. He went upto [illegible] that [illegible] was removed by Govt for his misdeeds & he himself prayed for [illegible] action against those who would not rectify themselves.

Took night meals at [illegible], my student's house with Maulana Aziz & other guests & returned to my lodge at 11-30 PM. Bed a 12.

Weather: [illegible] chill due to clouds in the sky at night.

– শুক্রবার –

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা খাওয়ার পর সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আড়ালের উদ্দেশে সাইকেলে দিগধা ছাড়লাম। মাদুলির মধ্য দিয়ে পৌছলাম দুপুর ১২টার দিকে। আমার গোসল ও দুপুরের খাবারের পর সেখানে মফিজউদ্দীন মাস্টার সাহেব রমিজউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে পৌছলেন।

মির্জানগর জুনিয়র মাদ্রাসার সামনে সভায় যোগ দিলাম। মওলানা আজিজ সভাপতিত্ব করলেন। আসর নামাজের পর বিকেল সাড়ে ৪টায় সভা শুরু হলো। মাগরিব নামাজের আগে মফিজউদ্দীন সাহেব, চরমনোহরদীর আবদুল হাকিম, হেলাল উদ্দিন ও জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বক্তৃতা করলেন।

আমি বক্তব্য রাখলাম সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট থেকে ৭টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। আমি তুলে ধরলাম যোগাযোগের মতো স্থানীয় সমস্যাগুলো। সমালোচনা করলাম শিক্ষানীতি ও সরকারের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের, যা জনগণের জন্য দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। কথা বললাম ইরান, মিসর ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে এবং কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম, যার সব ক'টিই পাস হয়ে গেল।

সভাপতির ভাষণের পর রাত ৯টায় সভার সমাপ্তি ঘটল। মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হলো। সভায় লোকজনের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩ হাজার।

এরপর আড়ালে ফিরে এলাম। মফিজ সাহেব, রমিজউদ্দীন প্রমুখ আড়ালে আমার সঙ্গে রয়ে গেলেন।

ঘুমোতে গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। দুপুরে সূর্য বসন্তকালের প্রকৃতি ধারণ করেছিল।

২.২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা সেরে সকাল পৌনে ৯টায় শ্রীপুরের উদ্দেশে আড়াল ছাড়লাম। রানিগঞ্জ হয়ে শ্রীপুর গেলাম। রানিগঞ্জের মাঝি আমার কাছ থেকে খেয়া পারের জন্য কোনো টাকা নিল না। কাপাসিয়ায় পৌছলাম সকাল ১০টায়। সেখানে সাইকেলের বাম প্যাডেল মেরামত করালাম। বাজারে অন্যান্যের মধ্যে শহিদ মোক্তারকে পাওয়া গেল।

বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রীপুর পৌছলাম।

জয়দেবপুরে জোনাল স্পোর্টসের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ছেলেদের নিয়ে দুপুর ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে উঠলাম। এইচ হক ও রিয়াজউদ্দিনের বাড়িতে গোসল সারলাম। দুপুরে কোনো খাবার খাওয়া হলো না।

বেলা ২টায় খেলা শুরু হলো। ৬ ছেলের মধ্যে জাহান্দার ও শফি দুটি ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করল। ফয়জুদ্দিন ও জাহাদ আলী প্রত্যেকে এক ইভেন্টে স্থান পেল। ভাওয়ালের ম্যানেজার পুরস্কার প্রদান করলেন বিকেল ৫টায়। প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল শুধুমাত্র শ্রীপুর, জয়দেবপুর ও উত্তরখামের স্কুল।

অনুষ্ঠান শেষে জয়দেবপুরের প্রধান শিক্ষক তার কক্ষে আমাদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। আমাদের সঙ্গে নোয়াব আলী ছিলেন।

রাত ৮টা ৩৯ মিনিটের ফিরতি ট্রেনে ছেলেদের নিয়ে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। কুদরতউল্লাহ ভূঁইয়া, কবির প্রমুখ একই ট্রেন থেকে শ্রীপুরে নামল। বাজারে প্রধান শিক্ষক প্রসঙ্গে কালু মোড়লের সঙ্গে আহমদ কথা বলল। কালু মোড়ল তাকে বললেন প্রধান শিক্ষককে তখনই হাজির করার জন্য।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম। এএসআই অলি আহমদ এবং পরে আহমদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

ঘরে ফিরলাম সন্ধ্যা ৭টায়।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা। দিনের মধ্যভাগ থেকে আকাশ হালকা মেঘের আবরণে ঢাকা। রাতেও মেঘমুক্ত হল না।

৪.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সকাল ৮টায় হাসান মোড়লের সঙ্গে তার গোডাউনে দেখা করলাম। অডিটের জন্য তিনি আমাদেরকে কাগজপত্র দিতে প্রধান শিক্ষককে নতুন নির্দেশনা পাঠালেন।

আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি স্কুলে গেলাম সকাল ৯টায়।

প্রথমবারের মতো অডিট শুরু হলো এবং একটানা তা চলল বেলা ২টা পর্যন্ত। তারপর গোসল ও খাবার খেতে ঘরে ফিরলাম।

অডিট দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে বেলা সোয়া ৩টা থেকে রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত। এরপর আমরা ঘরে ফিরলাম। অডিটের শুরুতে ডা. আহসানউদ্দিন কিছু সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

রাতে আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হলো না। অভুক্তই রইলাম। বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সমস্ত দিন ও রাত আকাশ মেঘাচ্ছন্নই থাকল। ঠাণ্ডা অপেক্ষাকৃত কম।

৫.২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৮টায় অডিটের কাজ শুরু করলাম। আজ সকালে আমাদের ১৯৫০ সালের ফি রিসিপ্ট বই পরীক্ষা করে দেখার কথা ছিল। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বইটির কিছু পাতা ছিঁড়ে রেখেছেন। এ নিয়ে শোরগোল উঠল। হাসান মোড়ল, সালেহ আহমদ মোড়ল, আজিজ মোড়ল, মজিদ মোড়ল, ননি ডাক্তার, এ এস এম হাকিম এবং এলাকার স্থানীয় অন্যান্য অনেক লোক স্কুল অফিসে জড়ো হলো এবং তারা প্রত্যক্ষ করল প্রধান শিক্ষকের দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচেষ্টা।

দুপুর ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে রাজেন্দ্রপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমার সঙ্গে এলেন আহমদ ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ওখানে হাসান মোড়লের বাসায় আহমদকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম।

কাজিমুদ্দিন পিইউবিকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, হেলথ অ্যাসিসট্যান্ট করম আলী ও প্রফুল্লসহ ফাওগাঁও এম ই স্কুলে পৌছলাম। সভা শুরু হলো বিকেল ৪টায়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সভাপতিত্ব করলেন। আহমদ বক্তৃতা করল মাত্র ৫ মিনিটের জন্য। এরপর আমি বিকেল ৫টা পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। নগদ উঠল ৮৭ টাকা। আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। আমার পর আর কেউ বক্তব্য রাখলেন না। সভায় উপস্থিত ছিল প্রায় ৩-৪ শ' জন। আজ ছিল হাটের দিন। স্কুলের উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

এম ই স্কুলের সেক্রেটারির বাসায় আমার সঙ্গে থাকা গোটা দল রাতের খাবার খেল। সেক্রেটারি ছিলেন একজন বয়স্ক ও সহজ সরল মানুষ।

রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে কাপাসিয়ার রশিদ মিয়ার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য আলাপ করলাম। রাত ৮টা ৩৯ মিনিটের ফিরতি ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। আকাশে মেঘ নেই।

৬.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠলাম।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় প্রধান শিক্ষক আমাকে স্কুল অফিসে ডাকলেন এবং রক্ষা পেতে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমি তাকে বললাম মোড়লদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং তিনি স্কুলের যে ক্ষতি করেছেন তা পূরণ করে দিতে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. ষষ্ঠ জর্জ আজ সকালে স্যানড্রিংহামে মৃত্যুবরণ করেন।

৭.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর কারণে আজ স্কুল বন্ধ।

সকাল ৯টায় কালু মোড়ল, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি স্কুলের অফিসে গেলাম। কালু মোড়ল প্রধান শিক্ষককে বললেন ২ হাজার টাকা পরিশোধ ও দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য। বেলা ১১টায় তারা চলে গেলেন। বলাই আমাকে অনুরোধ করল বিষয়টির মীমাংসা করার জন্য। আমি ফিরে এলাম বেলা দেড়টায়।

বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম এবং তারপর ব্যাডমিন্টন খেললাম সন্ধ্যা পর্যন্ত।

পাক লাইব্রেরিতে ছিলাম সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। হাসান মিয়া ও সাইদ আলী পণ্ডিত সাহেব আমাকে এক গ্লাস দুধ দিলেন। বই নিয়ে আমি ফিরে এলাম।

শুয়ে পড়লাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৮.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় হাসান মোড়ল, কালু মোড়ল, আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি স্কুল অফিসে গেলাম। আজ আমাকে স্কুলের দায়িত্ব দেয়া হলো। মকসুদউদ্দিন বিশ্বাসের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম এবং বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম। জুমার নামাজে অংশ নিলাম। ফিরে এলাম বেলা ২টায়। আবার স্কুলে গেলাম বেলা ৩টায়। কাজ করলাম বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।

ব্যাডমিন্টন খেললাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। ক্লাবে ছিলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। শুধুমাত্র সকালে ও রাতের একটি অংশে সামান্য শীত।

৯.২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বেলা ৩টায় সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম আমার জন্য মফিজউদ্দীন সাহেবের পাঠানো ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়িতে ১৫ মিনিটের জন্য থামলাম ও যাত্রা অব্যাহত রাখলাম। দিগধা হয়ে সেখানে পৌছলাম সূর্যাস্তের সময়।

মফিজউদ্দীন সাহেব কাপাসিয়া হাট থেকে ফিরলেন রাত ৯টায়। হাট থেকে ফিরে আমার সঙ্গে তিনি রাতের খাবার খেলেন। তিনি আমাকে বললেন, সাদির মোক্তার আড়ালের তালুইসাহেবকে জানিয়েছেন, শুধুমাত্র পরবর্তী অ্যাসেমব্লি নির্বাচন থেকে আমাকে দূরে রাখতে ফকির মান্নান আমাকে অচিরেই যে কোনো মামলায় জড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গত শুক্রবার আড়ালে অনুষ্ঠিত সভায় তালুইসাহেবের কাছ থেকে মফিজউদ্দীন সাহেব এ খবর পান। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কথা বললাম। তারপর বিছানায় গেলাম। আবদুল হাইয়ের বাবা পাশের চৌকিতে ঘুমালেন।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১০.২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

চা খাবার পর সকাল সাড়ে ৭টায় শ্রীপুরের উদ্দেশে সৈয়দপুর ছাড়লাম। বাড়িতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের জন্য থামলাম ও নাস্তা খেলাম। দেখতে পেলাম কারিগররা আমাদের ঘরের মাটির দেয়াল তৈরি করতে কাজ করছে। আবদুল খান ও কাণ্ডর বাপ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে শ্রীপুর পৌছলাম। স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। সকাল ১১টায় হাসান মোড়ল স্কুল অফিসে বসে জনাব ফজলুল করিম বিএসসি (অনার্স) কে নিয়োগ দিলেন। তিনি শিগগিরই স্কুলে যোগ দেবেন। আমি তাকে সব ক্লাসে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আহমদ ও মজিদ সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন।

সন্ধ্যায় এফ করিমের সঙ্গে দাবা খেললাম। ক্লাবে ছিলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। তারপর ঘরে ফিরে এলাম। সকাল পৌনে নয়টার দিকে জেলা ক্রীড়ার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে জয়দেবপুর থেকে হামিদুল হক এসেছিলেন। বিজ্ঞপ্তিটি দিয়ে তিনি চলে গেলেন। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ডা. আহসানউদ্দিন ও কালু মোড়ল আমার কক্ষে প্রধান শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে কথা বললেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইছিল। বিশেষ করে দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা থেকে আকাশ পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল এবং সারারাত একই অবস্থা বজায় থাকল। ফলে পূর্ণিমা হলেও মেঘের কারণে চাঁদের আলো নিস্প্রভ ঠেকল। আজ রাতে খুবই সামান্য শীত।

১১.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠলাম।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

মজিদ সাহেব ও এফ করিম সাহেব সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। তাদেরকে স্টেশনে বিদায় জানালাম।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মালেক সাহেবের সঙ্গে পাশা খেললাম।

ক্লাবে রাত ৮টা পর্যন্ত থেকে ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। শীতকালের ঠাণ্ডা বাস্তবে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

১২.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

রায়েদের আয়েত আলী শেখকে বাজারে পেলাম। আয়েত আলী বললেন, তিনি কাজী অফিসে এসেছেন তার মেয়ের কাবিননামা সম্পাদন করতে।

বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাড়িতে পাশা খেলে ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। সকালে ঠাণ্ডা ছিল।

১৩.২.৫২

-ঢাকা-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠলাম।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে জাহান্দারকে সঙ্গে নিয়ে জেলা ক্রীড়া ফাইনালে যোগ দিতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ঢাকা স্টেশনে পৌঁছে সোজা কে এল জুবলি স্কুলে গেলাম। তবে ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের কাউকে সেখানে খুঁজে পেলাম না। রায় সাহেব বাজারে ইসলামিয়া রেস্তোরাঁয় আমরা দু'জন নাস্তা করলাম।

সকাল সাড়ে ১১টায় জাহান্দারকে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে পাঠালাম। এর আগে হাফিজ বেপারির বাড়ি গেলাম। সেখানে জাহান্দার গোসল সেরে নিল। আইয়ুব আলী, হাসান ও শামসু তখন বাড়িতে ছিল।

এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে সাদির মোক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। এমএলএ মান্নান সাহেব তার নির্বাচনের পথ পরিষ্কার করতে আমাকে যে কোনো ফৌজদারি মামলায় জড়াতে মতলব আঁটছেন—এমন কথার সত্যতা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলাম। সাদির মোক্তার এর সত্যতা স্বীকার করলেন। আমি এটা জহির ভাইকে জানালাম।

দুপুর ১টায় কামরুদ্দীন সাহেব, ডিএম জহিরউদ্দীন, জমিরউদ্দীন, কফিলউদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য অনেক আইনজীবীর সঙ্গে দেখা হলো। শুধু দেখা হলো না আতাউর রহমান খান সাহেবের সঙ্গে। দুপুর ২টায় জহিরউদ্দীনের সহায়তায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এ কে বিশ্বাসের সামনে আমার নামের ইংরেজি বানান শুদ্ধ করে সংশোধন করলাম– Tajuddin Ahmad.

বিকেল সাড়ে ৪টায় এফ এইচ এম হল হয়ে রেঞ্জ ইন্সপেক্টরের অফিসে গেলাম। সরকারি গ্রান্ট-ইন-এইড কেরানি অনুপস্থিত ছিল।

ওখান থেকে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। সেখানে ফজলুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব, কাপাসিয়ার সাহাজুদ্দিন, চর সিন্দুরের মহিউদ্দিন খান প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। জাহান্দারের জন্য ফজলুর রহমান ভূঁইয়ার কাছ থেকে টাকা নিলাম। এফএইচএম হলে ফিরে এলাম। রাতে এন/২তে ভিপি এস আলম ও মমিনের সঙ্গে থাকলাম। তারা আমাকে রাতের খাবার দিল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৪.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় ৯ নম্বর বাদামতলিতে গেলাম। সদু মিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। তার সঙ্গে খাবার খেয়ে সকাল ১০টার দিকে আমি চলে এলাম। তিনি তার অফিসের উদ্দেশে বের হলেন। ইসলামপুরে মেট্রো ওয়াচ কোম্পানি থেকে আমাদের স্কুলের ঘড়িটি নিলাম। সকাল ১১টায় যোগীনগর গেলাম। সেখানে জিনিসপত্রগুলো রাখলাম। ভাবী ও তার ভাই বাড়িতে ছিলেন।

কেমব্রিজ ফার্মেসিতে ডা. করিমের সঙ্গে দেখা করলাম। এরপর দুজনেই বাসে উঠলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে গেলাম। তিনি আজিমপুরের উদ্দেশে গেলেন। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল সোয়া তিনটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম।

পাকিস্তান অবজারভারের ওপর সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় যোগ দেই বেলা দেড়টায়। নুরুল আলম সভাপতিত্ব করল। মতিন, বাহাউদ্দীন ও অন্যান্যরা বক্তৃতা করল। অলি আহাদের সঙ্গে ওখানে দেখা হলো। মিস্টার আয়ারের স্বাক্ষর করা পরীক্ষা ফরম তুলে বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে জমা দিলাম হল অফিসে তৃতীয় কেরানির কাছে।

বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ফিরে এলাম। রেঞ্জ স্পোর্টস ফাইনাল। ঢাকা রেঞ্জের সেকেন্ড ইন্সপেক্টর জনাব এ রহমানের সঙ্গে কথা বললাম। ওখানে দেখা হলো ওয়াসেক, নোয়াখালীর ইসমাইল, তফিকুল ইসলাম, কাশেম প্রমুখের সঙ্গে। সন্ধ্যা ৬টায় স্পোর্টস শেষ হলো। জনসন রোডে রয়েল স্টেশনারি থেকে নোট বুক কিনলাম। রাত ৮টায় যোগীনগর এলাম। দোতলায় বসে খাবার খেলাম।

রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভাবীর সঙ্গে কথা বললাম। ওই সময় তোয়াহা সাহেব ফিরলেন। এরপর অলি আহাদ এল। রাতে অলি আহাদের সঙ্গে থাকলাম।

ঘুমাতে গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : সত্যিকার অর্থে কোনো শীত নেই।

বি. দ্র. ১৪.২.৫২ থেকে পূর্ববঙ্গ সরকার নিরাপত্তা আইনে *পাকিস্তান অবজারভারের* ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অভিযোগ 'লুক্কায়িত ফ্যাসিবাদ' নামে ১২.২.৫২ তারিখের সম্পাদকীয়।

১৫.২.৫২

–শ্রীপুর–

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

শ্রীপুরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লাম ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে। শ্রীপুর পৌঁছে নরত্তমপুরের সোবহান সরকারকে পেলাম। তার সঙ্গে হাসান মিয়ার খরচে চা পান করলাম। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। সন্ধ্যায় আবার দাবা খেললাম ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে।

রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন অকার্যকর প্রশাসন এবং ভাওয়াল বনের পেটান নিয়ে বর্তমান বিশৃঙ্খলা বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল। এটা মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ভাওয়াল বন ও আসিরউদ্দিন এবং করিম ও আসিরউদ্দিনকে।

রাত সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কালু মোড়ল তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমার ঘরে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৬.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেল সাড়ে ৪টায় আবার স্কুল অফিসে গেলাম। আকরামতউল্লাহ, সোনাকারের খালেক, ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন প্রমুখ সেখানে এসেছিলেন। আকরামতউল্লাহর হাতে আমি আফসু-দফতুর জন্য ব্যাকরণ বই পাঠালাম। বিকেল সাড়ে ৫টায় স্কুল থেকে ফিরে এলাম।

স্কুলের অফিসে যাওয়ার সময় হাটে আমাদের বাড়ির ভৃত্য সেকেন্দারকে পেয়েছিলাম।

রেঞ্জার করিম সন্ধ্যা ৬টার দিকে আমাকে ডিবি বাংলোতে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে কিছু নথিপত্র দেখিয়ে বললেন, কীভাবে ভাওয়াল এস্টেটের বনাঞ্চলের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। আর এতে যোগসাজশ ছিল বন বিভাগ ও ভাওয়াল এস্টেটের উঁচু ও নিচু পদমর্যাদার একদল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। তিনি আরো বললেন, এসব দুর্নীতি তুলে ধরার কারণে ডিএফওসহ তার বিভাগ কর্তৃক তিনি কীভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন (প্রকৃতপক্ষে তার কথার শেষ অংশ সত্য নয়–টিএ)। ভাংনাহাটির আবুল হোসেন আমাদেরকে আলাপ করতে দেখেছেন। মোয়াজ্জেম খানের দোকানে *আজাদ* পত্রিকা পড়লাম। তিনি আমাকে চা পান করতে দিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফিরে এলাম।

পাবুরের একজন মুসাফির ও অন্য আরো দুইজন রাতে বাড়ির ভেতরে ঘুমাল এবং অন্য আরো দু'জন বারান্দায় ঘুমাল।

বিছানায় গেলাম মধ্যরাত ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৭.২.৫২

সকাল পৌনে ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুজিব সাহেব, ফরেস্টার করিম, এএসআই অলি আহমদ প্রমুখসহ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের অফিসে ছিলাম।

এরপর রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। খানের দোকানে কালু মোড়লের সঙ্গে আধ ঘন্টা রইলাম। ম্যানেজিং কমিটির সভা ডাকার বিষয়ে কথা বললাম। তিনি মুহূর্তেই সাড়া দিলেন, পরবর্তী রোববার ২৪ তারিখের জন্য। ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। দিনের শেষার্ধে পশ্চিমের বাতাস বইছিল।

বি. দ্র. : মধ্যবয়সী একজন লোক অচেতন অবস্থায় ক্লাবের সামনে পড়ে ছিল। হামিদ ও মালা তাকে সরিয়ে পোস্ট অফিসের বারান্দায় নিয়ে গিয়েছিল আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু ১০ মিনিট পরেই সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে সে মারা গেল। এটা ছিল না খেয়ে থাকার একটি পরিষ্কার ঘটনা। কারণ ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর বা অন্য কোনো রোগের লক্ষণ দেখা যায়নি। মালিক, এস এম কোরেশি এবং অন্যান্য অনেকে এটা দেখেছে।

১৮.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠলাম।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। নতুন প্রধান শিক্ষক জনাব ফজলুল করিম বিএসসি (অনার্স) আজকে যোগ দিলেন।

আজ সকালে মজিদ সাহেব ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন।

বেলা সাড়ে ১২টায় মকসুদউদ্দিন বিশ্বাস স্কুলে এলেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ম্যানেজিং কমিটির সভা ডাকলাম ২৪ ফেব্রুয়ারি, রোববার।

বিকেল সাড়ে ৪টায় আবদুল খানের কাছে পিইউবি সিংহস্ত্রীর গবাদিপশুর রোগ সম্পর্কিত রিপোর্টটি পাঠালাম। এটি সায়েন্স ভিলা ঢাকা সদর (উত্তর) ভেটেরিনরি সার্জন জয়েনউদ্দিন আহমদকে দিতে হবে।

বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে অলি আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং ঢাকার এআরপি অফিসারের সঙ্গে পাশা খেললাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : বসন্তকালের আবহাওয়া। পাখিদের কিচিরমিচির। দিনের শেষভাগে পশ্চিমের প্রবল বাতাস ধুলোর আবরণ তৈরি করল।

১৯.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

খাবার খেয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে বলাই বাবুর জন্য কুইনাইন নিয়ে স্কুলে গেলাম। ফজলুর সহায়তায় বলাই বাবুর মাথায় পানি ঢাললাম।

তারপর ফিরে এলাম। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্যানিটারি অফিসের সামনে এফ করিমের সঙ্গে দাবা খেললাম এবং ঘরে ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৮টায়।

আবহাওয়া : পশ্চিমের বাতাস আর বইছে না। বসন্তের পূর্ণ ছোঁয়া।

২০.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

স্কুলের ছেলেদেরকে আজ কলেরার টিকা দেয়া হয়েছে।

দুপুরের খাবার খাওয়ার পর বিকেলে শরাফতের দোকানে বসলাম। দোকানে মৌলবির সঙ্গে কথা বললাম আধ ঘন্টার মতো। স্কুলে বলাই বাবুকে দেখলাম। জ্বর তাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরে এলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। রাতের শেষভাগে আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা গেল।

২১.২.৫২

–ঢাকা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকালে আমি যখন পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলাম তখন রফিক আমার বিছানার বালিশের নিচ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। নাশ মিয়া, জয়তুনের বাপ প্রমুখের সহায়তায় ১৪৭ টাকা আট আনার মতো তার কাছ থেকে উদ্ধার করা গেল। এই ঝামেলার কারণে আমি সকালের ট্রেন ধরতে পারলাম না।

বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। একই কামরায় আমার সহযাত্রী ছিলেন এফ করিম ও ডা. আহসানউদ্দিন। রাজেন্দ্রপুর থেকে উঠলেন হাসান মোড়ল। স্কুল সম্পর্কিত বিষয়াবলি, তার দায়িত্ব ও ২৪.২.৫২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়ে আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ট্রেন থামতেই আমি এবং এফ করিম সেখানে নেমে গেলাম।

পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশাল জনসমাবেশ। মেডিকেল কলেজ ও অ্যাসেমব্লি হলের কাছে এইমাত্র পুলিশের টিয়ার গ্যাস ছোড়ার বিষয়ে লোকজন বলাবলি করছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রায় ২০ মিনিটের মতো থেমে ডিপিআই অফিসে গেলাম। মুসলিম এডুকেশন ফান্ডের গ্রান্ট-ইন-এইডস সম্পর্কিত সহকারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি স্মারক পাঠিয়ে দেবেন। বেলা ৩টার দিকে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ইডেন ভবনের দ্বিতীয় গেটের কাছে আকবর আলী বেপারির সঙ্গে রেনুকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তারক সাহার বাড়ি ও বরমি বাজারের দোকানটি তিনি

কিনে নেবেন। এটি কিনতে টাকার জন্য তিনি জমি বিক্রি করবেন। তার সঙ্গে কথা বলে বাসে উঠলাম এবং বেলা সাড়ে ৩টায় এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে উপস্থিত হলাম। এসডিওর সঙ্গে তার খাস কামরায় দেখা করলাম বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে।

আমাদের স্কুল ও ২৪.২.৫২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। প্রধান শিক্ষকের বিষয়াবলি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি কীভাবে সুরাহা করা যায় সে ব্যাপারে আমার পরামর্শের সঙ্গে তিনি একমত হলেন। তিনি আমাকে ৩.৩.৫২ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির একটি সভা আয়োজন করার জন্য বললেন। তখন তিনি শ্রীপুর থাকবেন। এরই মধ্যে তিনি আমার অনুরোধে শ্রীপুরের উদ্বাস্তু মিস্ত্রিদের ত্রাণের আবেদন অনুমোদন করলেন। তার চেম্বার ছাড়লাম বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে। আদালতের রেস্তোরাঁয় সিআইবির অ্যাসিস্ট্যান্ট মহিউদ্দিন ও আমাকে সাদির মোক্তার নাস্তা খাওয়ালেন। বিকেল পাঁচটার দিকে আদালত ছেড়ে এলাম।

কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম এবং দেরি না করে তাঁর সঙ্গে ৯৪ নবাবপুর এএমএল অফিসে এলাম। মিনিট পাঁচেকের জন্য সেখানে থেমে কেমব্রিজ ফার্মেসিতে গেলাম। জহির ভাই এস এম জহিরউদ্দীন ও আমাদের চা দিলেন।

ডা. করিম ও আমি মেডিকেল কলেজে গেলাম। পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহতদের মৃতদেহ দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ডা. করিম চলে গেলেন। আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ইতস্তত ঘোরাফেরা করে রাত ১১টায় যোগীনগরে ফিরে গেলাম।

রাতের খাবারের পর ভাবীর সঙ্গে কথা বললাম রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

বি. দ্র. আজ দুপুরে খেতে পারিনি।

গভীর রাত সাড়ে ৩টায় পুলিশ বাহিনী আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল এবং যুবলীগের অফিসে তল্লাশি চালাল। তারা ক্ষতিকর বা অবৈধ কিছু খুঁজে পেল না। যুবলীগের অফিস লাগোয়া আমার শোবার ঘর, তাই আমি ঘর থেকে সরে পড়ায় তারা আমার উপস্থিতি টের পায়নি।

ভোর ৪টায় তারা চলে গেল। এরপর আর ঘুমাইনি।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট চলছে। গতকাল থেকে এক মাসের জন্য সিআর. পিসি, ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ বিকেলে অ্যাসেমব্লি বসেছে। ধর্মঘট পালনকারী ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অ্যাসেমব্লি হাউসের কাছে জড়ো হয়; যাতে তাদের কণ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত এমএলএরা শুনতে পান।

প্রথমে শুরু হলো গ্রেফতার করা। এরপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হলো। তারপর গুলি চালানো হলো মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে। গুলিতে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হলো। আহত হলো ৩০ জন। জানা যায় ৬২ জনকে জেলে পোরা হয়েছে। আরো শোনা যায় পুলিশ কয়েকটি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। বেসরকারি সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা ১০ থেকে ১১ জন :

২২.২.৫২

গভীর রাত সাড়ে ৩টায় উঠেছি।

সকাল ৬টার দিকে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে গেলাম। অলি আহাদকে গত রাতের তল্লাশি অভিযান সম্পর্কে অবিহিত করলাম। তাঁর সাইকেলে যোগীনগরে ফিরে এলাম। নাস্তা খাওয়ার পর বার লাইব্রেরিতে গেলাম। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম।

সাইকেলে করে জনতা ও পুলিশি তৎপরতার বিভিন্ন দৃশ্যাবলি ঘুরে দেখলাম। যোগীনগরে ফিরলাম বেলা ১টায়। দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেল সাড়ে ৩টায় আবার বাইরে বের হলাম। মূল সড়ক ধরে এগোলাম।

মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে ছিলাম বিকেল থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৭টা পর্যন্ত।

এফ এইচ এম হলের অ্যাসেমব্লি হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে সোয়া ৮টা পর্যন্ত হল ছাত্রদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করলাম। অলি আহাদের সাইকেলের পেছনে চড়ে মেডিকেল কলেজের ব্যারাকে গেলাম। আমি যোগীনগরে ফিরলাম রাত সোয়া ৯টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বেলা ১টা থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সারারাত একই রকম থাকল। সন্ধ্যা থেকে রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে।

বি. দ্র. সকাল ১০টার দিকে জনসন রোডে *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আজ স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকল। হাইকোর্ট, মানসী সিনেমা হল ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের আশপাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৫ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেল। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ১২, আহত বহু।

আজ রাতেও পুলিশ আমাদের বাড়িতে অভিযান চালাল। প্রতিটি কক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করল। আমি তাদের নজর থেকে পালাতে সক্ষম হই (গভীর রাত সাড়ে ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত)।

এরপর আর ঘুমলাম না। সকাল পর্যন্ত ভাবীর সঙ্গে কথা বললাম। তার দুঃখ শোকে প্রবোধ দিলাম।

২৩.২.৫২

-শ্রীপুর-

গভীর রাত সাড়ে ৩টায় উঠেছি।

নাস্তার পর সকাল সাড়ে ৮টায় বের হলাম। কেমব্রিজ ফার্মেসি থেকে ডা. করিমের সাইকেল নিয়ে মেডিকেল কলেজ ব্যারাকের উদ্দেশে রওনা হলাম। লিফলেট নিলাম। লিফলেট বিতরণ করলাম স্টেশন, নারিন্দা, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি থেকে নবাব গেট পর্যন্ত। তারপর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ফিরে এলাম।

বেলা আড়াইটার দিকে যোগীনগরে পৌছলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা ৩টায় ভাবীর সঙ্গে বসলাম। তিনি অলি আহাদ এবং এই বাড়ি সংলগ্ন পূর্ব দিকের বাড়ির এক মহিলার ব্যাপারে আলাপ করলেন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটের ট্রেনে ঢাকা ছাড়লাম ও শ্রীপুরে ফিরে এলাম। হাসান মোড়ল প্রমুখকে বাজারে পেলাম এবং তাদের কাছ থেকে জানলাম ২১ ফেব্রুয়ারিতে আহমদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। শীত অনুভূত হলো। আকাশ পরিষ্কার।

বি. দ্র. : নাজিরাবাজার লেভেল ক্রসিংয়ে ঢাকার জনতার ওপর লাঠিচার্জ। তিনজন আহত। বিচ্ছিন্নভাবে গ্রেফতারের ঘটনা ছাড়া আর কোনো ঘটনা বা

হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট অব্যাহত। ২১.২.৫২ তারিখ থেকে নগরীতে কোনো যানবাহন চোখে পড়ছে না, এমনকি একটি সাইকেল পর্যন্ত না।

ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ ছিল বেলা ১টা পর্যন্ত।

২৪.২.৫২

-ঢাকা-

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৭টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। সেখানে নাস্তা খেলাম। তার কাছে ১৩০ টাকা গচ্ছিত রাখলাম।

স্যানিটারি অফিসের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হওয়া কয়েক শ' লোকের সমাবেশে বক্তৃতা করলাম আধ ঘন্টা ধরে। আসন্ন অনিবার্য আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ট্রেন থামল মেডিকেল কলেজের পশ্চিম গেটের কাছে। সেখানেই নেমে পড়লাম। মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে কিছু সময় থেকে যোগীনগরে এলাম বেলা সোয়া ১২টায়।

আবার মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এলাম এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থাকলাম।

সেন্ট্রাল কমিটি অব অ্যাকশন এবং সিভিল লিবার্টিস কো-অর্ডিনেটিং কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভা চলল বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। যথাক্রমে এ আর খান, কে আহমদ, আবুল হাশিম, এম জি হাফিজ, জহিরউদ্দীন, মোশতাক, শামসুল হক, কে জি, গোলাম মাহবুব, খয়রাত হোসেন, অলি আহমদ খান, আনোয়ারা খাতুন, কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন, অলি আহাদ, তোয়াহা, গোলাম মওলা এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২৫.২.৫২ তারিখে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং তা সমর্থন ও অনুমোদন পেল। সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় যোগীনগরে ফিরলাম। ডা. এম এ করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করে খাবার খেয়ে ৭টা ৫০ মিনিটে ওখান থেকে বের হলাম। রাতে সিরাজের বাড়িতে থাকলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

গোসল করতে পারিনি। দুপুরের খাবারও খেতে পারিনি। বেলা ৩টায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের আলী আসগর আমাকে নাস্তা দিয়েছিল।

আবহাওয়া : ২৩.২.৫২ তারিখ থেকে শীতের মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় বসন্তের উত্তাপের হঠাৎ উপস্থিতি বিঘ্নিত হলো। শীত বিদায় নেওয়ার আগে এটাই হয়তো শেষ কামড়।

বি. দ্র. : আজকে গ্রেফতারের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আর কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হলো। শুধু অল্পসংখ্যক রিকশা, সাইকেল ও প্রাইভেট গাড়ি চলাচল করছে। বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। নবাবপুর ও ইসলামপুরে অবাঙালি মালিকানাধীন দোকানগুলো আংশিক খোলা ছিল। সামরিক ও সশস্ত্রবাহিনী পুরো মাত্রায় টহল দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। আজ রাত ৮টা থেকে আগামীকাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে।

২৫.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা করলাম। বের হলাম সকাল সাড়ে ৮টায়। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে গেলাম। বার লাইব্রেরিতে গেলাম সকাল ১১টায়। কামরুদ্দীন আহমদের কাছ থেকে খবরাখবর নিলাম। এ আর খান, জহির, জমির প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন (আতাউর রহমান খান প্রমুখের গ্রেফতার হওয়ার গুজবের কথা শোনা গিয়েছিল)। বেলা ১২টার দিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ফিরে এলাম।

বেলা সাড়ে ১২টায় যোগীনগর এলাম। গোসল করে ও দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা ২টায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের উদ্দেশে বের হলাম। সেন্ট্রাল কমিটি অব অ্যাকশন ও সিভিল লিবার্টিস কো-অর্ডিনেটিং কমিটির যৌথ সভা হলো বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করলেন। কে আহমদ, এস হক, মোশতাক, এস এ রহিম, এম এস হক ও র‍্যালির কে এম হাই, এমএলএ শামসুদ্দিন এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্তসমূহ (১) ২৬.২.৫২ তারিখ থেকে সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার।
(২) নূরুল আমিনের কাছে ৯ দফা দাবির আল্টিমেটাম।

(৩) ৫ মার্চ শহীদ দিবসে সাধারণ ধর্মঘট।
(৪) ছাত্রদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখা।

শ্রীপুর থেকে ১৫ টাকা নিয়ে ইসলাম আহমদ এলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় লিফলেটসহ আমি তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিলাম।

যোগীনগরে এলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। রাতের খাবার খেয়ে ঠাটারি বাজার এলাম।

রাত সাড়ে ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : শান্ত প্রকৃতি, তবে চিমটি কাটা শীত। আকাশ পরিষ্কার।

বি. দ্র. : সাধারণ ধর্মঘট। রেল চলাচল ও সচিবালয়ে যোগদান ছাড়া প্রতিটি স্তরেই নজিরবিহীন সফলতা। মিছিল করার কোনো নির্দেশনা না থাকলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা হয়েছে। ঢাকার প্রধান সড়ক প্রায় ১০ হাজার লোকের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। বিকেলে জনতা এস এম হলের সামনে সমবেত হয়। বাবুপুরা পুরাতন পোস্ট অফিসের কাছে সাত জনের গ্রেফতার হবার খবর পাওয়া গেল। ১৪৪ ধারা মানার বিষয়টি কেউ আমলে আনল না। সামরিক ও সশস্ত্র বাহিনী ১৪৪ ধারা বলবৎ করতে হতাশাপূর্ণভাবে ব্যর্থ হলো। প্রতিটি সড়কে হাজার হাজার মানুষের ঢেউ দেখা গেল। নগরী চলে এল জনগণের আয়ত্তে। তবে কোথাও কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, ছিল শুধু নুরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধের প্রকাশ।

গত রাতে আবুল হাশিম ও খয়রাত হোসেন, আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি এমএলএ গ্রেফতার হয়েছেন।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ বেলা সাড়ে ৩টায় অ্যাসেমব্লি বসার কথা থাকলেও, নাটকীয়ভাবে গভর্নর অধিবেশন স্থগিত করলেন।

ভোরে ঠিক সূর্য ওঠার মুহূর্তে সামরিক বাহিনী এফ এইচ এম হলে ঢুকে পড়ে এবং বল প্রয়োগ করে হল থেকে মাইক কেড়ে নেয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটে জগন্নাথ কলেজ ছাত্রাবাসেও।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সামরিক বাহিনী এস এম হলে ঢুকে পড়ে এবং চেষ্টা করে তাদের মাইক কেড়ে নিতে। প্রভোস্টের মধ্যস্থতায় তারা দুই ঘন্টা পর হলের বাইরে বেরিয়ে আসে এই শর্তে যে, মাইকের বিষয়টি

প্রভোস্ট দেখবেন এবং এটি চালানো যাবে না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকল।

২৬.২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা খেলাম। সকাল ৮টায় সেখান থেকে বেরিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গেলাম। বেলা সাড়ে ১২টায় বেরুয়ার মনিরুল হককে সঙ্গে নিয়ে বার লাইব্রেরিতে গেলাম। মনিরুল হক ও অন্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিতে ফকির মান্নানের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে কামরুদ্দীন আহমদ, গোলাম সামদানি প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে কথা বললাম। সামদানি সাহেব খবর দিলেন, ফকির মান্নান নিজ বাড়ি থেকে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। সাদির মোক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে ফকিরের মন্দ কাজের ব্যাপারে অবহিত করলাম। বেলা ২টায় যোগীনগর ফিরে এলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টায় চাঁদপুরের সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গেলাম। ঠিক সেই সময় সলিমুল্লাহ হল ঘেরাও করে অভিযান চালানো হলো।

রাত সাড়ে ৮টায় যোগীনগরে ফিরে এলাম। রাতের খাবার খেয়ে রাত সাড়ে ৯টায় ঠাটারি বাজারে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. : সেন্ট্রাল কমিটি অব অ্যাকশন ও সিভিল লিবার্টিস কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থেকে শহরের সর্বত্র স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হলো। লাগাতার ৫ দিন ধর্মঘট চলার পর রিকশাওয়ালাদের মতো দরিদ্র জনগণ তাদের বিরাম দেওয়ার জন্য আমাদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করল।

আজ বিকেলে সলিমুল্লাহ হলে ঘেরাও দিয়ে অভিযান চলানো হয়। হাউস টিউটর ড. মফিজউদ্দীন ও ২৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি অ্যাকশনের পুরো সময় উপাচার্য ও প্রভোস্টকে হলের কাছে আটক রাখা হয়। মেডিকেল হোস্টেলে অভিযান চালানো হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। পুলিশের গুলিতে নিহত রফিকুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত স্তম্ভ সকাল সাড়ে ৯টায় এ কে শামসুদ্দিনের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন তার পিতা শফিকুর রহমান।

পুলিশ স্তম্ভটি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং একটি একটি করে ইট খুলে ফেলে। কোনো তল্লাশি চালানো হলো না। কাউকে গ্রেফতার করা হলো না। সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় পুলিশকে প্রত্যাহার করা হয়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, ড. পিসি চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ কলেজের অজিত গুহকে গতরাতে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

টের পাওয়া যাচ্ছে খুবই জোরেশোরে গ্রেফতার অভিযান চলবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে। এবং কোনো কারণ ছাড়াই এ বিষয়ে হিন্দুদেরকে টেনে আনা হচ্ছে।

২৭.২.৫২

ভোর সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা করলাম।

সকাল ৮টায় বের হলাম।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে যাওয়ার পথে মওলানা জব্বার, আমিরুল ইসলাম, হেড ক্লার্ক রাকিবউদ্দিন প্রমুখের সঙ্গে এফ এইচ এম হলে দেখা করলাম। সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মেডিকেল হোস্টেলে ছিলাম। সকাল পৌনে ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতে ছিলাম। আতাউরর হমান খানের খসড়া করা একটি বিবৃতি নিলাম। আন্দোলনের সঙ্গে ধ্বংসাত্মক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের যোগসূত্র স্থাপনে সরকারের জঘন্য প্রচেষ্টার মুখোশ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই এ বিবৃতি। কামরুদ্দীন আহমদ, জহির, জমির ও অন্যদের সেখানে পেয়েছি। জেলে দেখা করার জন্য আবুল হাশিমের ছেলে উমর একটি দরখাস্ত নিল। এটি লিখে দিয়েছেন কামরুদ্দীন আহমদ।

বেলা আড়াইটায় যোগীনগর পৌছলাম।

দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেল সাড়ে ৪টায় বের হলাম। সোজা গেলাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির মূল কর্মী ও সদস্যরা গতকালের অভিযানের পর অন্যত্র সরে পড়েছে। সূর্যাস্তের পর অলি আহাদ আমাদের সঙ্গে

দেখা করলেন। তিনি আমার তৈরি করা বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করলে তা প্রকাশ করার জন্য সব সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো হলো। তারপরে সে তাঁর নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে চলে গেল।

রাত সাড়ে ৯টায় ডাক্তারের ওখানে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : রাতের আকাশ পুরো মেঘাচ্ছন্ন। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার আবরণ। রাতে অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

বি. দ্র. : পূর্বে দেওয়া জামিন বাতিল করে হামিদুল হক চৌধুরী এবং *পাকিস্তান অবজারভারের* সম্পাদক এ সালমাকে আজ কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

২৮.২.৫২

সকাল ৮টায় উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা করলাম।

পৌনে ৯টায় বের হয়ে সোজা গেলাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। এস আই জাহিদিকে সঙ্গে নিয়ে এস এম হলে গেলাম এবং অ্যাসেমব্লি হলের সভায় যোগ দিলাম। সভাপতিত্ব করল আসাদ। আনোয়ার, মকসুদ বিশ্বাস, জিনু, মুখলেসুর রহমান এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে আমার দেওয়া প্রস্তাব গৃহীত হলো। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ফিরলাম সাড়ে ১১টায়। তখন কামরুদ্দীন আহমদ চলে গেলেন। বেলা সাড়ে ১২টায় যোগীনগর চলে এলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা আড়াইটায় বার লাইব্রেরির উদ্দেশে বের হলাম। আমাদের ৯ দফা দাবির ব্যাপারে সাখাওয়াত হোসেনের মাধ্যমে মন্ত্রী আফজালের পাঠানো আপস ফর্মুলা নিয়ে কামরুদ্দীন আহমদ, জমির, জহির ও আমি আলোচনা করলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টায় বের হলাম। সোজা গেলাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অলি আহাদ ১৫/৬ এ আমার সঙ্গে দেখা করল। সে চলে গেল রাত ৮টায়। আমি সোজা যোগীনগর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : শীত কমেছে, আকাশ পরিষ্কার।

২৯.২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা করলাম। পৌনে ১০টায় বের হলাম মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের উদ্দেশে। সেখানে মতিন, এস আই জাহিদি এবং সাদিককে পেলাম। বার লাইব্রেরিতে গেলাম। কামরুদ্দীন আহমদ, জমির প্রমুখের সঙ্গে দেখা করলাম। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের উদ্দেশে বের হলাম বেলা সাড়ে ১২টায়। সেখানে গিয়ে দেখি পুলিশ বাহিনী হোস্টেল ঘেরাও দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। সব কক্ষেই তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালানো হলো। ভৃত্যদের ও এক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হলো। কিছুই পাওয়া যায়নি। মতিন অন্যত্র চলে গেছে। জাহিদি ও সাদিক পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। বেলা দেড়টায় যোগীনগর ফিরে এলাম।

তোয়াহা সাহেব কিংবা অলি আহাদের তথ্য পাবার আশায় দুপুরের খাবার খাওয়ার পর আর বাইরে বের হলাম না। কিন্তু কোনো কিছুই আমার কাছে পৌঁছল না।

রাত সাড়ে ৮টায় চলে এলাম ডাক্তারের ওখানে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : ঠাণ্ডা নেই। গায়ে কিছু না দিয়েই রাত কাটিয়ে দিলাম। যদিও একটি জানালা খোলা ছিল।

বি. দ্র. সকালে বরকত আমাকে বলল, গত রাতে অলি আহাদ গ্রেফতার হয়েছে। সারাদিন ও রাত উদ্বেগের মধ্যে কাটালাম। খবরের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোনোটিই পেলাম না। কোনো বার্তা নেই। ফলে অধিক উদ্বেগ।

১. ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ থেকে পাটের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নেমে গেছে। গুণ ভেদে প্রতি মণ পাটের গড় মূল্য সর্বোচ্চ ৪০ টাকা ও সর্বনিম্ন ২৮ টাকা থেকে নেমে হয়েছে মণ প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ টাকা। গত বছর এই দিনে যে কোনো ধরনের পাটের মূল্য ছিল মণ প্রতি ৫০ টাকা। গ্রামের বাজারগুলোতে সর্বোচ্চ ৬৫ টাকা দরেও বিক্রি হয়েছে। এ বছর চাষীরা তাদের নিজস্বমতো ও সরকারের প্রচারণার কারণে উচ্চ মূল্য পাবার আশায় জরুরি প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজেদের হাতে পাট ধরে রাখে। কৃষকের উচ্চ মূল্য পাবার যে আশা ছিল, তা হৃদয়হীন কারবারীরা এখন উপভোগ করছে। কারবারীদের ষড়যন্ত্র এবং সরকারের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনাহীন মেকি সস্তা পরামর্শের কাছে চাষীদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। জনগণ বিশেষত কৃষিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত

শ্রেণী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এই দুটি শ্রেণীর মোট জমা পাটের ৯০ শতাংশই ব্যবসায়ীরা হাতে ধরে রেখেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই ভাগবাটোয়ারায় আছে। মৌসুমের শুরুতে এরাই উচ্চ দরে প্রতি মণ পাট ৩০/৩৫ টাকায় কিনেছে।

পাটের এই দরপতন জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই একেবারে আঘাত হেনেছে। সবার মনেই পুরো হতাশাবোধ বিরাজ করছে। পরিস্থিতি যদি না পাল্টায় তাহলে কৃষি শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়বে নিশ্চতভাবেই। দেশীয় পণ্যের দামে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সে তুলনায় বিদেশী পণ্যের দাম আগের মতোই আছে।

২. যথেষ্ট অদ্ভুতভাবে ধানের মূল্য উঁচু আছে, যেমনটা পাটের উচ্চমূল্যের সময় ছিল। প্রতি মণ ধান গড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকায়। এ বছর ধানের উৎপাদন ভালো। গত বছরের মোট উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

লোকজন শঙ্কিত হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। কিংবা বিষয়টি নিয়ে তারা আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে কি না তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে কয়েকজন এমএলএ সরকারের পাটনীতির বিরুদ্ধে মায়া কান্নার সুর তুলেছেন।

22.2.52

Rise: 3-30 AM.

To Medical College Hostel at about 6 AM and told Ali Ahad of last night's search. — With his Bike returned to Joginagar —

After Tiffin went ~~to~~ Bar library & remained there upto 11-30 AM.

Moved about in Bike visiting different scenes of public and police activities Returned to Jogi... 1 PM.

After midday meals again out at 2-20 PM. and went through the main streets of the city. In Medical College Barrack from evening to 7-15 PM — Presided over a meeting of FHM Hall students in its Assembly Hall from 7-30 PM to 8-15 PM.

Leaving behind Ali Ahad's bike with him in M.C. Barrack I returned to Jogi nagar at about 9-15 PM.

Bed: 10 PM.

Weather: Clouds since about 1 PM & continued whole night. Drops of rain fell in 1/4 of night since evening.

Morning News office at Johnson Road was ~~set~~ set on fire at about 10 AM. It was completely gutted.

Spontaneous strike continued This day.

Casualties of firing was reported near High court, Manoshi Cinema Hall & Dist court 5 deaths. Nonofficial report 12 deaths. — Many injured.

Police raided our house This night also & searched all rooms very thoroughly. I managed to escape from Their ~~eye~~ sight. (about 3-30 PM. to 4 PM.) -

Did not sleep after That. Talked with Bhabi till morning consoling her grief.

Profs Muzaffar Ahmed Chowdhury, Munier Chowdhury, Dr. P.C. Chakravarty and Ajit Guha of Jagannath College were arrested & sent to jail last night. —

Vigorous campaign of arrest apprehended. To mislead the people stories of subversive activities were ~~concocted~~ concocted & Hindus

- শ্রীপুর -

১ মার্চ, শনিবার

সকাল ৬টায় উঠেছি।

যোগীনগরে নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে ৮টায় বের হলাম। সকাল সাড়ে ৯টায় কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম। ঠিক সে সময় দুজন ছাত্র কামরুদ্দীন আহমদের হাতে তোয়াহা সাহেবের লেখা একটি চিরকুট দিল।

সকাল সোয়া ১০টায় বেরিয়ে পড়লাম।

রায়সাহেব বাজারে কাপাসিয়ার রশিদ মিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। তার সঙ্গে বেলা ১১টা পর্যন্ত কথা বললাম। এরপর সোজা যোগীনগর ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গেই আমার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নবাবপুরে কিছু কেনাকাটা করলাম। বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। পাবুরের নেওয়াজ আলী আমার সঙ্গে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ছিলেন। আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং সরকারের জঘন্য ভূমিকা নিয়ে কথা বললাম। একজন হাবিলদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশের একটি দল আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। আমার ধারণা, সহানুভূতির খাতিরে হাবিলদার আমাকে এক গ্লাস খেজুরের রস সাধলেন।

রাজেন্দ্রপুর থেকে কয়েকজন অভিযুক্তসহ এএসআই অলি আহমদ ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনের কামরায় তখন আরো ছিলেন ওসি এবং এসআই এন হক। বেলা সোয়া ২টায় শ্রীপুর পৌঁছলাম। হাবিলদার আমাকে বিদায় জানালেন।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ডা. আহসানউদ্দিন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলাম।

রাত ১০টা পর্যন্ত ইসমাইল খানের দোকানে কালু মোড়লের সঙ্গে ছিলাম। সেখানে এম বিশ্বাসকে ডেকে আনা হয়েছিল। এম বিশ্বাস স্কুলের সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ব্যাপারে কালু মোড়লকে কিছু মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদে তার দেওয়া তথ্যের কিছুই প্রমাণিত হলো না।

সোজা ঘরে ফিরলাম এবং খাবার খেয়ে সোজা বিছানায়।

আবহাওয়া : হালকা শীত। রাতে গায়ে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হলো।

২.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। ছেলেরা উপস্থিত হয়নি। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবপত্র অডিটের জন্য প্রস্তুত করতে এম বিশ্বাসকে খাতা দিলাম। দর্জির দোকান থেকে পায়জামা, অন্তর্বাস ও প্যান্ট নিলাম। তারপর বেলা ১২টার দিকে আমার রুমে ফিরে এলাম।

বেলা ১টার দিকে নিশুয়ারির আজিজ মিয়া এলেন। তিনি দুপুরের খাবার খেলেন এবং তরগাঁওয়ের উদ্দেশে বের হলেন বেলা ৩টার দিকে।

বেলা সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত মোবারক ভূঁইয়ার দোকানে ছিলাম। অডিটের কাজ করার জন্য এম বিশ্বাসকে সেখানে দিস্তা কাগজ দিলাম। কথা বললাম সাম্প্রতিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ সরকারের কার্যক্রম এবং পাশাপাশি গত সাড়ে ৪ বছরের সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে। এম ভূঁইয়া, এএসআই অলি আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে এফ করিম ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : রাতে আকাশে মেঘ জমল। বাতাস বইতে লাগল রাতের শেষভাগে। শেষ রাত থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অব্যাহত আছে।

বি. দ্র. সকাল ৮টার দিকে হাকিম মিয়া আমাকে জানাল যে, এস আহমেদ মোড়ল বুলবুলের সঙ্গে নাস মিয়ার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি আমার সম্মতির ওপর জোর দিয়েছেন।

৩.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

এম বিশ্বাসের বাড়িতে ছিলাম সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। এফ করিম পরে সেখানে আসেন। অডিট স্টেটমেন্টের জন্য ফরম তৈরি করলাম। বিশ্বাস আমাদের মুড়ি খেতে দিলেন।

দুপুরের খাবারের পর বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আবার স্কুলের অফিসে গেলাম এবং বেলা সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অফিসের কাজ করলাম।

বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত ঢাকা থেকে আসা এক অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্লাবে পাশা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

রাত ৯টার দিকে ঢাকায় যাওয়ার পথে ওয়ারিস আলীকে সঙ্গে নিয়ে আক্কাস আলী আমার রুমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। আক্কাস আলীর মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই তাদের এই ঢাকায় যাওয়া।

রাত সাড়ে ৯টার ফিরতি ট্রেনে তারা উঠে পড়লেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুর পর্যন্ত দিনটি মেঘাচ্ছন্ন থাকল। বিকেল থেকে মেঘ সরে যেতে লাগল। রাতে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। ভালো শীত পড়েছে। সাধারণভাবে তাপমাত্রা কম।

৪.৩.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠলাম।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

হাসান মোড়ল, কালু মোড়ল, এম বিশ্বাস ও আমি ইসমাইল খানের দোকানে সকাল

৮টার দিকে বসলাম এবং অডিটের বিষয়ে আলোচনা করলাম। এ ছাড়াও আগামীকাল ঢাকা যাওয়ার ও অন্যান্য খরচ হিসেবে এম বিশ্বাসকে দেওয়ার জন্য টাকা যোগাড়ের ব্যাপারেও কথা বললাম। হাসান মোড়ল আগামীকাল সকালে ৭০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কালু মোড়ল স্কুলে গিয়েছিলেন, তখন এম বিশ্বাস ও আমি সেখানে ছিলাম। তিনি চলে যান বেলা ১১টায়। সাড়ে ১১টায় রইসুদ্দিন ভূঁইয়া আমার সঙ্গে স্কুলে দেখা করলেন।

দুপুরে খাবার খেয়ে বেলা ৩টায় আবার স্কুলের অফিসে গেলাম। এফ করিম ওখানে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত আমরা ফি আদায়ের একটি হিসাব তৈরি করতে কাজ করলাম। ৮টার দিকে ঘরে ফিরলাম। রাতের খাবার খেয়ে রাত পৌনে ৯টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। তার সঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও দেশের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সরকারের মনোভাব সম্পর্কে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত কথা বলে ফিরে এলাম। স্কুলের জন্য আমি যে টাকা খরচ করেছি তা টুকে রাখলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১২টায়।

আবহাওয়া : পরিষ্কার আকাশ। আগের মতোই ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৫.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। আজ ছেলেরা স্কুলে যোগ দেয়নি। আজ সকাল ৮টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এম বিশ্বাসের ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল এবং আমি সব কিছু প্রস্তুত করেছিলাম। শেষ মুহূর্তে তিনি রওনা হওয়া থেকে বিরত রইলেন।

ক্লাবে বেলা ২টা পর্যন্ত ঘাগোটিয়ার আকতারউদ্দিন ফকিরের সঙ্গে কুটির শিল্প নিয়ে প্রায় ঘন্টা দুয়েক আলাপ করলাম। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং আমি আমার কক্ষে ফিরলাম। সূর্যাস্তের পর বলাই বাবু ও এ আলীকে সঙ্গে নিয়ে এম বিশ্বাসের বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে ক্লাবে গেলাম সন্ধ্যা ৭টায়। এএসআই অলি আহমদের সম্মানে আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করলাম। আজ রাতেই তিনি বদলি হয়ে কেরানীগঞ্জ থানায় যাচ্ছেন। ইদ্রিস কোরেশি, এস এম উষা বাবু, এফ করিম, প্রধান শিক্ষক ও এ মালেক বক্তব্য রাখলেন।

সবাইকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করালেন ডাক্তার। আমার বক্তৃতার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল রাত ৮টার দিকে। রাত প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

দুপুর ১টায় টুকু মিয়া ও দুলা মিয়া আরো দুইজন লোককে সঙ্গে নিয়ে কালু মোড়লের বাড়িতে এসেছিলেন। টুকু মিয়ার মেয়ের সঙ্গে কালু মোড়লের বিয়ে নিয়ে আলাপ করতে। কালু মোড়লের আসার প্রত্যাশায় রাতে তারা আমার রুমে থেকে গেলেন। কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না।

৬.৩.৫২

–ঢাকা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

স্কুলে ছিলাম সকাল ১০টা থেকে বেলা সোয়া ১২টা পর্যন্ত। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে এম বিশ্বাসকে ১৯৫০-১৯৫১ সালের অডিট হিসাবপত্র সংগ্রহ করতে ঢাকায় পাঠানো হলো। শামসুদ্দিন তার সঙ্গে গেলেন। বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে আমিও ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত একই কামরায় রইসউদ্দিন ভূঁইয়া আমাকে সঙ্গ দিলেন। দুপুর সোয়া ২টায় পৌছলাম। সোজা যোগীনগর গেলাম। ওখানে খাবার খেলাম। ভাবীকে ৫০ টাকা দিলাম। মেসার্স মির্জা এম হোসেন অ্যান্ড কোম্পানিতে গেলাম দুপুর সাড়ে ৩টায়। তবে সেখানে কাউকে পেলাম না। বিকেল ৪টায় গেলাম জিন্দাবাহার। বিকেলে ৫টা পর্যন্ত কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে রিকশায় রমনা রেস্ট হাউস পর্যন্ত গেলাম। সেখানে তিনি একটি শ্রমিক সভায় যোগ দিলেন এবং আমি যোগীনগর ফিরে এলাম।

রাতের খাবারের পর রাত ১১টায় ভাবীর দুইজন আত্মীয়কে নিয়ে ডা. করিমের বাসায় এলাম এবং সেখানে রাতে থেকে গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : আজকে ঠাণ্ডা নেই। শুধুমাত্র সকালের দিকে মৃদু শীত অনুভূত হলো।

৭.৩.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় বের হলাম। সোজা গেলাম মির্জা অ্যান্ড কোম্পানিতে। সেখানে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে পেলাম। পরে এম বিশ্বাসকে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আমাকে নাস্তা খাওয়ালেন। এম বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে দিল্লি রেস্তোরাঁয় ছিলেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বললাম। তারপর তাদের ছেড়ে আমি বার লাইব্রেরিতে গেলাম। এ আর খান, অলি আহমদ খান এমএলএ, জমির প্রমুখের সঙ্গে কথা বললাম। সকাল সাড়ে ১১টায় বের হয়ে কেমব্রিজ ফার্মেসি হয়ে যোগীনগরে ফিরলাম। কোর্টে চালাকচরের শামসুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হলো। শামসুল ইসলাম জানালেন, তিনি সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন এবং শাহবাগে প্রশিক্ষণরত আছেন।

বেলা সাড়ে ৩টায় বের হলাম। আতাউর রহমান খানের ওখানে গেলাম বিকেল ৪টায়। নাসির, এস এ রহিম, জমির প্রমুখ ওখানে এলেন প্রয়াত বরকতের পক্ষে একটি মামলা রুজু করার ব্যাপারে পরামর্শ করতে।

প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ইউসুফ হাসান সেই সময় সেখানে এলেন। তিনি আমাদের বললেন, গত রাতে নারায়ণগঞ্জে তার নিজ বাড়ি থেকে তিনি গ্রেফতার হন মিথ্যা একটি অভিযোগে। তাকে অভিযুক্ত করা হয় পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। তবে সকালে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে আইবির সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট না থাকায়। হাইলজোরের ইউসুফ আলী ও মোমতাজ আলী ওখানে এসেছিলেন। তাদের মামলা আগামীকাল আদালতে উঠবে। আমি সন্ধ্যা ৬টায় বেরিয়ে এলাম। ৪৭ ঠাটারি বাজারে গেলাম ও ৫ মিনিট কথা বলে স্টেশনে এলাম।

রাত ৯টায় শ্রীপুর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। রাতের শেষভাগে আকাশ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

৮.৩.৫২

ঘুম থেকে উঠলাম ভোর সাড়ে ৫টায়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সোয়া ১১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। ক্লাসের সময়টাতে কোনো শিক্ষক উপস্থিত না হওয়ায় ছাত্রদের ছুটি দেওয়া হলো।

স্কুলের কাজ, সরকারি অনুদান প্রভৃতির জন্য হাসান আলী মোড়লকে আনতে বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে রাজেন্দ্রপুর গেলাম। কিন্তু তাকে খুঁজে পেলাম না। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুতির কারণে বেলা ২টা ১৭ মিনিটে শ্রীপুর পৌঁছানোর ট্রেনটি ৪ ঘন্টা দেরি করল।

শ্রীপুর পৌঁছলাম সন্ধ্যা ৬টার দিকে। কালু মণ্ডল একই ট্রেনে ফিরলেন। এফ করিমও ফিরলেন।

টুকু মিয়া আমার সঙ্গে রাতের খাবার খেলেন। এরপর তিনি গফরগাঁওয়ের উদ্দেশে ট্রেনে রওনা হলেন। দুপুরে খাবার খেতে পারিনি, গোসলও করা হয়নি।

রায়পুর রেল স্টেশনে গফুর ও সেকেন্দার আমাকে ডাবের পানি দিয়েছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : শীতবিহীন সন্ধ্যা। মধ্য রাতের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে প্রবল ঝড় উঠল। পরে হলো হাল্কা বৃষ্টি যা আলতোভাবে মাটি ভিজিয়ে দিল। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ঝড় চলল। ঝড় লোকজনের ঘরবাড়ি ও গাছপালা প্রভৃতির ক্ষতি করল। রাতের শেষ প্রহরে শীত অনুভূত হলো।

৯.৩.৫২

ঘুম থেকে উঠলাম সকাল ৬টায়।

স্কুলের অফিসে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। কালু মোড়ল, হাসান মোড়ল প্রমুখের সঙ্গে অফিসের কাজ করলাম। আবার বিকেল ৩টায় স্কুলে গেলাম। স্কুলের পর অফিসে কাজ করলাম বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত।

আবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এফ করিম, কালু মোড়ল হাসান মোড়লের সঙ্গে স্কুলের অফিসে ছিলাম। এম বিশ্বাসের সঙ্গে নগদ হিসাবের খতিয়ান

টানলাম। ১৯৫১ সালের পরীক্ষায় ২৩৫ টাকা তসরুফের বিষয়টি ধরা পড়ল। প্রধান তসরুফকারীও চিহ্নিত হলো। রাত ১১টার দিকে আমি আমার ঘরে ফির-লাম। এম বিশ্বাস ও বলাই বাবুকে এক সঙ্গে স্কুলের মাঠে হাঁটা অবস্থায় রেখে এফ করিম তার নিজের ঘরের উদ্দেশে চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় আবুল হোসেন ও আক্কাস আলী মৌলবির উপস্থিতিতে এম বিশ্বাস আমাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলা হলো না।

কালু মোড়লের বাড়িতে আমার সঙ্গে টুকু মিয়া ও দুলা মিয়া দুপুরের খাবার খেলেন। বিকেলে নান্না মিয়া এসে তার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করলেন। তারপর চলে গেলেন। আমার রুমে বসে স্কুলের কাজ করলাম রাত সোয়া ১টা পর্যন্ত। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত আকাশ অনুজ্জ্বল ও ছায়াময়। সূর্য বরাবর আড়ালে রয়ে গেল। রাতে সামান্য ঠাণ্ডা।

১০.৩.৫২

–ঢাকা যাওয়া এবং ফিরে আসা–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন, ইজ্জত আলী সরকার প্রমুখ একই কামরায় আমার সঙ্গী হলেন।

সোজা গেলাম ঢাকা রেঞ্জের ইন্সপেক্টর অব স্কুলের দফতরে। কেরানিদের দিয়ে কোনো কিছু করাতে পারলাম না। দুপুর ১২টার দিকে কোর্টে এলাম। আতাউর রহমান খান, জমির প্রমুখের সঙ্গে দেখা করলাম। এর আগে ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করেছি। তাদের কাছ থেকে জানলাম ৭.৩.৫২ (শুক্রবার) রাতে তোয়াহা সাহেব, অলি আহাদ, মতিন এবং অন্যান্যরা গ্রেফতার হয়েছেন। কোর্টে উপস্থিত কামরুদ্দীন সাহেব, এ টি মুস্তাফা প্রমুখের সঙ্গে দেখা করলাম। বেলা দেড়টায় জনাব এফ রহমান ভূঁইয়ার সঙ্গে তার অফিসে দেখা করলাম।

পৌনে ৩টায় আবার ইন্সপেক্টর অব স্কুলের অফিসে গেলাম। জনাব এ রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের অবস্থা সম্পর্কে জানালাম। বিকেল ৫টার দিকে অফিস থেকে বের হলাম। বিকেল সাড়ে ৫টায় কামরুদ্দীন

আহমদের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম। মেট্রো থেকে ঘড়ি নিলাম ও স্টেশনে এলাম। সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ফিরে গেলাম। রঞ্জু, আসিরউদ্দিন আমার সঙ্গী হলেন।

রাত সাড়ে ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বৃষ্টিস্নাত দিন রাত। সমস্ত দিন রাত থেমে থেমে বৃষ্টি। শুধুমাত্র গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। নিষ্প্রভ পরিবেশ। মৃদু ও সহনীয় ঠাণ্ডা।

বি. দ্র. রেঞ্জ ইন্সপেক্টরের অফিসে পেয়েছিলাম মওলানা এ আজিজ, ওয়ারিস আলী, মতিন মিয়া প্রমুখকে। দুপুরের খাবার খাওয়া ও গোসল হয়নি। শুধু নাস্তার ওপর ছিলাম।

১১.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

দোলযাত্রার কারণে স্কুল আজ বন্ধ।

সকাল প্রায় ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এফ করিমের সঙ্গে স্কুলের অফিসে কাগজপত্র দেখলাম। সকালে হাসান মোড়ল ও কালু মোড়লকে সরকারি অনুদান বিল পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানালাম। দৃশ্যত তারা কোনো মনোযোগ দেখালেন না। বাড়ি থেকে আফসারউদ্দীন এসেছিল। আমার সঙ্গে খাবার খেয়ে দুপুর দেড়টার দিকে সে চলে গেল। বাড়ির জন্য আমি ৬০ টাকা দিলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বিশ্বাসের পাঠাগারে আক্কাস আলী মৌলবি ও আবুল হোসেনের সঙ্গে কথা বললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আহমদ আলী মণ্ডল আজ কারাগার থেকে মুক্ত হলেন এবং আমার সঙ্গে রাত ৯টার দিকে দেখা করলেন। দেওনার সাইদ আলী আজ রাতে আমার সঙ্গে থাকল।

রাত ৮টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বিকেল থেকে আকাশের মেঘ কাটতে শুরু করল। রাতের আকাশ পরিষ্কার। ভালো ঠাণ্ডা।

১২.৩.৫২

-ঢাকা ও ফিরে আসা-

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে উঠলাম ঢাকার উদ্দেশে। সোজা গেলাম রেঞ্জ ইন্সপেক্টরের অফিসে। কিছুই করা গেল না। ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর দোকানে দেখা করলাম। তারপর ভাবীর সাথে তাঁর বাসায় দেখা করলাম। শ্রীপুরের উদ্দেশে বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে উঠলাম ও ফিরে এলাম। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে স্কুলের রেকর্ডপত্র ও হিসাবের বইগুলো নিয়ে বাঘিয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। আখতার উদ্দিন মাস্টারের বাড়িতে পৌছলাম সন্ধ্যায়। খাবার খেলাম ও রাতে সেখানে থাকলাম। গিয়াস ভাইসাহেব আমার সঙ্গে ওখানে দেখা করলেন। রাত আড়াইটা পর্যন্ত আকতার মাস্টারকে নিয়ে কাজ করলাম। তারপর বিছানায় গেলাম।।

আবহাওয়া : পরিষ্কার দিন। রাতের বেলা গায়ে চিমটি কাটা শীত।

১৩.৩.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

মফিজউদ্দীন সাহেবের জন্য একটি চিরকুট লিখলাম। নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে ৮টায় আকতার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। পৌছলাম সকাল সোয়া ১০টায়।

স্কুলের কাগজপত্র নিয়ে সারাদিন আমার ঘরে বসে কাজ করলাম। দুপুরের খাবার পাঠাল আহমদ। এফ করিম বিকেলে আমাদের সাহায্য করলেন। রাত ৮টার পর আবার কাগজপত্র নিয়ে বসলাম এবং রাত ১২টার দিকে উঠলাম। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। রাতে তীব্র শীত। বিশেষ করে ভোরের দিকে।

বি. দ্র. স্কুল কমিটির কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পেলাম না। সেক্রেটারিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। জয়দেবপুর থেকে স্ট্যাম্প আনা হলো। সেক্রেটারি ও কমিটি কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না।

১৪.৩.৫২

–ঢাকা–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১২টা পর্যন্ত স্কুলের কাগজপত্র নিয়ে আমার ঘরে আমি ও আকতারউদ্দিন মাস্টার কাজ করলাম। কাওরাইদ থেকে ঢাকার উদ্দেশে মেইল ট্রেনে উঠলাম সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে। আমরা কাওরাইদ গিয়েছিলাম সোয়া ২টার আপ ট্রেনে। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে এ এস এম শফিউদ্দিন আমাদেরকে নাস্তা দিলেন। আমার অনুরোধে আকতার মাস্টার আমার সঙ্গী হলেন। ঢাকায় পৌছলাম রাত ৯টায়।

টঙ্গীতে আপ ট্রেনে হাসান মোড়লের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে অনুরোধ করলাম পরের দিন অবশ্যই সম্মতির দলিলটি সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসার জন্য।

৫১ বংশালে থামলাম। কবির, হাকিম মিয়া প্রমুখ ওখানে ছিল। রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত সিঅ্যান্ডডি ফরম পূরণে আকতার মাস্টার ও আমি কাজ করলাম। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। একবারও সূর্য দেখা যায়নি। রাতে ঠাণ্ডা কম।

১৫.৩.৫২

–শ্রীপুর–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠলাম।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কাগজপত্র তৈরি করার কাজ শেষ করলাম। আকতার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। হাসান মোড়লের সঙ্গে দেখা করলাম। স্টেশন রোডে (পূর্ব) একটি রেস্তোরাঁয় বসে ফরমে তার স্বাক্ষর নিলাম। তিনি আমাদের নাস্তা খাওয়ালেন।

সকাল ১১টার দিক থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা কোর্টে (এসডিও উত্তরের এজলাস) ছিলাম। খাবার খেলাম গ্রীন হোটেলে।

আবার দুপুর দেড়টার দিকে রেঞ্জ ইন্সপেক্টরের অফিসে গেলাম। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে এলাম। কিছুই করা গেল না। আগামী সোমবার আবার আসতে হবে। সেকেন্ড ইন্সপেক্টর জনাব এ রহমান অফিসে ছিলেন না। এফ রহমান ভূঁইয়াকে অফিসে পেলাম।

সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করলাম। জুবিলি স্কুলের সেক্রেটারি বরাবর সে আমার আবেদনপত্র জমা দেয়নি।

সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটের ট্রেনে উঠলাম। এবার শ্রীপুর ফিরে এলাম। আমাদের সঙ্গে আকতার মাস্টারের ছেলে এল। রাতে তারা আমার ঘরে থাকল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : উজ্জ্বল দিন। রাতে শীতের মৃদু কম্পন।

১৬.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। ইয়াকুব আলী মৌলবি ও আক্কাস আলী মৌলবিকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে এফ করিমের সঙ্গে দেখা করতে রেঞ্জ অফিসে গেলাম। তিনি ঘুম থেকে উঠেননি। রেঞ্জার আসিরউদ্দিন অফিসে ছিলেন। আমরা কিছুক্ষণের জন্য তার কাছে বসলাম। তারপর চলে গেলাম।

সন্ধ্যায় ইসমাইল খানের দোকানে বসলাম। দেশের সমস্যার বিপরীতে মুসলিম লীগ সরকারের ভূমিকা নিয়ে কথা বললাম। কালু মোড়ল, আজিজ মোড়ল, মজিদ মোড়ল, সুবিদ আলী এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে নাস মিয়ার সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরে গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিরতি দিয়ে দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, বিশেষ করে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। রাতে আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার হয়ে গেল। শীত অনুভূত হয়েছে।

১৭.৩.৫২

–ঢাকা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

স্কুলের অফিসে সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রায় ঘন্টাখানেক এফ করিমকে নিয়ে বসলাম। তাকে ৩০ টাকা দিলাম এবং টিসি বিষয়ক কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিলাম।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে রওনা হয়ে ঢাকা পৌঁছলাম সকাল ১০টা ১০ মিনিটে। স্টেশনে টাঙ্গারবান্দের শামসুল হকের সঙ্গে দেখা করলাম। সোজা গেলাম ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিসে। সেকেন্ড ইন্সপেক্টর জনাব এ রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি হেড ক্লার্ককে আমার বিষয়টি দেখার জন্য বললেন। বেলা ১১টায় ওখান থেকে বের হয়ে এলাম। সোজা চলে গেলাম আশরাফ আলীর বাড়ি। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বেলা ১২টায় যোগীনগর এলাম।

গোসল ও খাবার খেয়ে বেলা ৩টায় সেগুনবাগে আশরাফ আলীর বাড়িতে আবার গেলাম। গ্রান্ট-ইন-এইডের সম্মতি দলিলে তার স্বাক্ষর নিলাম।

এজিইবির সুলতান আহমদকে পেলাম। আমি তাকে রেস্তোরাঁয় চা খাওয়ালাম। ইফাজের সঙ্গে দেখা করা গেল না। বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিসে গেলাম। ডিএ বিল অনুমোদিত হয়েছে। আমাকে তা দেওয়া হলো। গ্রান্ট-ইন-এইডের মেমো প্রস্তুত হলো। সন্ধ্যা ৬টায় বের হলাম।

ফজলুল হক মুসলিম হল (এফ এইচ এম এইচ)-এর ভিপি শামসুল আলমের ভাইকে ওই হলের বাইরের গেটে পেলাম। সে নিশ্চিত করল শামসুল আলমের গ্রেফতার হওয়ার খবর। নোয়াখালী জেলার রামগতি থানায় নিজ গ্রামে শামসুল আলম ১২.০৩.৫২ তারিখে গ্রেফতার হন আইনের পিএস ধারায়। এই খবরটি প্রথম দিয়েছিল সুলতান। সন্ধ্যায় আগা সাদেক রোডে এসডিও উত্তরের বাসায় গেলাম। তিনি বাসায় ছিলেন না।

ইনসাফ পত্রিকার সম্পাদক মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে শামসুল আলমের গ্রেফতার হওয়ার খবরটি দিলাম। তিনি রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি পত্রিকা চালু করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেন। নাসির ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করল। শহীদ বরকতের জন্য একটি মামলা দাঁড় করাতে সে রহিম মোক্তারকে খুঁজছিল। ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করে যোগীনগর ফিরলাম রাত ৯টায়। সে আমাকে জানাল, আমার আবেদনপত্রটি সে জুবিলি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিয়েছে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : পরিষ্কার আকাশ। রাতে সহনীয় শীত।

১৮.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় এসডিও উত্তরের বাসায় গেলাম। মেমো ইস্যু হওয়ার আগে তিনি সম্মতি দলিলে স্বাক্ষর করতে অসম্মত হলেন। সকাল সাড়ে ৯টায় সেখান থেকে বের হলাম। আমার পরে ওখানে মমতাজ মোক্তার ও আরো একজন লোক গেলেন। সোজা এজি ইস্ট বেঙ্গল অফিসে গেলাম। বেলা পৌনে বারোটায় ডিএ বিল জমা দিলাম। ইফাজকে পেলাম। তাকে বিলের নম্বরটি দিলাম।

ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিসে গেলাম এবং ওখান থেকে যোগীনগর ফিরলাম পৌনে ১টায়।

বিকেল ৪টায় আবার ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিসে গেলাম। এবং সাড়ে ৫টা নাগাদ গ্রান্ট-ইন-এইডের মেমো পেলাম।

কেরানি, চৌধুরী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সদরঘাট গেলাম। মোজা কিনলাম। ওখানে থেওগরবন্দের সামসুল হককে পেলাম। সদরঘাটে একটি দোতলা টিনশেড রেস্তোরাঁয় তিনি আমাকে নাস্তা করালেন। সন্ধ্যা ৭টায় ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে তাকে ছেড়ে এলাম। ফার্মেসিতে ডা. করিমের সঙ্গে দেখা করলাম। রাত ৮টার দিকে যোগীনগর ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। কম ঠাণ্ডা।

১৯.৩.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

ঘর থেকে বের হলাম সকাল ৮টায়। কাশেমের ব্যাপারে আলুর বাজারে ওয়াহিদের সঙ্গে দেখা করলাম। সেখান থেকে সোজা এসডিও উত্তরের বাসায় গেলাম। তার স্বাক্ষর নিলাম। জালালের সঙ্গে তার বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করলাম। সকাল সাড়ে ৯টায় ওখান থেকে বের হলাম।

সোজা গেলাম ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিসে। বেলা ১২টায় পাস হওয়া গ্রান্ট-ইন-এইড বিল পেলাম। বেলা সাড়ে ১২টায় এজিইবি অফিসে বিলটা জমা দিলাম। ইন্সপেক্টরের অফিসে কাপাসিয়ার বারেক মোল্লাকে পেলাম। এজিইবি অফিসে

ইফাজের সঙ্গে দেখা করলাম। সালিমাবাদ রেস্তোরাঁয় তাকে চা খাওয়ালাম। তার সঙ্গে দুপুর পৌনে ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত কথা বললাম। যোগীনগরে ফিরলাম বেলা আড়াইটায়। বাকির সঙ্গে তাদের বাড়িতে দেখা করলাম। বিকেল সাড়ে ৩টায় নিজস্ব কার্যালয়ে যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা শুরু হলো। জনাব মাহমুদ আলী সভাপতিত্ব করলেন। সাধারণ আলোচনা। সাম্প্রতিক রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা। আওয়ামী লীগের ভূমিকা ও অবস্থানের বিষয়ে যুবলীগের সম্পর্ক। বিভিন্ন জেলায় যুবলীগের কার্যক্রম এবং ভূমিকা পালন। রাত ৮টায় সভা শেষ হলো। দেওয়ান মাহবুব আলী, খাজা আহমদ, নুরুল হুদা, ইমাদুল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, এ আর সিদ্দিকী, সুলতান, এম জে জাহিদি উপস্থিত ছিলেন।

তোয়াহা সাহেবের ছোট ভাই তাহের আজ এসেছে। বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২০.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবি সভা শুরু হলো। জনাব মাহমুদ আলী সভাপতিত্ব করলেন। অনুপস্থিত ছিলেন নুরুল হুদা। বাড়তি যোগ দেন এ বি এম মূসা। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আলোচনা চলল। তারপর সবাই চলে গেলেন। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত জনাব মাহমুদ আলী, দেওয়ান এম আলী, ইমাদুল্লাহ এবং আমি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করলাম। তারপর উঠে পড়লাম।

আবার বিকেল সাড়ে ৪টায় মিলিত হলাম। কাজ চলল রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। এরপর আজকের মতো উঠলাম। রাতের খাবার শেষে ভাবী, তাহের প্রমুখের সঙ্গে কথা বললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. ঠাণ্ডায় ভুগছি। এ মৌসুমে প্রথমবার ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নেওয়ার পর স্বাস্থ্যের অবনতি তীব্রভাবে অনুভব করছি।

২১.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবি সভা শুরু হলো। এর কার্যক্রমের সমাপ্তি টানা হয় বেলা সাড়ে ১১টায়। মাহমুদ আলী, জাহিদি, ইমাদুল্লাহ প্রমুখ দুপুর আড়াইটায় যুবলীগ অফিস থেকে চলে গেলেন এবং আবার তারা ফিরে এসে সূর্যাস্তের পর গেলেন।

রাত ৮টায় *ইনসাফ* পত্রিকার মহিউদ্দিন আমার কাছে এলেন। একটি দৈনিক পত্রিকা শুরু করা নিয়ে আলোচনা করলেন। আধ ঘন্টা পর তিনি চলে গেলেন।

রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আমি ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারছিলাম না। ভোর থেকে শেষ বিকেল পর্যন্ত ৬ বার টয়লেটে গিয়েছি।

দুপুর ও রাতে খেলাম না। বিকেলে ডাবের পানি ও রাতে বার্লি খেলাম। খুব দুর্বল লাগছে।

২২.৩.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টায় বের হলাম। সোয়া ১০টা পর্যন্ত ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে ছিলাম। নবাবপুর রেল ক্রসিংয়ে আলী আজগরকে পেলাম। সকাল পৌনে ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এজিইবি অফিসে ছিলাম। আমার বিলগুলো তৈরি হয়নি। যোগীনগর ফিরে এলাম বেলা ১২টায়।

বিকেল ৪টায় বাইরে বের হলাম। ডস থেকে শ্রীপুর ক্লাবের গ্রুপ ছবি তুললাম। এটি বাঁধাই করালাম। বিকেল সাড়ে ৫টায় যোগীনগর ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. সিলনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডি এস সেনানায়েক ২২.৩.৫২ তারিখে মারা গেলেন। তিনি ২১.৩.৫২ তারিখে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৮।

২৩.৩.৫২

-শ্রীপুর-

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

বেলা ১২টা ১৮মিনিটের ট্রেনে রওনা হলাম এবং শ্রীপুর পৌছলাম দুপুর ২টা ১৭ মিনিটে। ঢাকা থেকে বই নিয়ে এলাম।

বেলা ৩টার দিকে আমার কাছে দেওয়ান সাইদ আলী এলেন। আমি তাকে ঢাকায় গিয়ে তার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিলাম। বিকেল ৫টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভলিবল খেলা দেখলাম। ক্লাবে হামিদের সঙ্গে পাশা খেললাম রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। ইসমাইল খানের দোকানে টুকু মিয়া ও জাহেদ আলী মুহুরিকে দেখলাম। রাত সাড়ে ৮টায় ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : রাতে সামান্য শীত। রাত সাড়ে ৮টার দিক থেকে প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত ধুলিঝড়। এবং মধ্য রাত পর্যন্ত আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াল। তারপর পরিষ্কার আকাশ।

২৪.৩.৫২

-বাড়ি-

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

বিকেল ৪টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

পথে ডা. আহসানউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি শ্রীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। চৌকিদার বাড়ির কাছে আড়ালের তালুইসাহেব, রমিজউদ্দীন ও দুলার বাপের দেখা পেলাম। তারা গোসিঙ্গায় আজিজের বাড়ি যাচ্ছিলেন; গোসিঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনের সূত্রে।

সূর্যাস্তের সময় বাড়ি পৌছলাম। খেয়াঘাট থেকে ওয়ারিস আলী আমার সঙ্গে এসেছে। সে আমাকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে চলে গেল।

রাত ৮টার দিকে আমাদের একচালা একটি চালাঘরে আগুন ধরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওখানে মিস্ত্রিরা থাকত। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাদের অবহেলা। কুপি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মাচার কিছু কাঠের তক্তা বাঁচাতে আমি সহায়তা করি। আমি উদ্যোগ নেওয়ার আগে সবাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশে মেঘ জমতে লাগল। রাত ৯টায় ঝড়ো বাতাসের পর এক পশলা ভালো বৃষ্টি হয়ে গেল। বাকি রাত আকাশ পরিষ্কার।

২৫.৩.৫২

-শ্রীপুর-

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টায় আবদুল খানের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। জাহাদের ছেলে মজিদ, কাণ্ডর বাপ, সোবহান প্রমুখ উপস্থিত ছিল। প্রায় আধঘন্টা পর বাড়ি ফিরলাম।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাড়ি থেকে বের হলাম। গোসিঙ্গার আকতার মাস্টারকে পেলাম; তিনি আমাকে খোঁজ করছিলেন। উনি আমার সঙ্গে শ্রীপুর পর্যন্ত এলেন। তিনি আমাকে জানালেন, মফিজউদ্দীন সাহেব চান আগামী শুক্রবার আমি যেন বরামায় উপস্থিত থাকি। আমি তাকে কথা দিলাম।

সোজা এলাম ফরাজি বাড়ির সামনে গোসিঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন কেন্দ্রে। দেশের বর্তমান অবস্থাতে আমাদের নেতাদের ভূমিকা নিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলো বিকেল সাড়ে ৩টায়। আজিজ, তাহের আলী, নিয়ামত সরকার জিতে গেলেন। আকবর আলী বেপারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং সর্বনিম্ন ভোট প্রাপ্তির রেকর্ড নিয়ে গোহারা হলেন। গোসিঙ্গা ও লতিফপুর কেন্দ্রে যথাক্রমে রুস্তম আলী আকন্দ, শাহেদ আলী সরকার, সামেদ আলী এবং বুধাই বেপারি, আসমত মোল্লা ও সাহেব মোল্লা জিতেছেন বলে খবর পাওয়া গেল।

সন্ধ্যায় সালেহ আহমদ মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপুর পৌঁছলাম। ফরাজি বাড়ির নির্বাচন কেন্দ্রে সামছুদ্দিন সরকার, রমিজউদ্দিন, সালেহ আহমদ মণ্ডল, আবদুল

খান, ওয়ারিস আলী, আক্কাস আলী, কাণ্ডর বাপ, শেষের দিকে হাকিম মামা এবং আরো অনেক পরিচিত লোক উপস্থিত ছিলেন।

আকবর আলীর হয়ে কাজ করেন বাখর আলী, নায়েব আলী সরকার, সাবেদ আলী দফাদার, কোটের টেকের মাজেদ, ভুলেশ্বরের আমির, জব্বার গাড়িয়াল, আশরাফ আলী মৌলবি, নবু চৌকিদার প্রমুখ।

সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম। তারপর আমার ঘরে ফিরলাম। রাত সাড়ে ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : রাতের আকাশ পরিষ্কার। তবে দিনের বেলা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিশেষ করে শেষ বিকেল পর্যন্ত। গত রাতের বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কম। রাতে বেশ শীত অনুভূত হলো।

বি. দ্র. জীবনে প্রথমবারের মতো আমি ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন প্রত্যক্ষ করলাম।

২৬.৩.৫২

–ঢাকা–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে রওনা হয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে। ট্রেন থেকে নেমে এজিইবির চেক গ্রহণের স্বীকারোক্তিপত্রে হাসান মোড়লের স্বাক্ষর নিলাম। ট্রেনে তরগাঁওয়ের শফিউদ্দিন ও কাপাসিয়ার মমতাজউদ্দিনকে পেয়েছিলাম। শ্রীপুরে আড়ালের তালুইসাহেবকে পেয়েছিলাম, তিনি জয়দেবপুরে যাচ্ছিলেন। স্টেশন থেকে সোজা ইস্ট বেঙ্গল এজি অফিসে গেলাম। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ডিএর চেক পেলাম।

কেমব্রিজ ফার্মেসিতে এলাম ও ডা. করিমের সঙ্গে পৌনে ২টা পর্যন্ত আলাপ করলাম। ডা. করিমের বাড়িতে গোসল করলাম। বাকি ও তার মা দৃশ্যত আমার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখাল না। দুপুরে খাওয়া হলো না। ওখান থেকে চলে এলাম। বিকেল সাড়ে ৩টায় যোগীনগর গেলাম। ওখানে আমার ব্যাগ রেখে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি যখন যোগীনগরের বাসায় ঢুকছিলাম তখন ভাবী বাইরে বের হচ্ছিলেন। এর পরও তিনি আমি খেয়েছি কিনা খোঁজ নিলেন।

এরপর সোজা গেলাম বার লাইব্রেরিতে। পেলাম কামরুদ্দীন আহমদ, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, জমির, সোবহান সাহেব প্রমুখকে। কফিলউদ্দীন চৌধুরী আমাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন। বার লাইব্রেরিতে আহমদ মাস্টারকে খুঁজে পাওয়া গেল। সাড়ে ৫টায় বের হয়ে কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সোজা গেলাম জিন্দাবাহার। রাত ৯টা পর্যন্ত আলাপ করে বের হলাম। তিনি আমাকে তাঁর সভাপতির ভাষণ পড়ে শুনালেন। ভাষণটি তিনি দেবেন শ্রমিক ফেডারেশনের বার্ষিক সভায়। কামরুদ্দীন সাহেব আমাকে বললেন, পার্লামেন্টে বিরোধী দলে কাজ করার জন্য তিনি ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করবেন।

টিপারের সিরাজ ও রহিম মোক্তার ওখানে উপস্থিত ছিলেন। সিরাজের সঙ্গে রিকশায় যোগীনগর ফিরলাম। রাতের খাবার খেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

২৭.৩.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় মাহমুদ আলী সাহেব, দেওয়ান এম আলী, ইমাদুল্লাহ ও সুলতান যুবলীগ অফিসে এলেন। আমরা আলোচনা করলাম আওয়ামী লীগের নিষ্প্রভ ভূমিকার বাইরে খুব জরুরিভাবে একটি দক্ষ রাজনৈতিক বিরোধী দলের প্রয়োজন। মাহমুদ আলী সাহেব আমার বক্তব্যের সাথে একমত হলেন। জানালেন তিনি সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

সকাল পৌনে ১১টায় এজি অফিসে গেলাম। গ্রান্ট-ইন-এইডের চেক পেলাম বেলা দেড়টায়। ওখানে মওলানা ওয়ারিস আলী, কাপাসিয়ার মমতাজ, জয়দেবপুরের প্রধান শিক্ষক প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। দুপুর আড়াইটায় যোগীনগর ফিরে এলাম। গোসল করে খাবার খেলাম।

সন্ধ্যা ৬টা ৪৯ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। হাসান মোড়ল আমার সঙ্গে রায়পুর পর্যন্ত এলেন। কামরায় ছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের আনিসুর রহমান। তিনি ময়মনসিংহে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি প্রভাষকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। শ্রীপুর পৌঁছলাম রাত ৯টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : মেঘাচ্ছন্ন রাত। মধ্য রাতের দিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। বৃষ্টি নেই, কিন্তু মেঘময়তা রয়েই গেল। ঠাণ্ডা নেই।

২৮.৩.৫২

–বাড়ি–

ঘুম থেকে উঠলাম সকাল ৬টায়।

সকালে প্রফুল্লর কাছে গিয়ে বসন্তের টিকা নিলাম।

সকাল সোয়া ৮টার দিকে সাইকেলে চড়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সোজা বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। আমি পৌছানোর পর মফিজউদ্দীন সাহেব ও আকতার মাস্টার সাহেব আমাদের বাড়িতে এলেন।

বেপারি বাড়ি মসজিদে তাদের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করলাম। তারা আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলেন এবং বিকেল ৪টার দিকে চলে গেলেন।

শাহাজুদ্দিনের বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে আমি মফিজউদ্দীন সাহেবের মতামত জানতে চাইলাম। তিনি প্রস্তাবের অনুকূলে মতামত দিলেন। আমি আকতার মাস্টারকে এ ব্যাপারে সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম। মফিজউদ্দীন সাহেবকে দেওনা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলাম তুফানিয়ার বাড়িতে। সে বাড়িতে ছিল না। কালবাড়িতে থামলাম। ওখানে শফিউদ্দিন দফাদার ভোটারদের নাম সংগ্রহ করছিলেন। সেখানে আবদুল খান উপস্থিত ছিলেন। এই সময় ঢাকা থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে আইয়ুব আলী আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় বাড়িতে ফিরে এলাম। আবদুল খান আমার সঙ্গে এল। তিনি রাত ৯টা পর্যন্ত সমিতি ও অন্যান্য ব্যাপারে কথা বললেন এবং তারপর চলে গেলেন। কাণ্ডর বাপ আমাদের কারিগরদের সাথে রাতের খাবার খেলেন, তবে আবদুল খান খাবার খাননি।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : যেন এখনই বৃষ্টি পড়বে আকাশের এমন লক্ষণ। বিশেষ করে সন্ধ্যায় অনেকবারই এই লক্ষণ দেখা গেল। শীত উধাও হয়ে গিয়েছে। মৃদু বাতাসের ফলে আরাম ব্যাহত না হয়ে স্বস্তি হচ্ছে।

২৯.৩.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

বেলা সোয়া ১টায় মওলানা এ আহমেদ হোসেনপুরী এবং আহমদকে সঙ্গে নিয়ে গাজীপুরের মাওনা ইউনিয়নের উদ্দেশে রওনা হই। হাতিতে চড়ে আমরা যাচ্ছিলাম এবং আমাদের পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল আমজাদ হোসেন ও অন্য আরেকজন ছাত্র। বিকেল ৪টায় মাওনায় পৌছলাম। সেক্রেটারির বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলাম।

বিকেল ৫টায় সভায় যোগ দিলাম। মাওনা মাদ্রাসার সেক্রেটারি সভাপতিত্ব করলেন। আহমদ বিকেল ৫টা থেকে ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। মাগরিবের নামাজের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে আমি ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত বক্তব্য রাখলাম। এরপর হোসেনপুরী বক্তৃতা করলেন রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত। তারপর সভার সমাপ্তি ঘটল। লোকজনের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৫ শ'। আয়োজন ভালো।

সেক্রেটারির বাড়িতে রাতের খাবার খেলাম। রাত সাড়ে ১১টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত ঘুমালাম। এরপর হোসেনপুরী ও আহমদকে সঙ্গে নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে শ্রীপুর পৌছলাম ভোর ৫টায়। ঘুম হলো না।

আবহাওয়া : সারাদিন ও মধ্য রাত পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার। বেশ ভালো বাতাস বইছে। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর থেকে।

৩০.৩.৫২

গভীর রাত ২টায় উঠেছি।

গাজীপুর থেকে হাতিতে চড়ে আমরা শ্রীপুর পৌছলাম ভোর ৫টায়। মওলানা হোসেনপুরীকে নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। তিনি সকাল ৭টা ১২ মিনিটের আপ ট্রেনে পিয়ারপুরের উদ্দেশে চলে গেলেন।

হাতির দুই মাহুতকে নাস্তা দিলাম। সকাল সাড়ে ৭টায় তারা চলে গেল।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে

রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার রুমে দাবা খেললাম। এরপর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সূর্যাস্তের পর প্রবল ঝড়সহ ঘন্টাখানেক মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মৌসুমের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত। চারদিকে পানি জমে গেল। মনে হলো বৃষ্টিপাত অনেক এলাকা জুড়ে হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত সমস্ত ধরনের বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত।

৩১.৩.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত স্কুলে রইলাম। বিরতিতে দুপুরের খাবার খেলাম। মৌলবি সাহেবের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদেরকে সকালের ট্রেনে ময়মনসিংহের উদ্দেশে পাঠালাম এবং ক্লাসের পর অফিসের অন্যান্য কাজ শেষ করলাম। কোরামের অভাবে বিনা বেতনে পড়াশোনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো না। এফ করিম ও বিসি শীল ছাড়া শুধুমাত্র নিয়ামত সরকার হাজির হয়েছিলেন।

ক্লাবে এফ করিমের সঙ্গে পাশা খেললাম সূর্যাস্ত থেকে রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত। তারপর বাসস্থানে ফেরার জন্য বের হলাম। সাহেব আলী বেপারির লেখা একটি চিঠি নিয়ে এল করম আলী। চিঠিতে বেপারি সাহেব অনুরোধ করেছেন আগামীকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। করম আলী ও বারু ঢাকায় যাচ্ছে বিয়ের বিরোধ নিয়ে মামদির পরিবারের বিরুদ্ধে একটি মামলা করতে। আমি মমতাজ মোক্তারকে চিরকুট লিখে দিলাম তাদেরকে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য। তারা রাত সাড়ে ৯টার দিকে চলে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিনই আকাশ অনুজ্জ্বল। রাতের আকাশ পুরো মেঘাচ্ছন্ন। তাপমাত্রা সহনীয় ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক।

বি. দ্র. ১। সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ ২৮ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ১৮/৮ টাকা। এর মধ্যে মান ভেদে পাটের ১৩টি মূল্য

নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা ঘোষিত হয়েছিল মার্চের মাঝামাঝি এবং বোঝা যাচ্ছে পাটের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণগঞ্জে পাটের মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়, যদিও মফস্বলে পাটের চাহিদার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নেই। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, দরপতন সত্ত্বেও লোকজন পাট বিক্রি করতে দ্রুত অগ্রসর হয়নি। এই বিষয়টি ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনাকে হতাশ করেছে। মার্চের প্রথম পক্ষকালে পাটের দাম কমে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ২০/২২ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১২/৫ টাকা। বর্তমানে মফস্বল এলাকায় পাটের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে সর্বোচ্চ মূল্য ২৪/২৫ টাকা এবং নিম্নে ১৬/১৭ টাকা দাঁড়িয়েছে।

২। ধান প্রতি মণ ১৩ টাকা থেকে ১৫ টাকায় স্থির রয়েছে।

৩। সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় আউশ ফলনের জন্য ভালো হবে।

৪। এ বছর অনেক বেশি পরিমাণে জলবসন্ত দেখা দিয়েছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলেরা এর চাইতে কম মাত্রায় ছিল। বৃষ্টি এ সব রোগ দূর হতে সাহায্য করবে।

— Dacca —

17.3.52 Rise: 5-30 A.M.

Sat in School office with F. Karim for about an hour, upto 8 A.M. Handed over to him Rs 30/- and made over some T.C. matters for disposal.

Started by 8-22 A.M. Train & reached Dacca at 10-10 A.M. — Met Shamsul Huq of [illegible] in the Station. —

To D/S office direct. Met Mr. A. Rahman, 2nd. Inspr. He asked Hd. clerk to see to my case. Left at 11 A.M. —

To Ashraf Ali's house direct. He was not in. — Came to Joginagar at 12 noon.

After bath and meal went to Ashraf Ali's house at Begumbagh again at 3 P.M. and took his signature on Deed of Acceptance of grant-in-aid. —

Found Sultan Ahmad of [illegible]. Gave him tea at [illegible] Restaurant — [illegible] could not be met.

To D/S office at 4-10 P.M. T.A. Bill was passed [illegible] to me. — Grant-in-aid memo prepared. Left at 6 P.M.

— Found brother of Shamsul Alam - V-P. F.H.M.H. in F.H.M.H. outer gate and confirmed the news of his arrest on 12.3.52 in his village home in P.S. [illegible], Noakhali under P.S. Act. Sultan gave this news first.

— Came to SDO(N)'s house at [illegible] Rd. in the evening. He was not in.

- বাড়ি -

১ এপ্রিল, মঙ্গলবার

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। এরপর আবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। আমি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও রফি আমার অগোচরে আমার সাইকেল নিয়ে গেছে। এ কারণে স্কুল শেষে আমি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হতে পারলাম না। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তার সাইকেল আমাকে দিলেন এবং আমি সূর্যাস্তের সময় রওনা হলাম। মোল্লা বাড়ির কাছে রফির সঙ্গে দেখা হলো। সে তখন মৈশন থেকে ফিরছে। চানু প্রমুখ তার সঙ্গে ছিল। আমি তাকে তার অসাধুতার জন্য তিরস্কার করলাম। আমি রফির কাছে থেকে আমার সাইকেল নিলাম এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সাইকেলটি তার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য তাকে দিলাম। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাড়িতে পৌছলাম। পৌছেই আবদুল খানের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন করম আলী, আজিজ খান, টান চৌড়াপাড়ার হাসু মিয়া, সোবহান প্রমুখ। আমার পৌছানোর পর সাহেব আলী বেপারিকে আমার আসার খবর জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারলেন না। ১৫-২০ মিনিট পর আমি আমাদের বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : পুরো দিন মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যাস্তের পর মেঘ আরো ঘন নিবিড় হয়ে উঠল। রাত সাড়ে ৮টার দিক থেকে আধ ঘন্টা ধরে বাতাসসহ ভালো এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাতের শেষ ভাগে আকাশ পরিষ্কার।

২.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

অষ্টমি স্নানের কারণে আজ স্কুল বন্ধ।

কাণ্ডর বাপ ও আবদুল খান সকাল ৯টা পর্যন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করে চলে গেল।

মধ্য দুপুরে ঠাকুরা বিলে গেলাম। আকুর বাপ আমার সঙ্গে ছিল। আফসু-দফতু, আসমত, শামসু বিল থেকে মাছ ধরল। পূর্ব ও উত্তরের বন ঘুরে বাড়ি ফিরলাম। ঢাকা যাওয়ার পথে তোফাজ্জলের বাবা ও খন্দকার বাড়ির জামাই বিকেলে আমাদের বাড়িতে এলেন। রাতে ওয়ারিস আলী, বারু, কাণ্ডর বাপ ও টুক্কা খান আমার কাছে এলেন। গ্রাম্য রাজনীতিতে আবদুল খানের অদ্ভুত ভূমিকা নিয়ে তারা কথা বললেন। আমি আমার বকেয়া পরিশোধের শর্তে হাজি বাড়ি ফিরিয়ে দিতে সম্মতি দিলাম। যার পরিমাণ ৩৭৮ টাকা। রাত ১১টায় চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর তারা চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত সোয়া ১১টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। রাতের শেষার্ধে আকাশ পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল। সহনীয় পরিবেশ।

৩.৪.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। কাণ্ডর বাপ ও আবদুল খান সকালে আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

শ্রীপুরের উদ্দেশে সাইকেলে রওনা হলাম। সকাল সাড়ে ৮টায় শ্রীপুর পৌছলাম। কাণ্ডর বাপ আমার সঙ্গে চৌকিদার বাড়ি পর্যন্ত এলেন এবং আমাকে বললেন, তিনি হাজিবাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ২০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

আমি তাকে বললাম, ৩৭৮ টাকার ভেতরে ১০-২০ টাকা কম দেওয়ার জন্য। এর চেয়ে বেশি যেন কম না হয়। খেয়াঘাটে আশরাফ আলী মৌলবি ও জাহের আলীর ছেলে মজিদকে পেলাম। করম আলীর দায়ের করা মামলার বিরুদ্ধে করণীয় নিয়ে আশরাফ আলী মৌলবি আমার পরামর্শ চাইলেন। চিনির বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে

মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। আমি যা জানি তাকে তা বললাম এবং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলাম। ক্লাবে ফরেস্টার করিমের সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দাবা খেললাম। তারপর ফিরলাম। রাত ১০টায় উদ্বাস্তু মিস্ত্রির অনুরোধে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছে গেলাম। তাকে অনুরোধ করলাম মিস্ত্রিকে আরো কিছু টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি সাথে সাথেই রাজি হলেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

দুলা মিয়া, দুলার বাপ, শাহ সাহেব প্রমুখ কালু মোড়লের বাড়িতে। তারা কালু মোড়লের স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। টুকু মিয়ার মেয়ে কালু মোড়লের স্ত্রী।

৪.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৬টায় সাইকেলে রওনা হয়ে সোজা গেলাম আকতার মাস্টারের বাড়ি। ওখানে নাস্তা খেলাম। তারপর আকতার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপুরে পৌছলাম বেলা ১১টার দিকে।

দুপুরের খাবারের পর ফরেস্টার করিম ও আকতার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে বসলাম জমা-খরচের হিসাব দেখতে। সন্ধ্যায় আহমদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কাজ করলাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক।

৫.৪.৫২

ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৮টার দিকে আকতার মাস্টার উত্তর খামেরের উদ্দেশে রওনা হলেন। বেলা প্রায় সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ইসমাইলের দোকানে কালু মোড়লের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা

নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করলাম। নান্নু মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবে সূর্যাস্ত থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ফরেস্টার করিমের সঙ্গে দাবা খেললাম। আহমদ, মালেক সাহেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব থেকে বের হয়ে আহমেদ, দুলা মিয়া ও দুলার বাপকে সঙ্গে নিয়ে কালু মোড়লের পুরনো বাড়িতে গেলাম। মৈশনের মেহমানদের সঙ্গে ওখানে রাতের খাবার খেলাম। রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসস্থানে ফিরে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুর পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে হালকা এক পশলা বৃষ্টি। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল রাত।

৬.৪.৫২

–বাড়ি–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সাড়ে ৮টায় সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে সোজা বাড়ি গিয়ে পৌছলাম।

বেলা আড়াইটায় তরগাঁও থেকে মেহমানরা পৌছলেন। তখন স্থানীয় লোকজনের প্রথম ব্যাচ খাবারে বসেছে। সূর্যাস্তের সময় খাবার খাওয়া শেষ হলো।

মাগরিবের পর আমরা বিয়ের মজলিশে বসলাম এবং বিয়ের কার্যক্রম শেষ হলো রাত ৯টায়। মুন্সি মফিজউদ্দীন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিলেন। বিয়ের মজলিশে উপস্থিত ছিলেন মফিজউদ্দীন মুন্সি, সাবু খান, রফি, খন্দকার আবেদ আলী, নাসিরউদ্দিন চৌধুরী, চিনির বাপ-চাচা, রমিজার নানা, জব্বার, বারু, টুক্কা, আজিজ প্রমুখ।

দুপুরের খাবারের সময় উল্লিখিতদের বাইরে আরো উপস্থিত ছিলেন– ইসমত আলী, তুফানিয়া, আবদুল খান, আহমদ, নায়েব আলী, মোহাম্মদ, আসু, মান্নাফ, কাশুর বাপ, করম আলী, দিগধার তালুইসাহেব, দুলা এবং আরো অনেকে।

জামাই এবং ৩/৪ জন ছাড়া আর সবাই রাতে চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। দিন ও রাতের আকাশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা বেশি।

৭.৪.৫২

-ঢাকা যাওয়া ও ফিরে আসা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বাড়ি থেকে বেশ সকালেই শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। আক্কাস আলীর মামলার জন্য সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। মালেক সাহেব আমার সঙ্গে গেলেন। সোজা আদালতে গেলাম। হাফিজ বেপারির বাড়িতে গোসল করলাম। বেলা ১২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে ছিলাম। তাহের আলী ও হাফিজউদ্দিন গার্ড বিরক্তকর সাক্ষি। ৬/৫/৫২ তারিখ পর্যন্ত মামলা মুলতবি হলো। এডিএম-এর আদালতের কাছে তরগাঁওয়ের শফিউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলো। ইসলামিয়া রেস্তোরাঁয় আক্কাস আলীর সঙ্গে খাবার খেলাম। ওখানে আমাদের হলের আবদুল হাকিমের সঙ্গে দেখা হলো।

তারপর হাফিজ বেপারির বাড়িতে এলাম। সেখানে থেকে গেলাম স্টেশনে। আমাদের হলের মজিদের সঙ্গে নবাবপুরে দেখা হলো। সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ফিরলাম। মালেক সাহেবও আমার সঙ্গে এলেন। একই কামরায় আরো ছিলেন; কাপাসিয়ার সামাদ, আমাদের হলের আবদুল হক প্রমুখ।

ঘুমাতে গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

আইয়ুব আলী, হাফিজ বেপারি প্রমুখ তাদের বাজার মামলার (৩৯৫) কারণে ঢাকায় ছিলেন।

৮.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। আমার কাছে আকতার মাস্টার এসেছিলেন। তিনি বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকায় যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেলেন। ডাকবাংলোয় দুপুর পৌনে ২টার দিকে ১৫ মিনিটের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর ভাওয়াল ফরেস্ট পেটানের বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমি তাকে জানালাম, এটি ফরেস্টের কর্মকর্তা-

কর্মচারী এবং ভাওয়াল এস্টেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফল। আমি নিজে ঝুঁকি নিয়ে তাকে সহায়তা করতে আমার অক্ষমতার কথা বুঝিয়ে বললাম। তিনি বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। দাঁড়িয়াবাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য বেলা সোয়া ২টার ট্রেনে বলাই বাবু এবং আমাদের ছাত্রদের নিয়ে সাতখামাইরের উদ্দেশে রওনা হলাম। অন্য পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় আমরা অনায়াসেই জয়ী হলাম। বিকেল ৫টার দিকে ফিরে এলাম।

সূর্যাস্ত থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ফরেস্টার করিমের সঙ্গে পাশা খেললাম। বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়। নান্না মিয়া রাতে এখানে থাকলেন।

আবহাওয়া : দিন ও রাত পরিষ্কার। সূর্যের প্রখর আলো। গ্রীষ্মের পূর্ণ গরম।

৯.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। দুপুর ১টায় বের হলাম। দুপুরের খাবারের পর বেলা ৩টার দিকে ফরেস্টার করিমকে নিয়ে আমার ঘরে পাশা খেলতে বসলাম। তারপর সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত খেলে ঘরে ফিরলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১০.৪.৫২

–বাড়ি–

ঘুম থেকে উঠলাম ভোর ৫টায়।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেল ৪টার দিকে সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম ও সোজা বাড়ি গিয়ে পৌছলাম।

শ্রীনগর থানার হাসহারার জনৈক নামিকে আমাদের বাড়িতে পেলাম। সে আমাদের বাড়িতে জ্যোতিন্দ্র ও অন্যদের সঙ্গে কাজ করেছিল।

তাদের মধ্যে টাকা নিয়ে বিরোধ বাধে। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে হাসহারার পিইউবির উদ্দেশ্যে লেখা আমার একটি চিঠি নামিকে দিলাম। তারা রাতে আমাদের বাড়িতে রইল।

আমাদের বাড়িতে তালেবউদ্দিন মিয়াকেও পেলাম। আমাদের বৈঠকখানার সামনে আবদুল খান, দেলু, সোবহান, দেওনার কুদু প্রমুখ বসে গল্প করছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রখর সূর্যালোক ও উত্তপ্ত চারপাশ। পূর্ণিমার আলোয় উজ্জ্বল রাত। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রবল বাতাস জ্বালাদায়ক উত্তাপ থেকে আমাদের রক্ষা করল।

১১.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি ।

সকালের দিকটায় ঠাকুরাবিলের চারধারে হাঁটলাম। সকাল ১০টার দিকে হাকিম মিয়া আমাদের বাড়িতে এল। আমি তাকে বাঘিয়া বনের জন্য তার সমস্যার কথা বললাম। তাকে বন বিভাগের কর্মীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিলাম। সে বেলা ১১টার দিকে চলে গেল।

দু'জন চৌকিদার নিয়ে মোতালেব এসেছিল। আমাদের ইউনিয়ন ট্যাক্স হিসেবে ১২ টাকা নিয়ে ১৫ মিনিট পর (বেলা ১২টায়) সে চলে গেল। বিকেলে সাইকেলে দিগধায় গেলাম। শহিদকে দেখলাম সে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে। আধা ঘন্টা পরে ওখান থেকে বের হয়ে দিগধা জুনিয়র হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভায় যোগ দিলাম। মওলানা ওয়ারিস আলী, আইয়ুব আলী, হাকিম মিয়া, মহরউদ্দিন মৌলবি, গফুর মৌলবি, মাদ্রাসার হেড মৌলবি এবং আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। সূর্যাস্তের সময় রওনা হলাম ও সোজা বাড়ি পৌছলাম।

কাণ্ডর বাপ, আকুর বাপ ও গেসু রাতে আমার কাছে এল। তারা আজ রাতেই আমার কাছ থেকে হাজি বাড়ির দলিল ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তারা নগদ ৩০৫ টাকা পরিশোধ করল। পরে আরো ২০ টাকা পরিশোধ করবে। এই সময় আবদুল খান, চেরাগ আলী মোড়ল, ভুলেশ্বরের মেওয়ার বাপ, আমাদের বাড়ির কারিগররা উপস্থিত ছিল। শুধু অনুপস্থিত ছিল মফিজউদ্দীন ও আমাদের ভৃত্যরা। আমি তাদেরকে ৫৩ টাকা ছাড় দিলাম। তারা রাত সাড়ে ৯টার দিকে চলে গেল।

আজ সকালে খন্দকার বাড়ির জামাই রমিজা খাতুনকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাত পরিষ্কার। বিরতিহীনভাবে বাতাস বয়ে চলার কারণে প্রখর তাপের মাত্রা কিছুটা সহনীয়।

১২.৪.৫২

–ঢাকা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বাড়ি থেকে শ্রীপুর পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ৬টায়। গোসিঙ্গা থেকে হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে এল, সে ঢাকায় যাচ্ছে। ইমাদুল্লাহর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। সে আমাকে এই চিঠি পাওয়া মাত্র ঢাকায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। আমাকে জনাব মাহমুদ আলীর বিশেষ প্রয়োজন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। যোগীনগরে এসে উঠলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ রহমান, সিদ্দিকী, এ খায়েরের সঙ্গে সোয়ারিঘাট গেলাম। রাষ্ট্রভাষা কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। কামরুদ্দীন আহমদ, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, এস এ রহমান, নাইমুদ্দিন, দেওয়ান মাহবুব আলী, মাহমুদ আলী, জমির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ২৭.৪.৫২ তারিখে ঢাকায় সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলো। রাত সাড়ে ১০টায় ওখান থেকে বের হলাম। জমিরকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় যোগীনগর পৌঁছলাম। জনাব হাবিবুর রহমান নিচ তলায় ঘুমানোর কারণে আমি ঘুমালাম দোতলার বারান্দায়।

রাত সাড়ে ১২টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। অপেক্ষাকৃত কম বাতাস।

১৩.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই কাটল। বেলা প্রায় ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বেশ কয়েক কপি বিজ্ঞপ্তি টাইপ করলাম। দেওয়ান এম আলী, জলিল, মাহমুদ আলী, সুলতান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মাহমুদ আলী সাহেবের সঙ্গে জনাব আতাউর রহমান খানের ওখানে গেলাম। রাত ১০টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা হলো; মূলত একটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধীপক্ষ গঠন নিয়ে। যোগীনগরে ফেরার পথে আমরা জনাব কামরুদ্দীন সাহেবকে তাঁর বাসায় খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। রাত ১১টায় ফিরলাম। বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। বাতাস নেই।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনাব মাহমুদ আলী ওপরের তলায় বসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে কথা বললেন।

ভূমি জাতীয়করণের প্রশ্নটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হলো। জীবনমান উন্নয়নে জনগণকে শিল্পমুখী করে তোলা জরুরি। ভাবী আমাদেরকে চা দিলেন।

১৪.৪.৫২

–শ্রীপুর ও বাড়ি–

ঘুম থেকে উঠেছি গভীর রাত সাড়ে ৩টায়।

ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লাম। রাজেন্দ্রপুর থেকে হাসান মোড়ল ট্রেনে উঠলেন। আমি তাকে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ও এম বিশ্বাসের বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য বললাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকাল ৯টার দিকে বাড়ি পৌঁছলাম। ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন গোসিঙ্গা কাচারি পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। ওখানেই তিনি থামলেন। সারা পথেই তিনি সাম্প্রতিক ভাওয়াল ফরেস্ট পেটান কেলেঙ্কারি বিষয়ে নিজেদেরকে জড়িয়ে কথা বললেন।

সন্ধ্যায় কাশুর বাপ আমাকে হাজিবাড়ি নিয়ে গেল। আমরা যখন গাছ বাছাই করছিলাম সেই সময় মোহাম্মদদের বাড়িতে মারপিটের শোরগোল শুনলাম। আমরা ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কাপাসিয়ার পুলিশ (ওসি ও সেকেন্ড এসআইসহ) তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। দরদরিয়া বাজারে বাঘিয়ার কালি খানের সঙ্গে সর্বশেষ মারামারির জন্য মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবদুল খান ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওখান থেকে বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আবদুল খানের বাড়িতে ছিলাম।

রাত সাড়ে ৯টায় শুয়ে পড়েছিলাম এবং এক ঘন্টার বেশি হবে না ঘুমিয়েছি, এমন সময় আবদুল খান, জব্বার, তাহির আলী, ওয়ারিস আলী, কাশুর বাপ, হবের বাপ প্রমুখ আমাকে ডেকে তুলল। তারা করম আলীর বিয়ে সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে আবদুল খান ও ওয়ারিস আলীর ভূমিকা নিয়ে কথা বলল। মোরগডাকা ভোর পর্যন্ত কথাবার্তা চললেও আবদুল খান ও ওয়ারিস আলীর বিরোধ দূর হলো না। কোনো সুফল ছাড়াই শুধুমাত্র আলোচনা হলো। আমাদের গ্রামে সমিতি কীভাবে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে সেই নজিরগুলো তুলে ধরা হলো। আবদুল খান সমিতির সঙ্গে থাকতে অনিচ্ছুক। উভয় পক্ষের আলোচনা থেকে এটা উন্মোচিত হলো যে, গ্রামে বর্তমান বিরোধপূর্ণ পরিবেশের পেছনে ওয়ারিস আলীর কৌশলী ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

সাহেব আলী বেপারির বাড়ি থেকে সোবহান ও আলিমুদ্দিন এল। সাহেব আলীর আসার কথা ছিল এবং তিনি তাদের দুজনকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অযথাই বসিয়ে রাখলেন। রাত শেষে তিনি তাদেরকে চলে যেতে বললেন।

সবাই চলে যাওয়ার পর উঠোনে ঘন্টাখানেক ঘুমালাম। তারপর উঠে পড়লাম।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত প্রচণ্ড গরম। বর্তমান সময়ে বৃষ্টির জরুরি প্রয়োজন, তবে তার কোনো লক্ষণ নেই।

১৫.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠলাম।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে শরাফতের দোকানে আজিজ সরকারকে চা খাওয়ালাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার বাড়ির সামনের উঠানে পাশা খেললাম। তারপর ফিরে এলাম। বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৬.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে দুপুর ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে আবদুল করিম শিকদার নামে ঢাকার একজন ডিআইবি ইন্সপেক্টর (২১ আওলাদ হোসেন রোড, অশোক লেন) আমার সঙ্গে বাজারে দেখা করলেন। তিনি আমার বাড়ির ঠিকানা ও বাবার নাম লিখে নিলেন। তিনি বললেন, তিনি এখানে এসেছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যোগসূত্রে। কাপাসিয়ার উদ্দেশে তিনি চলে গেলেন। রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি তার বাড়িতে স্কুলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

আবহাওয়া : দিনে প্রচণ্ড গরম। শেষ বিকেলে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলল ধুলিঝড়। সূর্যাস্তের পর আধ ঘন্টা ভালো বৃষ্টি হলো। রাতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তাপমাত্রা আরামদায়ক।

১৭.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। তারপর আবার ১১টা পর্যন্ত স্কুলে।

শাহিদা ওষুধের দোকানে এসেছিল। সকাল সাড়ে ৮টায় আমি তার জন্য ওষুধ নিয়ে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

বেলা ৩টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের হিসাবপত্রসহ বসলাম। রাত ৮টা পর্যন্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : উত্তপ্ত পরিবেশ। দিন ও রাত পরিষ্কার। গত রাতে বৃষ্টির কারণে দিনের প্রথমভাগে সহনীয় তাপমাত্রা।

১৮.৪.৫২

-বাড়ি-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

বেলা ১২টার দিকে সাইকেলে করে বাড়িতে পৌঁছলাম। বিকেলে ঠাকুরা বিলে গেলাম। আবদুল খান আমার সঙ্গে ছিল। বোরো খেতে আসুর সঙ্গে দেখা হলো। কালবাড়িতে সাইদ আলী তার ভাড়া বিভাজন মামলার কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ২২ দিন অনুপস্থিত থাকার পর তিনি বাড়ি ফিরেছেন। আড়ালের জামাই ওখানে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। বোরো খেতের চারধারের হাঁটলাম এবং সূর্যাস্তের পর বাড়ি ফিরলাম। দিগধার ভাইসাহেব ও বরিশালের একজন কবিরাজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এলেন এবং রাতে থাকলেন। তারা মৈশন মিয়াবাড়ি গিয়েছিলেন। রাতে আমি বাড়ির সবার কাছে এ তথ্য উন্মোচন করলাম যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে আমাকে হয়তো গ্রেফতার করা হতে পারে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রখর সূর্যালোক। মধ্যরাতের দিকে ভালো বৃষ্টি হলো। দিনের প্রথম ভাগে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল।

১৯.৪.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে পৌনে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম।

রাতে ও সকালে বৃষ্টির কারণে রাস্তা চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় সময়মতো আসতে পারলাম না।

হাজিরা খাতা হালনাগাদ করতে একাই কাজ করলাম; সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এবং আবার বেলা আড়াইটা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিয়ামত সরকার ৫ মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে স্কুলে দেখা করলেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলাপ হলো না। বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : রাতে হালকা ঠাণ্ডা। দিনের প্রথমভাগের পর আকাশ কমবেশি পরিষ্কার। রাতের আকাশ পরিষ্কার।

২০.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ভোটার তালিকা প্রস্তুত করলাম। বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ছিলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে এএসআই, এস এম কোরেশি, ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত গল্প করলেন। বাকি সময়টা ক্লাবে পাশা খেলে কাটালাম।

বেরারচালার চাঁদ মিয়া ও আহমদ পালোয়ান ঢাকায় যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে ক্লাবে দেখা করলেন।

রাত সাড়ে ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : শেষ বিকেলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া আকাশ পরিষ্কার। রাতে হালকা ঠাণ্ডা।

২১.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৯টায় সেক্রেটারি স্কুলে এলেন। ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে সকাল ১১টা পর্যন্ত তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপর নিজস্ব গন্তব্যের উদ্দেশে বের হলাম।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে বেলা ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার বাড়িতে স্কুলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করলাম। রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে তার সঙ্গে পাশা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

সন্ধ্যায় ইদ্রিস গার্ডের মামলার বিষয়ে রজব আলী ও ওয়াসি মোল্লার বড় ছেলে আমার কাছে এসেছিল। কথা হলো ওয়াসি মোল্লার বড় ছেলের আদালতে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা নিয়ে। ২০/২৫ মিনিট পর তারা চলে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : বিকেল থেকে আকাশ মেঘে ঢেকে ছিল। সূর্যাস্তের পর এক ঘন্টা ধরে বেশ ভাল বৃষ্টি হলো। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলছে।

২২.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্কুল—বর্ষণমুখর দিন।

বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সহায়তায় দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত খেটেখুটে একটি হিসাবপত্র তৈরি করলাম। যেখানে ১৯৫০ সালে এম বিশ্বাসের তহবিল তসরুফের বিষয়টি উঠে এসেছে। এরপর ঘরে ফিরলাম।

রাত সাড়ে ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সকাল ৮টা পর্যন্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ভেসে বেড়ানো মেঘে আকাশ অন্ধকারময়। সূর্যাস্তের পর হালকা বৃষ্টি হলো। তারপর আবার রাত ৯টা থেকে প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে হালকা বৃষ্টি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় পরিবেশ ঠাণ্ডা।

২৩.৪.৫২

–শ্রীপুর–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

শবে মেরাজের কারণে স্কুল বন্ধ।

সকাল সাড়ে ৮টায় আকতার মাস্টার সাহেব এলেন। তাকে নিয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত স্কুল অফিসে বসে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করলাম। তারপর ফিরে এলাম। বেলা ২টার ট্রেনে মাস্টার সাহেব ময়মনসিংহের উদ্দেশে চলে গেলেন।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলের কাগজপত্র পরীক্ষা করলাম।

ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রাত ৮টা পর্যন্ত পাশা খেললাম। গিয়াসউদ্দিন মৌলবি ও আমরাইদের আরেকজন রাত ৯টায় এলেন। আমি তাদেরকে রাতের জন্য ইসমাইল খানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলাম। রাত ১০টা দিকে টুকু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মৈশন থেকে শাহাবুদ্দিন তার নতুন মাকে নিয়ে এল।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সারাদিন-রাত বর্ষণমুখর পরিবেশ। রাতে ভারি বৃষ্টিপাত। পরিবেশ ঠাণ্ডা।

২৪.৪.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। পরে বেলা ১১টা পর্যন্ত স্কুলে কাজ করলাম এবং আবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।

ক্লাবে রাত প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম। রাত পৌনে ১০টার দিকে ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী ও হাবিব গার্ড আমার ঘরে এসেছিলেন। তারা আমাকে বললেন, আজ থেকে তাদের দুজনসহ শালনার হাফিজউদ্দিনকে রেঞ্জার আসিরউদ্দিনের সুপারিশে ডিএফও সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগে বর্ষস্নাত পরিবেশ। সকালের অংশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বিকেলে পরিষ্কার আকাশ, রাতেও পরিষ্কার। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

২৫.৪.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সোয়া ৮টায় আকতার মাস্টার সাহেব ময়মনসিংহ থেকে এলেন। তাকে নিয়ে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং আবার ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে বসে স্কুলের জমা-খরচের হিসাব প্রস্তুত করলাম। বিকেল সাড়ে ৪টায় তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন।

রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ক্লাবে দাবা খেললাম। স্কুলের জমা-খরচের হিসাব লিখলাম রাত ৯টা থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : প্রবল বৃষ্টিপাতসহ সকালে ঝড় হলো এক ঘন্টা ধরে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

২৬.৪.৫২

-ঢাকা ও ফিরে আসা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সোজা গেলাম মৌলবি বাজারের হাবিব ব্যাংকে। সকাল সোয়া ১১টার মধ্যে ১২০০ টাকার একটি চেক ভাঙালাম।

তারপর আদালতে এলাম। বার লাইব্রেরিতে কোরবান আলী, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, নাইম প্রমুখকে পেলাম। আদালতে দেখা হলো আবুল হায়াত চৌধুরী, মমতাজ মোক্তার, কুদরত আলী, সাতখামাইরের আশরাফ আলী, কাজী সাহেব, এম বিশ্বাস, সাদির ও আরো অনেকের সঙ্গে।

বেলা আড়াইটায় এসডিও (এন)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সিডি হোমের সুপারিনটেনডেন্টকে দায়িত্ব দিলেন নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের ভূমিকা পালন করার জন্য। আল আমীন প্রেসে গেলাম। আফতাবউদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। ছাপানোর জন্য তাকে প্রশ্নপত্রগুলো দিলাম। সদরঘাটে কিছু কেনাকাটা করলাম। শ্রীপুর ফিরে এলাম সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে চড়ে। রায়সাহেব বাজারে একটি রিকশায় শেখ মুজিবকে দেখলাম।

রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : রাতের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত মৌসুমের সবচেয়ে ভারি বৃষ্টিপাত হলো। মাঠে প্রচুর পানি জমে গেছে। বৃষ্টি চলছে।

২৭.৪.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

স্কুল—বর্ষণমুখর দিন। কোনো ছাত্রই হাজির হয়নি। সকালের দিকে ইয়াকুব আলী মৌলবি সাহেব, আবুল হোসেন ও আমি শরাফতের দোকানে বসে ছিলাম। সেখানে চা খেলাম। আমি একটি ছাতা কিনলাম। তারপর ফিরে এলাম। বিকেলে স্কুল অফিসে গেলাম। সূর্যাস্তের পর মকসুদ বিশ্বাস আমার সঙ্গে প্রায় ঘন্টাখানেক আলাপ করলেন। তাকে শরাফতের দোকানে আমার খরচে চা খাওয়ালাম।

রাত পৌনে ৮টায় রেঞ্জ অফিসে গেলাম। রেঞ্জার আসিরুদ্দিন আমাকে বললেন, তার পূর্বসূরিরা বন বিভাগের কত গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছেন। আমি রাত ১০টায় ওখান থেকে বের হলাম। গারারুর আবদুল হামিদ বনরক্ষী হতে আগ্রহী। আসিরুদ্দিনের কাছে আমি তার বিষয়টি উপস্থাপন করলাম।

বিছানায় গেলাম সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : রাত ৮টা পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি। বিকেলে আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার ছিল। রাতের শেষভাগে আবার মুষলধারে বৃষ্টি। বর্ষণ অব্যাহত থাকল দিনের প্রথমভাগ পর্যন্ত।

২৮.৪.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। মজিদ সাহেব স্কুলে এসেছিলেন। আমি তার পাওনা পরিশোধ করলাম। একইভাবে মৌলবি সাহেব ও বি সি শীলের পাওনাও হাল নাগাদ করলাম। মজিদ সাহেব সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে চলে গেলেন। বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম। আমার পোস্টাল একাউন্টে ৪০০ টাকা জমা করলাম।

রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ। তবে সন্ধ্যা ৬টার পর আর বৃষ্টি নেই। রাতের শেষভাগে মুষলধারে বৃষ্টি। বর্ষণ অব্যাহত। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

২৯.৪.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বৃষ্টির কারণে ছাত্রদের কেউ হাজির হলো না। সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করলাম।

বাজার করার সময় ইউনুসের কাছে গেলাম এবং আমার সাইকেল মেরামত করালাম।

রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ক্লাবে দাবা খেললাম। তারপর বাসস্থানে ফিরলাম রাত ৮টায়। আনসারের অ্যাডজুটেন্ড ও সহকারি অ্যাডজুটেন্ড আমাদের ক্লাবে এসেছিলেন। তারা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ। রাতের প্রথম ভাগে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। তারপর আকাশ আবার মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যায় ও রাতের শেষ ভাগে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ছাড়া আর বৃষ্টি হয়নি।

৩০.৪.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। এস এম হল থেকে আহমদ এক ভদ্রলোককে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে। তারা বেলা ২টার ট্রেনে এসেছে। আমি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে স্কুলের অবস্থা নিয়ে আলাপ করলাম।

আমি সন্ধ্যায় রেঞ্জার আসিরুদ্দিনের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। তাকে হামিদের দরখাস্তের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিলাম। দৃশ্যত তিনি তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। মাহবুবুর রহমানের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলাম। রাত সাড়ে ৯টায় তাকে স্টেশনে বিদায় দিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলায় আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১ মে, বৃহস্পতিবার

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকালের ট্রেনে এসডিও (উত্তর) এখানে এসেছেন; একটি বিএল মামলার বিচার কার্যক্রমে। বেলা সাড়ে ১১টায় ডিবি বাংলোয় আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি স্কুলের ব্যাপারাদি নিয়ে কথাবার্তা বললেন এবং আমাকে আমাদের অডিট রিপোর্ট জমা দিতে বললেন। ডিবি বাংলোয় দুপুরের খাবার খেলাম। রেঞ্জার আসিরুদ্দিন আমার সঙ্গে একই ব্যাচে খেলেন। আমি অডিট রিপোর্টের একটি খসড়া তৈরি করলাম এবং ডাক্তার ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের স্বাক্ষর নিয়ে এসডিও (উত্তর)-এর কাছে জমা দিলাম।

মমতাজ, সাদির ও আসগর উকিলকে নাস্তা ও রাতের খাবার খাওয়ালাম। রাত সাড়ে ৯টার ট্রেনে তারা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। এসডিও স্টেশন থেকে ফিরে এলেন।

রাত সাড়ে ১০টা বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ কম বেশি পরিষ্কার। ঠিক সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়ের সঙ্গে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ভারি বৃষ্টি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে বৃষ্টি থামল। ঠাণ্ডা পরিবেশ। রাতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

২.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় এসডিও (উত্তর) কে স্টেশনে বিদায় জানালাম। সকাল ৮টার দিকে আসমত আকন্দ আমাকে ডালপুরি ও সোবহান দোকানি আমাকে চা ও বিস্কুট দিয়েছিলেন। দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম। রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিশূন্য দিন। তবে আকাশে মেঘ ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার পর প্রায় আধ ঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। রাতের বাকি সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও কোনো বৃষ্টি হয়নি। গত রাতের তুলনায় আজ রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি।

৩.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। অফিসে বলাই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে জমা-খরচের হিসাবের নিষ্পত্তি করলাম। সাইদ আলী পণ্ডিতের সহায়তায় বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এফ করিমের কাছে থাকা টাকার পরিমাণ খুঁজে বের করলাম।

বাজারের সময় আমার সঙ্গে জবু ও কুদ্দুস এবং মামদির বাড়ির টুকু দেখা করল। স্কুলে আক্কাস আলী এবং তারপর ইদ্রিস গার্ড তাদের নিজ নিজ মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে বেলা সাড়ে ৩টায় পেপে ও লিচু খেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলাটা বৃষ্টিশূন্য। রাত ৯টার পর কিছু সময়ের জন্য ঝড় ও হালকা বৃষ্টি হলো। ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা কম। পুরো আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

৪.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বেলা ১১টায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো না। ইজ্জত আলী, তাহের আলী, কালু মণ্ডল, হাসান মণ্ডল, নিয়ামত সরকার, কলিমউদ্দিন, আবুল হোসেন খান ও ডা. আহসানউদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন। দুপুর ১টায় স্কুলের অফিস থেকে বের হলাম। বিকেলে শরাফতের দোকানের সামনে ধনাই বেপারি আমার সঙ্গে এম বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে কথা বললেন। সন্ধ্যায় আমি সিডি হোমের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব জাইদির কাছে নির্বাচনের রিপোর্টের একটি খসড়া হস্তান্তর করলাম।

রাত ৯টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। বাঘিয়ার রুস্তম আমার সঙ্গে রাতের খাবার খেল। সে ঢাকা থেকে এসেছে এবং রাতে থাকল সিরাজের সঙ্গে। ক্লাবে ইদ্রিস আলী গার্ড তার মামলার ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করল।

দুপুর ৩টায় ওয়াসিরউদ্দিন মোল্লার অসুস্থতা নিয়ে আমি ডা. আহসানউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলাটা সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। রাত ১০টার পর এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাতের শেষ ভাগে বৃষ্টি ধরে এল। সহনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৫.৫.৫২

ভোরে সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। দুপুর আড়াইটায় স্কুলের অফিসে গেলাম। দুপুর ৩টার দিকে এম বিশ্বাস সেখানে এলেন। আমি তাকে স্কুলের হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিতে বললাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন আগামী শনিবার এ ব্যাপারে বসবেন।

রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে পাশা খেললাম। ময়মনসিংহ থেকে ফিরে বেরাইদার চালার আফতাবউদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা করল।

ডা. এ আহমদের কাছ থেকে এসসি ও ৫ টাকা নিয়ে আমি ওয়াসি মোল্লার ছেলেকে সকালের ট্রেনে ঢাকায় পাঠালাম। তাকে মমতাজ মোক্তারকে লেখা একটি চিঠি দিলাম। স্কুল থেকে ফিরে পুকুরে কাপড় কাচলাম। বিছানায় ঘুমাতে গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : পরিষ্কার দিন। প্রখর রোদ। রাত ১১টার পর মুষলধারে বৃষ্টি হলো।

৬.৫.৫২

–ঢাকা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ডা. আহসানউদ্দিন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। আক্কাস আলী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা গেছেন। রাজেন্দ্রপুরে এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা হলো, তিনি তখন কাওরাইদ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, এম বিশ্বাসের মামলাটি তিনি ডিএবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। সকাল ১১টায় হাবিব ব্যাংকে ১২০ টাকার চেক জমা করলাম এবং ১০০ টাকা নগদ উঠালাম। তারপর সোজা কোর্টে এলাম। বিএল মামলার তদন্ত করতে এসডিও (উত্তর) কাওরাইদ যাওয়ার কারণে আক্কাস আলীর মামলা মুলতবি হয়ে গেল।

বার লাইব্রেরিতে কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, যুবলীগ কর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আতাউর রহমান খান, জমির, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, রহিম মোক্তার প্রমুখ আমাদের সঙ্গে সেক্রেটারির রুমে উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ৩টায় ডিএসপি সোবহান ও ডিএবির ডিএসপির সঙ্গে তাদের রুমে দেখা করলাম। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বললাম। সেলিমউদ্দিন নামে একজন এসআইকে এম বিশ্বাসের মামলার দায়িত্ব এসডিও (উত্তর) বুঝিয়ে দিয়েছেন। এসআই সেলিমউদ্দিন আমাকে জানালেন, তিনি ১১.৫.৫২ তারিখ শ্রীপুর আসবেন। এরপর সোজা গেলাম আল আমিন প্রেসে। প্রশ্নপত্রগুলো তৈরি ছিল না। আমি প্রুফ রিডিংয়ে সহায়তা করলাম। রাতে আফতাবউদ্দিনের সঙ্গে খেলাম ও তার বিছানায় ভাগাভাগি করে থাকলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১২টায়।

আবহাওয়া : প্রখর রোদ ও উত্তপ্ত পরিবেশ। রাতের আকাশ পরিষ্কার এবং গরম।

৭.৫.৫২

ভোর ৪টায় উঠেছি।

বেলা ১১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সাড়ে ১০টায় পরীক্ষা শুরু হলো।

প্রশ্নপত্র ইত্যাদি নিয়ে শ্রীপুর ফিরলাম ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে।

দুপুর ২টার ট্রেনে জয়দেবপুর গেলাম। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলাম। গত ৫.৫.৫২ তারিখে শ্রীপুর ও কুর্মিটোলার মধ্যে জোনাল ফাইনাল ফুটবল খেলায় সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বললাম। ওখানে কুর্মিটোলার তিনজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আমরা সবাই বিভিন্ন বিষয়ে ৬টা পর্যন্ত কথা বললাম। প্রধান শিক্ষক আমাদের চা ও নাস্তা সহযোগে আপ্যায়ন করালেন। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জয়দেবপুর ও কুর্মিটোলার মধ্যে এবং জয়ী হয় জয়দেবপুর।

চৌরাপাড়ার নবার পালোয়ানের সহায়তায় কুর্মিটোলার তিনজন শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাওয়াল রাজের বাস্তুভিটার পুরো অংশ ঘুরে দেখলাম। এরপর আমরা আলাদাভাবে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলাম। সন্ধ্যার পর হামিদুল হক আমাকে তার ঘরে নাস্তা দিলেন। স্টেশনে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগার খুলে দিয়ে রিয়াজউদ্দিন আমাকে বড় ধরনের সহায়তা করলেন।

রাত ৮টার ট্রেনে শ্রীপুর ফিরলাম। জয়দেবপুরে রাখাল বাবু, গোসিঙ্গার নায়েব, গোসিঙ্গা ঘাটের মাঝি প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সকালে শ্রীপুরে হালকা বৃষ্টি হলেও ঢাকার দিকে কোনো বৃষ্টি হয়নি। বিকেল বেলা ছায়াময় ছিল। সন্ধ্যায় খুবই সামান্য বৃষ্টি হলো। রাতে ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৮.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সূর্যাস্ত থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে পাশা খেললাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : দুপুর ২টার দিকে হঠাৎ করেই আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। বিকেল পৌনে ৫টা থেকে ঘন্টাখানেক মুষলধারে বৃষ্টি হলো। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৯.৫.৫২

-বাড়ি-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল ৭টায়। ডা. আহসানউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে ৫ টাকা দিলাম ওয়াসিমউদ্দিন মোল্লাকে দেওয়ার জন্য। পায়ে হেঁটে সোজা বাড়ি পৌছলাম। পায়ে জুতো ছাড়াই হেঁটে এলাম। খন্দকার বাড়ির জামাই আমাদের বাড়িতে ছিল। বেপারি বাড়ি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম।

গিয়াস ভাইসাহেব ও বেলায়েত আলী মাস্টার সাহেব সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি এলেন; হোসেন আলী খানের ছেলের সঙ্গে বুলবুলের বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করতে। রাতে তারা থাকলেন। মিস্ত্রিরা আমাদের বাড়িতে কাজ করছিল। রাতে ওয়াসি মোল্লার বড় ছেলে এসেছিল। সে ইদ্রিসের মামলার ব্যাপারে আলাপ করে চলে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিহীন দিন ও রাত। গরম আবহাওয়া।

১০.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

শবেবরাত উপলক্ষে ছুটির দিন।

বেলা ১১টার দিকে গিয়াস ভাইসাহেব ও বেলায়েত আলী মাস্টার চলে গেলেন।

মধ্য দুপুরে হাকিম মিয়া এলেন। তিনি আমার সঙ্গে দুপুরে খেলেন। বিকেলে তিনি আমার সঙ্গে আমাদের বলধা ফরেস্টে গেলেন। তারপর বাঘিয়া ঘাটের উদ্দেশে রওনা হলেন। আমি নদীর পাড়ে গেলাম ও আমাদের পাটখেতের চারধারে ঘুরে বেড়ালাম। সূর্যাস্তের সময় বাড়ি ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাত বৃষ্টিহীন। দিনের বেলায় সূর্যের আলো। রাতের বেলায় আকাশে চাঁদ।

১১.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

স্কুলে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক হাজিরা দিলাম। বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম। সকাল সাড়ে ৭টায় বাড়ি থেকে শ্রীপুর পৌছলাম। শ্রীপুর পৌছে ডিএবি পুলিশের এসআই সেলিমউদ্দিনকে পেলাম। তিনি হাসান মোড়ল, কালু মোড়ল, মজিদ মোড়ল, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বেলাল প্রমুখের বাড়িতে তল্লাশি করেছেন। এম বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাড়িতে বসে এসআই আমাদের জমা করা কাগজপত্রসমূহ নিলেন। দুপুর ২টার ট্রেনে তিনি চলে গেলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিক থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি অফিসের সামনে বৃত্তাকার বাঁধানো দেয়ালের ওপরে বসে আবগারি ইন্সপেক্টর ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। রাতে হালকা বৃষ্টি হলো। আকাশ পরিষ্কার হলো না। রাতে ঠাণ্ডা।

দুপুর আড়াইটায় এ জব্বার ওভারসিয়ার ও সিংহশ্রীর আরেকজন লোক আমার কাছে এলেন। বিকেল সোয়া ৪টায় তারা চলে গেলেন। শেষের জন পাসপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় ডিআইবি রিপোর্ট পেতে আমার সহায়তা কামনা করলেন। আমার কাছে হাইলজোর থেকে দুজন লোক এলেন পরামর্শের জন্য। ভূঁইয়াদের কাছ থেকে তাদের ফরেস্টের পেটান নেয়া উচিত হবে কি না, তারা তা জানতে চাইলেন। তারাও একই সময়ে চলে গেলেন।

১২.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেল ৪টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্যানিটারি অফিসে স্কুলের ১৯৪৯ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখলাম।

রাত ৮টা পর্যন্ত দাবা খেলে ফিরে এলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাত বৃষ্টিহীন। উষ্ণ পরিবেশ। সারাক্ষণই আকাশ প্রায় পুরোপুরি পরিষ্কার।

বদলি হয়ে এসআই নুরুল হক আজ সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ছাড়লেন।

১৩.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

বেলা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে তার অফিসে বসে স্কুলের হিসাবপত্রগুলো পরীক্ষা করলাম সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মফিজউদ্দীন বাড়ি থেকে এল। আকবর আলীর কাছ থেকে চরের জমি কেনার ব্যাপারে আমি তাকে চুপচাপ থাকতে বললাম। কারণ যদি আবদুল খান তার দর জানিয়ে দেয়। ২০ মিনিট পর সে চলে গেল। ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত সকল সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল অফিসে ছিলাম দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ইন্সপেক্টর অব স্কুলের দফতর থেকে নিয়মকানুনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচন মুলতবি রাখা হলো।

হাসান মোড়ল, ইজ্জত আলী সরকার, ইয়াকুব আলী মৌলবি সাহেব প্রমুখকে নিয়ে ডাকঘরে এলাম। পোস্ট মাস্টারের কাছে গিয়ে রিজার্ভ ফাণ্ড ও শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করলাম। এম বিশ্বাস প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছেন। ফান্ডে জমা রয়েছে মাত্র ২৬৭ টাকা।

রাত ৮টায় ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সন্ধ্যায় ও রাত ৮টার পর মোটামুটি ভারি বৃষ্টিপাত হলো। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১৪.৫.৫২

-ঢাকা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। মৌলবি ইয়াকুব আলী সঙ্গে এলেন। সোজা গেলাম ইন্সপেক্টর অব স্কুলের অফিসে। ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ও স্কুলের অন্যান্য বিষয়; যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব ও এম বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম। দুপুর ১২টায় বের হলাম। কোর্টে গেলাম। এসডিও (উত্তর) কে পেলাম না। তিনি অসুস্থ। মুক্তার আমাদের নাস্তা করালেন। দুপুর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরির সেক্রেটারির কক্ষে আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ ও জমিরের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর বের হলাম।। ইয়াকুব আলী মৌলবি সাহেবের জন্য ইকবাল ওয়াচ কোম্পানি থেকে ওয়েস্ট ইন্ড ওয়াচ কিনলাম ৬৯ টাকা দিয়ে। সদরঘাটে কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

সন্ধ্যায় ডা. করিমকে তাঁর ফার্মেসিতে ৫০ টাকা দিলাম ভাবীকে দেওয়ার জন্য।

আজ সদরঘাটে জলিল, মুজিব, ইমাদুল্লাহ এবং উকিল মোমিনের সঙ্গে বার লাইব্রেরির সামনে, কোতোয়ালির ওসি জনাব ইসরাইলের সঙ্গে স্টেশন রোড ও নবাবপুর ক্রসিংয়ে, ধামরাইয়ের কাদিরের সঙ্গে স্টেশন রোডে এবং এসআই সেলিমের সঙ্গে আদালতে স্বল্প সময়ের জন্য দেখা হলো।

সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে রওনা হয়ে শ্রীপুর ফিরলাম। ট্রেনের কামরায় আমার সঙ্গে ছিলেন ছিলেন জব্বার ওভারসিয়ার ও কালুর দুই জামাই।

রাত ৯টায় শরাফতের কাছ থেকে একটি ইঁদুর ধরার কল নিলাম এবং সেটি স্কুলের অফিসে স্থাপন করলাম। বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিহীন দিন এবং রাতে আকাশ প্রায় পুরোপুরি পরিষ্কার। রাতের বেলায় অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

১৫.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে প্রথম বসলাম

আবগারি ইন্সপেক্টরের অফিসে। বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, আবগারি ইন্সপেক্টর ইয়াকুব আলী মৌলবি এবং উষা মাস্টারের সঙ্গে। সন্ধ্যায় বসলাম স্যানিটারি অফিসে। রাত ৮টা পর্যন্ত স্কুলের হিসাবপত্র পরীক্ষা করলাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিহীন দিন ও রাত। বাতাসে জলীয় বাষ্প। উষ্ণ পরিবেশ। আকাশ একেক সময় মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে নীল আকাশ।

১৬.৫.৫২

-ঢাকা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ১২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। যোগীনগরে উঠলাম। যুবলীগ অফিসে ইমাদুল্লাহ, সুলতান, জলিল প্রমুখকে পেলাম। পৌনে ১২টার দিকে ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করলাম। ঠাটারি বাজারে বসে তাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম বেলা ১টা পর্যন্ত। তারপর যোগীনগর ফিরে এলাম।

দুপুরে খাবারের পর বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভাবীর কথা শুনলাম। তারপর বাইরে বের হলাম। বিকেল ৫টায় কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করলাম। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। প্রথমে কথা হলো নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে। তারপর আমি আলাপ করলাম ফরেস্টার অসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে মানহানির একটি মামলা চালু করা প্রসঙ্গে। রাত ১০টায় যোগীনগরে ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : পুরো দিন প্রখর রোদ। রাতে পরিষ্কার আকাশ, ঘাম ঝরানো গরম, বিশেষ করে রাতে।

১৭.৫.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা সেরে সকাল ৯টায় বাইরে বের হলাম। সোজা গেলাম কেমব্রিজ ফার্মেসিতে। দুপুর সাড়ে ১২টায় ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কাজে মৌলবি বাজারে (হাবিব ব্যাংক) গেলাম। ইসলামপুরে কয়েকটি ঘড়ির দোকানে ঘুরে বার লাইব্রেরিতে এলাম। কামরুদ্দীন আহমদ, জমির, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, শেখ মুজিব ও এস এ রহিমকে পেলাম। মানহানির মামলা চালু করার প্রশ্নটি তুললাম। চৌধুরী সাহেবও ফিরোজের জন্য একই কাজ করতেন। দুপুর ২টার দিকে যোগীনগর ফিরলাম।

দুপুরের খাবারের পর ভাবীর সঙ্গে মাধুরী চ্যাটার্জির বাড়িতে গেলাম। ভাবীকে পড়ানোর জন্য একজন প্রাইভেট টিউটরের বিষয়টি নিষ্পত্তি করলাম। তিনি আগামীকাল থেকে পড়াতে সম্মত হলেন। নবাবপুর থেকে কাপড় কিনে সন্ধ্যা ৬টায় স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

শ্রীপুর ফিরলাম সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটের ট্রেনে। সেখানে পৌছানোর পরই স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আমাকে বললেন, কালু মণ্ডলের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। হয়তো পুলিশ তল্লাশি চালাতে পারে। ডিএবির একজন ইন্সপেক্টর এবং একজন কনস্টবল রাতে আমার ঘরে রইলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রখর সূর্যালোক। রাতে আকাশ পরিষ্কার এবং অসহনীয় গরম। ভোর রাতে সহনীয় তাপমাত্রা।

১৮.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

ডিএবির লোকজন ভোরবেলা গোসিঙ্গার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম। প্রসন্ন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তার বেতন বাবদ টাকার হিসাব তৈরি করলাম। তিনি গত রাতে এসেছেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে বসে স্কুলের

হিসাবপত্রসমূহ পরীক্ষা করলাম বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। তার সঙ্গে পাশা খেললাম রাত ৮টা পর্যন্ত। সেখানে ওসি ও সেকেন্ড অফিসার আমাদের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য কথা বললেন।

প্রসন্ন বাবুকে তার ডিএ এবং নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হলো। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছে থেকে একটি হারিকেন নিয়ে প্রসন্ন বাবুকে তার লজিং বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৯.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় আড়ালের হেলাল মিয়া আমার কাছে এসেছিল। সকাল ৯টায় আমি তার সঙ্গে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সোজা বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের রওনা হওয়ার সময় দেখতে পেলাম স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও তার কর্মীরা শরাফতের কাছে থেকে ঘিয়ের নমুনা সংগ্রহ করছেন।

খামেরের সিরাজ শাহাজউদ্দিনের সঙ্গে বুলবুলের বিয়ের কথাবার্তার সূত্রে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি গতকাল এসেছেন এবং আজকের রাতেও রইলেন। বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২০.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা সেরে সকাল ৭টার দিকে সিরাজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। রাতে আড়ালের জামাইয়ের সঙ্গে আমি কালবাড়ি গেলাম হারা যোগালদের জন্য দেওয়া খাবারের আয়োজনে যোগ দিতে। রাত ২টার দিকে ফিরলাম।

ফিরে দেখলাম দিগধার ভাইসাহেবের সঙ্গে তারুল (হারিসের বাড়ি) থেকে আসা একজন লোক ও দুটি বালক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আমাকে জানাল

যে, শ্রীপুরের রেঞ্জারের নেতৃত্বে বনকর্মীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে গতকাল মধ্য দুপুরে হারিসের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর তারা চলে গেল। আমি আগামীকাল সকালে তাদের সঙ্গে দিগধায় দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। গরম বেড়েছে।

খাবার শেষে মুর্শিদি গান শুনলাম এবং এতে আমি নীতিবোধের আনন্দ খুঁজে পেলাম। গান পরিবেশন করলেন বরহরের আমিজউদ্দিন নামের এক লোক ও লৌহজংয়ের এক কাঠ কয়লার বেপারি। এ ধরনের গান এবারই আমি প্রথম শুনলাম।

২১.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সাইকেলে করে বাড়ি থেকে রওনা হলাম। সকাল পৌনে ১০টায় মওলানা ওয়ারিস আলীর বাড়িতে পৌছলাম। তারপর গেলাম মাদ্রাসায়। জামাই আমার সঙ্গে ওখানে যোগ দিলেন। রমিজউদ্দীনের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলাম। রমিজউদ্দীন ভিখারীদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছেন। তার বাড়িতে আমার সঙ্গে আরো খেলেন মওলানা, জামাই প্রমুখ এবং আমাদের গ্রামের সোবহান। খাবার শেষে জামাই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন।

শেষ বিকেলে মওলানাকে সঙ্গে নিয়ে মফিজউদ্দীন মাস্টার সাহেবের বাড়িতে পৌছলাম। রাতে হারিস আমাদের সঙ্গে দেখা করল। মাস্টার সাহেবের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে আমাদের পরামর্শে সে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলো। তারপর সবাই চলে গেলেন। রাতটা আমি ওখানেই কাটালাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : খুবই গরম আবহাওয়া। রাতের প্রথমভাগে মেঘ জমলেও বৃষ্টি হওয়ার আগেই তা সরে গেল।

২২.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উত্তর খামের এইচ ই স্কুলে গেলাম। আকতার মাস্টার, আইনুদ্দিন, আবদুল হাই ও অন্যান্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অ্যাসেমব্লি হলে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশে আমি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করলাম। গ্রীষ্মকালীন ইত্যাদি কারণে স্কুল আজ বন্ধ। ৫.৭.৫২ তারিখে পুনরায় স্কুল খুলবে। মফিজউদ্দীন সাহেব আমাকে জানালেন, বুলবুলের সঙ্গে শাহাজউদ্দিনের বিয়ে প্রসঙ্গে সিরাজ তার সঙ্গে আলাপ করেছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমাকে তাদের বাড়ির পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়ার জন্য। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন ২/৩ দিনের মধ্যে তিনি তা দেবেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দেওনায় মৌলবি বাড়ি এলাম। সেখানে দুপুরের খাবার খেলাম। পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। হাফিজ বেপারির বাড়ি হয়ে ধলাগড়া খাল বরাবর দিয়ে হেঁটে সূর্যাস্তের সময় বাড়ি পৌছলাম। বৃষ্টির কারণে কাদা এড়াতে হালট দিয়ে এবং জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চললাম। রাতে কোনো খাবার খেলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুর পর্যন্ত প্রখর রোদ। মাঝ দুপুরে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। দুপুর ১টা থেকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হলো। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হলো হালকা বৃষ্টি। অবশিষ্ট রাত বৃষ্টিশূন্য।

২৩.৫.৫২

-শ্রীপুর-

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকালে সাইদ আলী এসেছিলেন। আমি তার জন্য বলধার ম্যানেজার বরাবর একটি দরখাস্ত লিখে দিলাম। তিনি চলে গেলেন। সারাদিনই বাড়িতে ছিলাম। রাতে খাবার খেলাম না।

রাত ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দুপুরের পর প্রায় আধ ঘন্টা বেশ ভালো বৃষ্টি হলো। কম গরম। পরিষ্কার রাত।

২৪.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

নাস্তার পর নদীর পাড়ে গেলাম। সমস্ত পাট খেত ঘুরে দুপুরে বাড়ি ফিরলাম। দিনের বাকি সময় বাড়িতেই রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আকাশ একেবারে পরিষ্কার। প্রখর সূর্যের আলো। দিনে মাত্রাতিরিক্ত গরম। রাত বাতাসের কারণে সহনীয়।

দিগধার ভাইসাহেব শ্রীপুর যাওয়ার পথে দুপুরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি তিন জন লোকসহ গবাদি পশুর হাটে যাচ্ছিলেন।

২৫.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

দুপুরে তারুলের হারিস এসেছিল। সে আমাকে রেঞ্জার আসিরুদ্দিন এবং তার কর্মীদের বিরুদ্ধে তার দায়ের করা মামলার খসড়া দেখাল।

সন্ধ্যায় হাজি বাড়িতে গেলাম। সেখানে সেকান্দার এবং আফসু একটি কাঁঠাল গাছকে শিকড়সহ মাটি থেকে তুলছিল। রাত নেমে এলে বাড়িতে ফিরে এলাম।

তোফাজ্জলের বাবা এসেছিলেন। তিনি সন্ধ্যায় চলে গেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন প্রচণ্ড রোদ। পরিষ্কার রাত। রাতে গরম বাতাস বইছিল। আজ দিগধা থেকে সেকান্দার এবং বারু মহিষের গাড়িতে টিন (দুই বান্ডেল) নিয়ে এসেছে।

২৬.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

রমজানের প্রথম দিন।

সারাদিন বাড়িতে। কাঁঠাল গাছ কাটা হয়েছে এবং আজ সন্ধ্যায় হাজি বাড়ি থেকে তা আনা হয়েছে।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : খুব সকালে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হলো। তারপর থেকে দিনের বাকি সময় ও রাত পরিষ্কার। গরম পরিবেশ। রাতে বাতাসের কারণে গরমের তীব্রতা কম।

২৭.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সাইকেলে শ্রীপুরে উদ্দেশে রওনা হয়ে পৌছলাম সকাল সাড়ে ৬টায়। স্টেশনের কাছে আকবর বেপারির সঙ্গে দেখা হলো। বেপারি বললেন তিনি ঢাকায় যাচ্ছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই দরদরিয়ায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সকাল প্রায় সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্যানিটারি অফিসে জনাব মালেক সাহেবের সঙ্গে বসে স্কুলের ১৯৪৯ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে শেষ করলাম।

পিএসবি হিসাব থেকে ৩০০ টাকা তুললাম। ওখান থেকে বের হওয়ার সময় আহমদকে পেলাম। তাকে অনুরোধ করলাম এই ছুটির সময় একজন শিক্ষক খুঁজে নিতে। সূর্যাস্তের সময় ঘরে ফিরলাম।

শ্রীপুরে মহিউদ্দিন খলিফা, আজিজ মিয়া, মজিদ মোড়ল, হাসান মোড়ল, ইজ্জত আলী সরকার প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : দুপুরে শ্রীপুরে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। শ্রীপুর থেকে দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

২৮.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

বিকেলে আবদুল খানের সঙ্গে দেখা করলাম। সে তখন তার বাড়ির সামনের জমিতে পাটের বীজ রোপন করছিল। রজব আলী সেখানে উপস্থিত ছিল। রজব আলীর মেয়ের সঙ্গে নাবু মোড়লের বিয়ের বিষয়েই শুধু কথা হলো। আমি আধ ঘন্টা পর ফিরে এলাম।

মফিজউদ্দীন এবং আফসারউদ্দীন টিন কিনতে বরমি গিয়েছিল, কিন্তু টিন পায়নি।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দুপুরের পর মাঝারি ধরনের ভালো বৃষ্টি হলো। দিনের শেষ ভাগ এবং রাতে বৃষ্টি নেই এবং আকাশ পরিষ্কার। সহনীয় পরিবেশ।

২৯.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

খুব সকাল থেকে ১০টা পর্যন্ত চাই দিয়ে আমাদের বিলে মাছ ধরলাম।

তারপর থেকে সারাদিন ঘরেই রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগে কিছু সময়ের জন্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। অবশিষ্ট দিন বৃষ্টিশূন্য। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার নয়। রাতে আকাশ আংশিকভাবে মেঘলা। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

৩০.৫.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

আজ দুপুরে বাগেরহাটের চেরাগ আলী একজন বেপারিকে সঙ্গে নিয়ে এসে ৩১৫ টাকা দিয়ে তিন ঝাড় বাঁশ (বরাক) কিনলেন।

নাবু মোড়লের সঙ্গে রজব আলীর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করার জন্য সন্ধ্যায় কালবাড়ি গেলাম। বর পক্ষে এসেছেন নসি, চেরাগ আলী, জাফর আলী, আয়েত আলী ও চৈতার বাপ। আবদুল খান ও আমি প্রতিনিধিত্ব করছিলাম এ পক্ষের। কালবাড়িতে ইফতার সেরে ফিরে এলাম।

কটেরটেকের আবদুল জব্বার আমাদের বাড়িতে রাতের খাবার খেলেন। তারপর চলে গেলেন। আজ রাতে আফসু চাই দিয়ে অনেক বেলে মাছ ধরেছে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুরে প্রায় এক ঘন্টা ধরে হালকা বৃষ্টিপাত। অবশিষ্ট দিন বৃষ্টিশূন্য। রাতে আকাশ মেঘলা ও রাতের শেষ প্রহরে কয়েক মিনিটের জন্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত। হালকা বাতাস ও গরম আবহাওয়া।

৩১.৫.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতে। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করলাম। সন্ধ্যায় আড়াল থেকে ছেলেরা এল।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সন্ধ্যায় প্রায় আধ ঘন্টা মুষলধারে বৃষ্টি হলো। তারপর আরো আধ ঘন্টার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলল। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ। সারারাত বাতাস বইতে থাকল।

6.5.52 Rise: at 5 A.M. —— Dacca ——
School – 6-30 A.M. to 8 A.M.

Left for Dacca by 8-22 A.M. train. Dr. Ahsanuddin, Sanitary Inspr. accompanied to Dacca Station —— Akbar Ali went to Dacca for his case with F.D. —— S.D.O. (N) was met at Rajendrapur on his way to Kapasia. He told me that he referred the case of M. Biswas to D.I.B., Police.

Deposited a cheque of 120/- & cashed one of 100/- in Habib Bank at by 11 A.M. ——

Came to court direct. Akbar Ali's case was adjourned as the S.D.O. (N) went to Kapasia to hold enquiry in B.L. case.

Met Kamruddin Sb. in Bar Library. He told me that there arose a point of difference betn him & Y.L. workers. Messrs A.R. Khan, Jamir, K. Chowdhury, Rahim Murshed etc. were present with us in Secy's room.

Met Mr. Sobhan DSP and DSP, DIB in their room at 3 P.M. and talked upto 4-30 P.M. One Salim writer S.I. took charge of M. Biswas's case given by SDO (N). He told me he would come to Kapasia on 11.5.52.

To Al-Amin Press direct. Questions were not ready & helped by reading proofs. Took meals with Aftabuddin at night and shared his bed.
Bed 12-30 A.M.

Weather: Strong sunshine. Heated atmosphere.
Night clear & L.D.

১ জুন, রবিবার

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

আফসুকে সঙ্গে নিয়ে খুব সকাল থেকে দুপুর প্রায় ১টা পর্যন্ত বিলে মাছ ধরলাম। দিগধার তালুইসাহেব ও দেওনার ভাইসাহেব এসেছিলেন। তারা বেলা ৩টার দিকে চলে গেলেন। ভাইসাহেব দুলার বিয়ে নিয়ে আলাপ করলেন। আমি ছেলেটির বয়স বিবেচনা করে তাকে অন্য কিছু ভাবার পরামর্শ দিলাম।

হাইলজোরের আসনার আলী এলেন। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আগামী বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে আমি ঢাকায় যাব। তিনি বিকেল ৪টার দিকে চলে গেলেন। রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সকাল ১১টা পর্যন্ত বর্ষণমুখর পরিবেশ। বাকি দিন কম-বেশি পরিষ্কার। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভারী বৃষ্টিপাত। বাকি রাত বৃষ্টিশূন্য। রাতে গরম নেই।

২.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম। মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করলাম। সন্ধ্যায় এক ফাঁকে দেখলাম আবদুল খানের বাড়ির পশ্চিম দিক সংলগ্ন আমাদের জমিতে বারু, কটেরটেকের তাহের আলী, মন্তা শাহ্, আজিমউদ্দিন প্রমুখ চারা রোপন করছে।

রাত ১০টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বৃষ্টি নেই। সহনীয় তাপমাত্রা।

৩.৬.৫২

-ঢাকা-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। একই কামরায় হাসান মোড়ল ও কুদরত আমার সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত এলেন।

সরাসরি এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে গেলাম। এসডিও উপস্থিত থাকলেও আক্কাস আলীর মামলা মুলতবি হয়ে গেল। বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে আক্কাস আলী বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। আমি আদালত থেকে বের হলাম বিকেল ৪টায় এবং সাদিরের সঙ্গে তার মালিটোলার বাসায় গেলাম। তরগাঁও পিইউবির শফিউদ্দিন ও শাহাজউদ্দিনকে সেখানে পেলাম।

বিকেল ৫টায় কেমব্রিজ ফার্মেসিতে গেলাম। ডা. করিমের সঙ্গে কাশেম আলীর রোগ নিয়ে কথা বললাম। মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য ডাক্তার তাকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। সাদিরের বাসায় ডা. করিম, শফি, আমি ও সাদির ইফতার করলাম। ডা. করিম চলে গেলেন। আমি রাতে মালিটোলায় রয়ে গেলাম। শাহাজউদ্দিনের বিয়ে নিয়ে তারা আলাপ করলেন।

আজকে গোসল করা হলো না।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : উষ্ণ আবহাওয়া। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি হয়নি এবং আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার।

৪.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টায় মালিটোলা থেকে বের হয়ে সোজা গেলাম যোগীনগর।

সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ঘুমালাম। তারপর গোসল সেরে বেলা সাড়ে ৩টায় বের হলাম। সাইকেল চালিয়ে সোজা গেলাম বার লাইব্রেরিতে। সেখানে

আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, জহিরউদ্দীন প্রমুখের দেখা পেলাম।

বিকেল ৫টায় কামরুদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে জিন্দাবাহার এলাম। সূর্যাস্তের সময় ডা. করিম, সিরাজ ও জমির সেখানে এলেন। কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে ইফতার ও রাতের খাবার খেলাম এবং রাত সাড়ে ৯টায় যোগীনগরের উদ্দেশে রওনা হয়ে সরাসরি ফিরে এলাম।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিন ও রাতের সারাবেলা আকাশ পরিষ্কার। রাতে হালকা বাতাসের সঙ্গে উষ্ণ পরিবেশ।

৫.৬.৫২

ভোরে সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল ১১টায় বের হলাম। সোজা গেলাম বার লাইব্রেরিতে। সেখানে আনসার আলী ও মমতাজ আলীকে পেলাম এবং তাদেরকে তাদের মামলার নথিপত্র দিলাম। মোমেন, জহিরউদ্দীন, জহির, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, কামরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখের সঙ্গে দেখা করলাম। শামসুদ্দিন সরকার বার লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দুপুর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত লাইব্রেরিতে ছিলাম। এখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। রেজা-ই-করিম সাহেব সভাপতিত্ব করলেন। সভায় পৌরসভা এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মনোনয়ন পদ্ধতি অবলুপ্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হলো। বিকেল ৪টায় আনসার আলী ও মমতাজ আলীর সঙ্গে সোয়ারিঘাটে গেলাম। তাদের মামলা নিয়ে আতাউর রহমান খানের সঙ্গে আলাপ করলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। তারপর বের হলাম।

কেমব্রিজ ফার্মেসিতে এলাম। জহির, ইমাদুল্লাহ ও ডা. করিমের সঙ্গে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কথা বলে যোগীনগর ফিরলাম।

রোজা রাখা হলো না।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বিকেল পর্যন্ত প্রখর রোদ। সন্ধ্যা ৭টা থেকে আধ ঘন্টা ধরে ভালো বৃষ্টি হলো। তারপর রাত ১০টা পর্যন্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাতে আর বৃষ্টি হয়নি, গরম পরিবেশ।

৬.৬.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টায় সাইকেল নিয়ে বাইরে বের হলাম। নবাবপুরে টিটু মিয়াকে পেলাম এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলতে বলতে আরমানিটোলা পার্ক পর্যন্ত গেলাম। কথা বললাম নতুন রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে এবং কামরুদ্দীন সাহেবের ভূমিকা নিয়ে। আরমানিটোলা পার্ক থেকে আমি একা চলে এলাম।

জিন্দাবাহার গেলাম। কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সকাল ৯টা পর্যন্ত বুলবুলের বিয়েসহ আমার পরিবারের ব্যাপারাদি নিয়ে কথা বললাম। সকাল ১০টায় যোগীনগরে ফেরার পথে আদালতে সাদির, শাহাজ ও ডিএবির এসআই সেলিম উদ্দিনের সঙ্গে কথা বললাম। যোগীনগরে খেয়ে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। দুপুর ২টায় শ্রীপুর পৌছলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে নাশতা করলাম।

সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ক্লাবে দাবা খেললাম। তারপর ফিরলাম। রাতে কালু মোড়লের ওখানে থাকলাম।

রাত ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল দিনের শুরু এবং শেষও হলো একইভাবে। আকাশে চাঁদ। পরিষ্কার রাত। গরম আবহাওয়া।

৭.৬.৫২

-বাড়ি-

ভোর ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার অফিসে শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের ১৯৫১ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করলাম। দুপুরের খাবার খেলাম স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। তারপর আবার হিসাবপত্র নিয়ে বসলাম। দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে ১৯৫১ সালের হিসাবপত্র দেখা শেষ হলো।

নির্মল বাবুর জন্য চাকরির নিয়োগপত্র লিখলাম। পত্রটি আহমদকে দিলাম তার বাবার স্বাক্ষরের জন্য। তারপর এটি নির্মল বাবুকে যত দ্রুত সম্ভব কলকাতায় পৌছে দেওয়ার জন্য বললাম।

হামিদকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের অফিসে গেলাম। দেখলাম প্রধান আলমিরাটিতে উইপোকা বাসা বেঁধেছে। আমি বই ও কাগজপত্র ঠিক করে রাখলাম। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। মাঝ পথে সূর্য অস্ত গেল। বাড়ি পৌছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে। টাঙ্গাইলে বলাই বাবুর কাছে আজ সন্ধ্যায় একটি কার্ড পাঠিয়েছি।

রাত ১১টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : প্রচণ্ড গরম, বিশেষ করে রাতের প্রথম দিকে। পরিষ্কার রাত। তাপমাত্রা খুবই বেশি। রাতের শেষভাগ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল।

৮.৬.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

দুপুরের আগে নদীর পাড়ের পাটখেতের চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। প্রায় এক ঘন্টা পর ফিরে এলাম। লোহাদির দুজন বৃদ্ধ লোক জমিজমার কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই জমি নিয়ে বিরোধ আছে এবং এ কারণেই মামলাও হয়েছে।

এর আগে হাইলজোরের আনসার আলী এসেছিলেন। এরপর দেওনার সাঈদ আলী। আনসার আলী আমাকে ৫ টাকা দিলেন; ইতোপূর্বে একদিন ঢাকা যাওয়ার ভাড়া ও অন্যান্য খরচ হিসেবে। ওইদিন আমি ঢাকা গিয়েছিলাম তাদের মামলা সূত্রে আতাউর রহমান খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্য। বিকেলে তোফাজ্জলের বাবা এসেছিলেন এবং পরে চলে গেলেন। বাঘিয়ায় আমার বোনের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আজ ষষ্ঠ দিন রাতে আনন্দ উৎসব পালিত হলো।

রাত সাড়ে ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সকালে ভালো এক পশলা বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন রৌদ্রোজ্জ্বল ও পরিষ্কার। রাতের আকাশ পরিষ্কার। গরমের তীব্রতা আজ অপেক্ষাকৃত কম।

৯.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

ঢাকায় যাওয়ার পথে আইয়ুব আলী আমাদের বাড়ি এলেন। আমি তাকে ওয়ারিস আলীর বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ওয়ারিস, তার বাবা ও সেরুর সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য বসে বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যায় হাকিম মিয়া এলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের করা মামলায় তার পক্ষে জামিনদার হতে এবং বৃহস্পতিবার ঢাকা যাওয়ার জন্য। রাতের খাবার খেয়ে তিনি বাঘিয়া ঘাটের উদ্দেশে রওনা হলেন।

দিনের প্রথমভাগে হারা মুনিরা আমাদের বিলের জমিতে ১৮টি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করল এবং রাতে খাবার খেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। সহনীয় গরম পরিবেশ।

১০.৬.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম। ঢাকায় যাওয়ার পথে সকাল ১০টার দিকে হাইলজোরের আনসার আলী আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

তাহের আলীর বাড়িতে ইফতার ও রাতের খাবার খেলাম। কোরান খতম উপলক্ষে তারা খাবারের আয়োজন করেছে। আড়ালের খন্দকার, আবদুল খান, জব্বার, মন্নাফ, নাজু মোড়ল প্রমুখ এই খাবারের আয়োজনে অংশ নিলেন।

এরপরে আক্কা, বারু, কটেরটেকের তাহের আলী, টুক্কা খান, নাজামুদ্দি, জব্বার গাড়িয়াল প্রমুখ সেখানে এলেন।

রাত ১১টার দিকে বাড়িতে ফিরে সোজা গেলাম বিছানায়।

সন্ধ্যায় আয়েত আলী ও রজব আলী নাবুর বিয়ের বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

আবহাওয়া : আগের মতোই। মেঘ ঘনীভূত হলেও বৃষ্টি হলো না। সহনীয় উত্তাপ।

১১.৬.৫২

-ঢাকা-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল ৬টার দিকে শ্রীপুরের উদ্দেশে সাইকেলে রওনা হলাম। পথের মাঝের অংশের অবস্থা খুবই খারাপ। সকাল সাড়ে ৭টায় পৌছলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নতুন অডিট রিপোর্ট তৈরি করেননি। আমি তাকে বললাম এটি তৈরি করে আগামীকাল ঢাকায় আমার কাছে পাঠানোর জন্য। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতে ছিলাম। সেখানে জহির, জমির, মোমেন, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখকে পেলাম। আতাউর রহমান খানকে পেলাম না। কাপাসিয়ার রশিদ ও আহমদ পালোয়ান বার লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে আসন্ন অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে রশিদের প্রার্থিতা নিয়ে ঘন্টাখানেক আলাপ করলেন। হাইলজোরের আনসার আলীর মামলার শুনানি মুলতবি হয়ে গেল। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যোগীনগরে এলাম। গোসল করলাম। রাতে ওখানেই থাকলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : গরম পরিবেশ। বৃষ্টি নেই।

১২.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টায় বের হলাম। কোর্টে যাওয়ার পথে মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বাড়িতে ১৫ মিনিটের জন্য দেখা করলাম। কোর্টে সালেহ আহমদ মোড়ল ও আজিজ সরকারকে পেলাম। মালেক সাহেবের দেওয়া অডিট রিপোর্টটি আজিজ সরকার আমাকে দিলেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দায়ের করা মামলায় আমি এই দুজনের পক্ষে এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে জামিনদার হলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে ১২টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরি হলে কামরুদ্দীন সাহেব, কফিলউদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলাম। আফসারউদ্দিন ভূঁইয়া ও আফতাবউদ্দিন ভূঁইয়া সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন।

বিকেল ৫টায় যোগীনগরে ফিরলাম। ওখানে আসার পথে দেখা হলো শ্রীপুরের উষা রায়ের সঙ্গে। বিকেল সাড়ে ৫টায় যুবলীগ অফিসে যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটির

সভায় যোগ দেই। আমি সহ ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করলেন মোতাহার সাহেব। সভা শেষ হলো রাত ৯টায়।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রচণ্ড গরম। মেঘের কোনো চিহ্ন নেই।

১৩.৬.৫২

–বাড়ি–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টায় মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। সেখানে আধ ঘন্টা ছিলাম। সকাল ৮টায় সাইকেলে করে কোর্টে গেলাম। ডিএবির এসআই সেলিমউদ্দিনের কাছে আমাদের অডিট রিপোর্ট হস্তান্তর করলাম। ডিএসপি সোবহ-ান সাহেব আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমাদের মামলার পর আজ প্রথমবারের মতো আমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াবদুল্লাহ সাহেবের সামনাসামনি দেখা হলো। এটা ঘটল এসডিও (উত্তর)-এর অফিসের সামনে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দায়ের করা মামলায় হাকিম, শহিদ ও অন্য আরেকজনের পক্ষে জামিনদার হলাম। উত্তর খামেরের দুলার বাপ ও সালেহ আহমদ মোড়লকে ওখানে পেলাম। কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করলাম।

সকাল ১১টায় যোগীনগর ফিরে এলাম।

ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করলাম। অ্যান্টি টাইফয়েড ইনজেকশন নিয়ে স্টেশনে এলাম। বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেন ধরে শ্রীপুর পৌছলাম। আবুল হোসেন খান আমাকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে গেলেন। এম বিশ্বাসের মামলায় একটি আপোসরফায় পৌছানোর ব্যাপারে আলাপ করলেন। আমি তাকে বললাম এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কারণ তিনিই এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

আমার বাসস্থান থেকে আমার চারটি কাপ নিয়ে সাইকেলে বাড়ি ফিরলাম বিকেল সাড়ে ৫টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রখর রোদের কারণে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম। রাতে অসহনীয় উষ্ণ তাপমাত্রা। বাতাস নেই। প্রায় ভোর পর্যন্ত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারলাম না।

১৪.৬.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই রইলাম এবং মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করলাম। কটেরটেকের আবদুল জব্বার সন্ধ্যায় এলেন ও ইফতারের পরে চলে গেলেন। উত্তরপাড়ার যোগাল আমাদের বিলে ধানের চারা রোপণ করল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : বেলা ১টা পর্যন্ত প্রখর রোদের কারণে অসহনীয় গরম। দিনের শেষভাগে হঠাৎ করেই মেঘ পুঞ্জীভূত হলো এবং প্রবল বাতাসসহ মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। রাতে বৃষ্টি হলো না। গত কয়েকদিনের প্রচণ্ড দাবদাহের পর পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল।

১৫.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই রইলাম।

আজ সকালে মিস্ত্রিরা বাড়ির মূল কাজটি শেষ করল। হাইলজোরের জামাই বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন তার বদলির বিষয় নিয়ে। তিনি মাওনায় প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি চান লক্ষ্যা নদীর এ পাশের যে কোনো স্কুলে বদলি হতে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। উষ্ণ পরিবেশ।

১৬.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

বিকেলে ওয়ারিস আলী এল। তার সঙ্গে হেঁটে বেপারি বাড়ি, হাজী বাড়ি, ছোট চর, ফটিরটেকে মামদির বাড়ি, চৌকিদার বাড়ির ধান ও পাট খেতগুলোর অবস্থা দেখলাম। এরপর ওয়ারিস আলী বাড়ির উদ্দেশে চলে গেলেন।

বৃষ্টির কারণে আমি আবদুল খানের বাড়িতে আটকে গেলাম। বাগার বাপ মৌলবি সেখানে ছিলেন। তাদের সঙ্গে ইফতার ও রাতের খাবার খেলাম এবং তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। রাত পুরোপুরি বৃষ্টিময়। বিরতি দিয়ে দিয়ে হালকা, মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাত হলো। সন্ধ্যা থেকে ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১৭.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়িতেই রইলাম। বলতে গেলে তেমন কিছুই করা হলো না। বাগার বাপ মৌলবি সকালে এলেন এবং কবরস্থান জিয়ারত ও দোয়া করলেন। তার ভুলেশ্বর (গফুরের বাড়ি) যাওয়ার পথে আমি তাকে বুধের ডারা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলো মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে। তবে পড়ন্ত বিকেলে কোনো বৃষ্টি ছিল না। রাতেও বৃষ্টি হয়নি। ঠাণ্ডা ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ।

১৮.৬.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

দুপুরে নদীর পাড়ের পাট খেতগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। হাজীবাড়ি ঘাটে থামলাম। আনসুর সঙ্গে কথা বললাম। সে গোসল করছিল। বাড়িতে ফিরলাম বেলা ২টার দিকে। সন্ধ্যায় আড়ালের হেলাল মিয়া এলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আকাশ মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যার পর কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। সহনীয় তাপমাত্রা। দিনের বেলায় মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে সূর্যকিরণ দেখা গেছে।

১৯.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় সাহেব আলী বেপারি এলেন। তিনি আমাদের বাড়ি নির্মাণে নিয়োজিত মিস্ত্রিদের নির্মাণ কাজের খুঁটিনাটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের ব্যাপারে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বিশেষ করে জানালা নির্মাণে তিনি হিসাব করলেন মিস্ত্রিদের ২১৬ টাকা দিতে হবে। দীর্ঘ সময় তিনি আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলেন। বেলা ৩টার দিকে তিনি চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় মিস্ত্রিরা আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল। তোফাজ্জলের বাবা এলেন বিকেলে এবং সন্ধ্যায় চলে গেলেন। কালবাড়ির আহসানির বাড়িতে মিলাদ মাহফিলে অংশ নিলাম। সেখানেই ইফতার ও রাতের খাবার খেলাম। হেলাল মিয়া আমার সঙ্গে ছিলেন। মৌলবি আশরাফ আলী, নাজু মোড়ল, নবু, নবালি বেপারি, নবা, টান-চৌরাপাড়ার মোহাম্মদ, হোসেন কাল, লস্কর বেপারি (সুবার বাপ) ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাড়ি ফিরলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের মধ্য ভাগে বৃষ্টি হলো এবং রাত ৮টার দিকেও সামান্য একটু বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট রাত পরিষ্কার। সহনীয় তাপমাত্রা।

২০.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

১১ বছর পূর্ণ হলো। আজ একেবারে সেই শুক্রবার।

সন্ধ্যায় আবদুল খানের বাড়ি গেলাম। তার সঙ্গে প্রায় ঘন্টা খানেক কথা বললাম। তিনি জ্বরে ভুগছেন। মিস্ত্রিরা তার গরুরগাড়ির চাকা ঠিক করছে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফিরলাম। ঘাগোটিয়ার এক মুসাফির রাতে আমাদের বাড়িতে রইলেন। আফসু দুটি কালো জাম ও একটি কামিনী ফুলের চারা নিয়ে এল। এগুলো রোপণ করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা কম-বেশি সহনীয়। আজকে থেকে সর্দি-ঠাণ্ডা লেগে গেল।

২১.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

আমাদের কয়েকজন ভৃত্য এবং মফিজউদ্দীন ও আফসুকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত নতুন বাড়ির দোতলায় ও চালে, কাঠের তক্তাগুলো তুলে রাখলাম। দুপুর ৩টার দিকে আক্কাস আলী এলেন। ঘন্টাখানেক পর চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। পরিবেশ কিছুটা গরম হলেও তেমন অসহনীয় নয়।

২২.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

বেলা ১১টায় ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর কেরানি, যার বাড়ি আড়ালে, তাকে সঙ্গে নিয়ে মফিজউদ্দীন সাহেব, খলিফা ও অন্য আরো একজন লোক এলেন এবং আমাকে গোসিঙ্গা ঘাটে নিয়ে গেলেন। তবে মালিক না থাকায় খুঁটি কেনা হলো না। খন্দকার সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

এরপর মফিজউদ্দীন সাহেবসহ সবাই আমাদের বাড়িতে এলেন এবং দুপুর ২টা পর্যন্ত কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। আমাদের বলধা ফরেস্ট পর্যন্ত আমি তাদের এগিয়ে দিলাম। এরপর আমি তুফানিয়ার দেওনার বাড়িতে গেলাম এবং বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে শুধু তার ভৃত্য সুরুজ আলী ছিল। তারপর তুফানিয়া তার দরদরিয়ায় বাড়ি থেকে এসে আমার সঙ্গে যোগ দেয়।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

রাতে আমাদের বাড়িতে আড়ম্বর ছাড়া মিলাদ হলো। বাঘিয়ার মফিজউদ্দীন মুন্সি মিলাদ পড়ালেন। শুধু নজু মামাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : উষ্ণ পরিবেশ, বিশেষ করে রাতে। দুপুরে ও রাতের শেষভাগে হালকা বৃষ্টি হলো। বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি।

২৩.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

দুপুর ১২টা পর্যন্ত দশম শ্রেণীর ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষার খাতা দেখলাম। যেই মাত্র আমি এসব কাজ শেষ করছি তখনই আবু মোড়ল এলেন। বেলা প্রায় ২টা পর্যন্ত তিনি তার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ করলেন।

প্রথমবারের মতো আমি আমাদের নতুন বাড়ির দোতালায় রাত কাটালাম। আমার সঙ্গে ছিল আফসু ও হাই। আমার আগে আমাদের কেউ ওখানে ঘুমায়নি।

রাত ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের প্রথমভাগে হালকা বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন ও রাত বৃষ্টিশূন্য। আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। উষ্ণ পরিবেশ। বাতাসে জলীয়বাষ্প অনুভূত হলো।

২৪.৬.৫২

-মঙ্গলবার-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

ঈদ-উল-ফিতর

ঠাকুরা বিলে আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত মাঠে অনুষ্ঠিত নামাজে যোগ দিলাম। আশরাফ আলী মৌলবি ইমামতি করলেন।

নামাজের পর আবু মোড়লের বাড়ি গেলাম তার ষাঁড় গরুটি দেখতে, যেটি জবাই করা হবে। তুফানিয়া, নবার পালান ও চৌরাপাড়ার আরো একজন লোকের সঙ্গে ওখানে দুপুরের খাবার খেলাম। বেলা ২টার দিকে গরুটি জবাই দেয়া হলো। ওখানে আবদুল মোড়ল, আয়েত আলী, সফরউদ্দিন দফাদার, চেরাগ আলী মোড়ল প্রমুখ ছাড়াও অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাড়ির ফিরলাম।

বিছানায় ঘুমাতে গেলা রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বেলা ১২টার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলো। আরেক পশলা বৃষ্টি হলো মধ্যরাতের দিকে। তবে মাটি ভিজল না। উষ্ণ পরিবেশ। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

২৫.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে আমার কাছে উমেদ আলী ফকির এলেন। ভাওয়াল এস্টেট বনাম তার মামলার কাগজপত্র আমি সকাল ১০টা পর্যন্ত পড়ে দেখলাম। তারপর তিনি চলে গেলেন। রমজান খান এলেন আমাদের নতুন বাড়ি দেখতে।

আবদুল খানের বাড়িতে গেলাম। করম আলীকে পেলাম না। গত সন্ধ্যায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে তার নৌকায় করে তরগাঁওয়ে নিয়ে যাবেন। আবদুল খানের বাড়ি থেকে আমার সঙ্গে রজব আলী এলেন। তিনি দুপুর প্রায় ১টা পর্যন্ত আমাদের কবরস্থানের কাছে মাটির ঘরে বসে কথা বললেন। তিনি বললেন, আবদুল খান নিজের স্বার্থে অথবা মাতব্বরি করার জন্য লোকজনের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করে থাকেন। এরপর তিনি চলে গেলেন।

-তরগাঁও-

বেলা ৩টার দিকে তরগাঁও ফকির বাড়ির উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। পথে বাঘিয়া এফ পি স্কুলের ক্ষিরোদের সঙ্গে কথা হলো 'কোহিনূর মাঠে'। মাগরিবের পর ফকির বাড়িতে পৌছলাম। রাতে ওখানে থাকলাম।

জালাল বাড়িতে ছিল না।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সকালে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন ও রাতে বৃষ্টি হয়নি। তবে আবহাওয়া জলীয় বাষ্প মুক্ত নয়। সমস্ত দিন ও রাতে আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াল। উষ্ণ পরিবেশ। রাতে বাতাস ছিল।

২৬.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

রফির শ্বশুর আমার সঙ্গে দুপুরে খেলেন। আমি মিসরির বাপকে ডাকতে পাঠালাম। তিনি কথা দিলেও এলেন না। রফির শ্বশুরের সঙ্গে কথা বললাম রফির জন্য তার দাদির কাছে থেকে জমি নেওয়ার ব্যাপারে।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। রফির শ্বশুর তার বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। আকতার মাস্টারকে তার বাড়ির কাছে পেলাম। তার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য আলাপ করলাম। বাড়িতে পৌছলাম রাত ৮টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন বিরতি দিয়ে দিয়ে হালকা বৃষ্টি হলো। সূর্যাস্তের সময় মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার পর রাতে আর বৃষ্টি হলো না। রাতে খুব জোরে দক্ষিণের হাওয়া বইতে থাকায় পরিবেশ কিছুটা ঠাণ্ডা।

২৭.৬.৫২

-ঢাকা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

পায়ে হেঁটে শ্রীপুরে পৌছলাম; ঠিক স্টেশনে ট্রেন আসার মুহূর্তে। ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে। টঙ্গীর আশরাফ আমার সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত এল। সে আসছিল ময়মনসিংহ থেকে। সকাল সাড়ে ১০টায় পৌছলাম।

সোজা গেলাম যোগীনগরে। অফিসে ইমাদুল্লাহকে পেলাম। সে বলল আজ সকালেই সে বাইরে থেকে এসেছে। ভাবী জানালেন, তার ভাই আবুল খায়ের গত রোববার বাড়িতে গেছে।

সমস্ত দিন ঘরেই কাটালাম। সন্ধ্যায় যুবলীগের অফিসে গেলাম। ইমাদুল্লাহ, সুলতান প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং বিকেলে হালকা বৃষ্টি হলো। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

২৮.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টায় কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম। কথা বললাম তোয়াহা সাহেবের মুক্তির বিষয়ে। তিনি না থাকায় তার পরিবারের ওপর যে সমস্যা হচ্ছে, সে আলোকে কথা হলো। এ ছাড়াও বেলা ১টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করে যোগনীনগর ফেরার জন্য উঠে পড়লাম।

বিকেল ৫টায় বের হলাম। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কেমব্রিজ ফার্মেসিতে ছিলাম। তারপর ফিরে এলাম। জহির ভাই, এস এম জহিরউদ্দীন, ডা. করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম। পেলাম খদ্দর ও অন্যদের। অপেক্ষা করলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ মেঘলা। তবে হালকা বৃষ্টি হলো সন্ধ্যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও রাতে কোনো বৃষ্টি হলো না।

২৯.৬.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টায় গেলাম কেমব্রিজ ফার্মেসিতে। জহির, ডা. করিম প্রমুখের সঙ্গে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আলাপ করলাম। তারপর ফিরে এলাম।

ডা. করিম তোয়াহা ভাবীকে তার বাড়িতে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য নিতে এলেন। কিন্তু তিনি গেলেন না। আমি ডা. করিমের বাসায় বেলা ২টায় দুপুরের খাবার খেলাম। বের হলাম বেলা ২টা ১৫ মিনিটে। সদরঘাটে গেলাম এবং মশারির দামের খোঁজখবর নিলাম।

সেখানে দলিলউদ্দিন ডিএসপির ছেলে মোশাররফকে পেলাম। বেলা সোয়া ৩টায় কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম রাত সোয়া ১০টা পর্যন্ত। ওখান থেকে উঠে যোগীনগরে গেলাম।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির সংবিধান পড়লাম। তোয়াহা সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে একটি দরখাস্তের খসড়া করলাম এবং আমার একটি ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের প্রসঙ্গে আলাপ করার জন্য কফিলউদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার সময় ঠিক করে নিলাম আগামীকাল সকালে।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুরে কয়েক ঘন্টার বিরতি ছাড়া প্রায় সমস্ত দিন হালকা বৃষ্টি হলো। সন্ধ্যায় মাঝারি বৃষ্টিপাত। আকাশ রাতে মেঘাচ্ছন্ন হলেও বৃষ্টিশূন্য। বাতাসে জলীয় বাষ্পের কারণে পরিবেশ উষ্ণ।

৩০.৬.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় বাইরে বের হলাম। সোজা গেলাম কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে। একই সময় সেখানে এলেন এপিপি আফসারউদ্দিন, আরো দু'জন লোক ও মান্নান খলিফা। সকাল সাড়ে ১০টায় তারা চলে গেলেন। ওখান থেকে সোজা গেলাম

কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কাছে। কথা বললাম বেলা ২টা পর্যন্ত। সেখানে আসাদুল্লাহ সাহেব এসেছিলেন তার মেয়ের সঙ্গে আফতাবউদ্দিন ভূঁইয়ার বিয়ে উপলক্ষে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ করতে। সবাই চলে যাওয়ার পর কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ডিবি চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে আমাকে শহিদ মোক্তারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। বেলা আড়াইটার দিকে যোগীনগরে ফিরে এলাম।

বিকেল ৫টায় ভাবীকে নিয়ে জেলগেটে গেলাম তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ভাবীর সঙ্গে কথা শেষে যখন তিনি কারাগারের ভেতরে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমিও তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য কথা বললাম। ফিরে এলাম সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে। গতকাল আবুল হোসেন সাহেবকে সিলেট কারাগার থেকে ঢাকা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : অল্প অল্প বিরতি দিয়ে সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও কোনো বৃষ্টি হলো না। গরমসহ গুমোট পরিবেশ।

— Dacca —
11.6.52 Rose: a 4-30 A.M.
Started on bike for Sripur at about 6 A.M. Road was very bad in the middle. — Reached at 7-30 A.M. — Sanitary Inspr. did not prepare the [illegible] report. I asked him to send it to me at Dacca tomorrow.
— Left by 8-22 A.M. Train for Dacca. — In Bar Library from 11-30 A.M. to 5 p.m. Found Zahir, [illegible], Momin, K. Chowdhury, K. Ahmad etc. [illegible] A. R. Khan — Rashid of Kapasia & [illegible] talked to me in the Bar Library for about an hour about the candidature of Rashid in the coming Assembly election.
Hearing of the case [illegible] was adjourned. Came to Joginagar at about 5-30 P.M. Took bath. Passed the night here. Bed: a 10 P.M.
Weather: [illegible] atmosphere. No rain.

১ জুলাই, মঙ্গলবার

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সারাদিন ঘরেই ছিলাম। তোয়াহা সাহেবের মুক্তির আবেদন জানিয়ে একটি দরখাস্ত টাইপ করলাম। সেই সঙ্গে অলি আহাদের ছাত্র জীবনসহ রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যয়নপত্র টাইপ করলাম। এ কাজগুলো করলাম সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

বিকেলে ইউসুফ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে দেওয়ান মাহবুব আলী অফিসে (যুবলীগ অফিস) এলেন। তারা ২১.৬.৫২ তারিখে জামালপুরে এ রহমান সিদ্দিকীর গ্রেপ্তার হওয়ার কথা বর্ণনা করলেন। এরপর তারা চলে গেলেন।

রাত সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুরে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন আংশিকভাবে পরিষ্কার। রাতের আকাশ পরিষ্কার। তবে বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকায় ঘাম ঝরানো গরম অনুভূত হলো।

২.৭.৫২

-বাড়ি-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর লিখিত দুটি দরখাস্ত সকাল ১০টায় ওয়ারী ডাকঘরে রেজিস্ট্রি করে ওখানেই ডাকে দিলাম। বেলা ১২টায় ডা. করিম আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম তোয়াহা ভাবীকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য। তিনি ৫০ টাকা দিতে সম্মত হলেন। বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে ঢাকা ছাড়লাম। তরগাঁওয়ের শফিউদ্দিন জয়দেবপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। শ্রীপুর পৌঁছলাম বেলা পৌনে ৩টায়।

স্টেশনে রাজেন্দ্রপুর থেকে আসা আহমদ, হাকিম মিয়া, এস আহমদ মোড়ল প্রমুখকে পেলাম। রাজেন্দ্রপুরে ফরেস্টের নিলাম হয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে আহমদের সঙ্গে সেমাই খেলাম। বিকেল সাড়ে ৫টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সোজা বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম।

আজ দুপুরে গোসল করতে পারিনি এবং খাওয়াও হয়নি।

আমি যখন ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তখন ওয়ারিস আলী আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এলেন। ফরেস্টের নিলামের ব্যাপারে আলাপ করে তিনি চলে গেলেন। আমি তাকে বলেছি ফরেস্ট কেনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব আলী ও হাকিম যেন বিরোধে জড়িয়ে না পড়ে এবং তা তাদেরকে বলে দেওয়ার জন্য। দুলার মা আমাদের বাড়িতে এসেছেন সোমবার (৩০-৬-৫২)।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের শুরুতে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। আবার দিনের শেষ ভাগে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি না হলেও আকাশ পরিষ্কার ছিল না। পরিমিত তাপমাত্রা।

৩.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

শ্রীপুর যাওয়ার পথে বাঘিয়ার ইজ্জত আলী আমাদের বাড়িতে নাস্তা করলেন। তিনি ফরেস্টের বার্ষিক নিলামে অংশ নিতে মফিজউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপুর যাচ্ছিলেন।

গত সন্ধ্যায় রমজান আলীর মাথায় নায়েব আলী গুরুতর আঘাত করেছে—এ ঘটনায় কী করা উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আমোদ আলী আমাদের বাড়িতে হোসেন মৃধা ও পরে সবেদ আলী দফাদারকে নিয়ে এল। আমরা শাহাদ আলীর বাড়ি গেলাম ও আঘাতের মাত্রা দেখলাম এবং নায়েবের বাবা ও নায়েব আলীকে ডেকে পাঠালাম। নায়েবের বাবা এলেন ও ক্ষমা চাইলেন।

আমরা নায়েবের বাবাকে বললাম, আকবর আলী বেপারির উপস্থিতিতে রাতের মধ্যে বিষয়টিকে নিষ্পত্তি করে নিতে, অন্যথায় আমোদ আলীর স্বাধীনতা রয়েছে থানায় যাওয়ার। বাড়িতে ফিরলাম বেলা ৩টায়।

শ্রীপুর ফরেস্টের নিলাম থেকে ফেরার পথে শহিদ ও ইয়াকুব আলী শিকদারের বড় ছেলে আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেল এবং সন্ধ্যায় চলে গেল। এরা দুজন এবং এদের আগে হোসেন মৃধা ও সবেদ আলী দফাদার, সোবহান আমাদের নতুন বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আজ বিকেলে তোফাজ্জলের মা বাড়িতে গেলেন। সদ্যোজাত সন্তানসহ জামাই তাকে নিয়ে গেল।

বিছানায় গেলাম ৯টায়।

আবহাওয়া : দিনে বৃষ্টি নেই। রাতে বিরতি দিয়ে দিয়ে হালকা বৃষ্টি হলো। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

৪.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

আমাদের উত্তরের বন ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আকুর বাপের বাড়িতে থামলাম। তাকে নিয়ে আমাদের চরের জমিগুলোতে ঘুরলাম। মৌলবি আশরাফ আলীর সঙ্গে আবদুল খানের আচরণ নিয়ে কথা বললাম। ফিরলাম বেলা ১২টায়। দেওনার সাইদ আলীকে আমাদের বাড়িতে পেলাম। তিনি দুপুরে খাবার খেলেন তারপর চলে গেলেন। উত্তরপাড়া মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। বিকেল ৫টার দিকে কেওয়ার বাপের বাড়িতে এক সালিশে যোগ দিলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর কেওয়ার বাপের মেয়েকে সোবহানের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সোবহানের কাছ থেকে পালিয়ে গেলে সে যেন অন্য কোথাও আশ্রয় না পায় সে ব্যাপারে আমার পরামর্শ গৃহীত হলো। আবদুল খান, শাহেদ আলী দফাদার, নায়েব আলী সরকার, জব্বার,

আকুর বাপ, জবু, জব্বার গাড়িয়াল, আহমদ, বরু, ওয়ারিস আলী এবং আরো অনেকে সালিশে উপস্থিত ছিলেন।

বাড়িতে ফিরলাম রাত ১০টায়।

আমাদের উপস্থিতিতে সোবহান তার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিল। আমি বাড়িতে ফিরেই গেলাম কালবাড়ি। সেখানে হাইলজোরের লোকজনের সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। তারা হাইলজোর থেকে এসেছেন রজব আলীর মেয়ে ফজির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

তারপর বাড়িতে ফিরে বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : সকাল ১০টার দিকে হালকা বৃষ্টি। অবশিষ্ট দিন পরিষ্কার। রাতের প্রথম ভাগে মুষলধারায় বৃষ্টি।

৫.৭.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

আজ স্কুল খুলল। শ্রীপুর পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ৭টায়। স্কুলে বলাই বাবু, মৌলবি সাহেব, সাইদ আলী পন্ডিত ও হামিদ এসেছেন। বেলা ২টায় স্কুল ছুটি হলো।

বেলা ২টার ট্রেনে নির্মল বাবু ও বিএসসি শিক্ষক এলেন। নির্মল বাবুকে আমি চা খাওয়ালাম ও স্কুল ঘুরিয়ে দেখালাম। রাতে থাকার জন্য তিনি বলাই বাবুর সঙ্গে গেলেন। বিএসসি শিক্ষক গেলেন আহমদের সঙ্গে।

সন্ধ্যা ৭টায় ক্লাবের মিটিংয়ে যোগ দিলাম। ওসি সভাপতিত্ব করলেন। কালু মোড়ল, সেকেন্ড এসআই, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ডা. আহসানউদ্দিন, এএসআই এ গনি, সবেদ আলী, আবুল হোসেন, আহমদ ও আরো অনেকে সভায় যোগ দেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হলো। আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সভা মুলতবি করা হলো। এদিকে ক্লাবের সদস্যপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলল। কালু মোড়লের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এএসআই ও কনস্টেবলরা চান সবার জন্য সদস্যপ্রাপ্তি, অন্যদিকে দুজন এসআই জোরালোভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং তাদের মতামতই বলবৎ থাকল।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রাতে খেলাম। ফিরলাম রাত ১১টায়। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগ থেকে শুরু হয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত মাঝে মধ্যে বিরতিসহ হালকা বৃষ্টি। অবশিষ্ট দিন ও রাত বৃষ্টিশূন্য থাকলেও আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার ছিল না। সহনীয় পরিবেশ।

৬.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে প্রাক্তন রেঞ্জার এ করিম আমার কাছে এলেন। তিনি অনুরোধ করলেন তার সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে তাকে সহায়তা করার জন্য। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে তিনি চলে গেলেন।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। নির্মল বাবু স্কুলে এলেন। আমি তাকে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আনসারের ডেপুটি ডিরেক্টর তার অধীনস্থ একজনকে নিয়ে কালু মোড়লের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। ক্লাবের মুলতবি হওয়া সভা পুনরায় শুরু হলো রাত সাড়ে ৮টায়। ওসি সভাপতিত্ব করলেন। রাত সাড়ে ৯টায় সভা শেষ হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আজ শুধু সূর্যাস্তের সময় হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। সহনীয় পরিবেশ।

৭.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সোয়া ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে পাশা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বিরতিসহ বৃষ্টি হলো। বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি। বাতাসের কারণে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

৮.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্কুল অফিসে কাজ করলাম। তারপর ক্লাবে এলাম। মালেক সাহেবের সঙ্গে দাবা খেললাম রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। এরপর বাসায় ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। সারাদিন রাতে কোনো বৃষ্টি নেই। তবে আকাশ আংশিক মেঘলা। বাতাসের কারণে রাতে ঠাণ্ডা।

৯.৭.৫২

ঘুম থেকে উঠেছি ভোর ৫টায়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস নিলাম।

স্কুল অফিসে কাজ করলাম সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে পাশা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : পড়ন্ত বিকেলে হালকা বৃষ্টি হলো। দিনের বেলা গরম। বাতাসের কারণে রাত আরামদায়ক। দিনে ও রাতে আকাশ মেঘলা।

১০.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস নিলাম। স্কুল অফিসে কাজ করলাম সকাল ৭টা থেকে ৮টা এবং বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

সকাল ৯টায় ইসমাইল খানের দোকানে বসে গোসিঙ্গা ও শ্রীপুরের ফরেস্টারের সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন কালু মোড়ল, সামাদ খান, সাত্তার খান প্রমুখ। শ্রীপুর-রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জের বিশৃঙ্খলার কারণকে ঘিরে মুলত কথা হলো। আমার মতে অর্থের প্রতি ডিএফওর লোভ লালসাই বিশৃঙ্খলার কারণ। আলাপ

শেষে উঠলাম সকাল ১০টায়। সন্ধ্যার পর থেকে ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

রাতে প্রসন্ন বাবু এলেন। তিনি আমার ঘরে ঘুমালেন।

আবহাওয়া : বেলা সাড়ে ১২টার দিক থেকে বেলা দেড়টা ও আবার মধ্য রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো। আকাশ সারাক্ষণ মেঘলা। রাত আরামদায়ক। বাতাস বইছে। বৃষ্টি চলছে।

১১.৭.৫২

ভোর ৭টায় উঠেছি।

বাজারে প্রসন্ন বাবুকে চা খাওয়ালাম। সকাল সাড়ে ৭টায় স্কুলে গেলাম। বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কাজ করলাম। তারপর ফিরলাম। সালেহ আহমদ মোড়ল ওখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে দিয়ে একটি পিটিশন লিখিয়ে নিলেন। বেলা সাড়ে ৩টায় আবার স্কুলে গেলাম। এলএফ গার্ড আবুল হোসেন আমার ওখানে এলেন। ফরেস্টার পদে তার পদোন্নতির জন্য আমাকে দিয়ে একটি দরখাস্ত লিখিয়ে নিলেন। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মালেক সাহেবের সঙ্গে পাশা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি। বেলা দেড়টা পর্যন্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। এরপর বৃষ্টি না এলেও পুরোপুরি বৃষ্টিময় পরিবেশ। পরিমিত তাপমাত্রা। বাতাস বইছে।

১২.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলের আসবাবপত্র মেরামত কাজে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজ করলাম। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : মেঘ ও জলীয় বাষ্পের কারণে বিষণ্ন ও গুমোট পরিবেশ। সূর্যাস্তের সময় ও রাতের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়ে সকাল পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি। রাতে ঠাণ্ডা। বাতাস বহমান।

১৩.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। এ ছাড়াও সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্কুলে থেকে মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করলাম।

রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। বিকেলে ও সন্ধ্যায় বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি হয়নি। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ। আজ দিন এবং রাতে বাতাস ছিলনা।

আমার বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও আজ দুপুরে আমাকে খাবার দেওয়া হলো না। সন্ধ্যায় ভৃত্যদের আমি তিরস্কার করলাম আজকের কারণে এবং এখানে আমার অবস্থানের পুরোটা সময় ধরে তাদের এমন আচরণের জন্য।

১৪.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল পৌনে ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্কুলে মিস্ত্রিদের সঙ্গে রইলাম। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। ওসি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে পেলাম না। গত সন্ধ্যায়ও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত বৃষ্টিভেজা মেঘলা আবহাওয়া। দিনের বেলা কয়েকবার বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি হলো না। ঠাণ্ডা পরিবেশ। বাতাস নেই।

১৫.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলের ক্লাসে। এছাড়াও স্কুলে মিস্ত্রিদের সঙ্গে রইলাম সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে স্কুল থেকে ফেরার পর কাদার জন্য আর বাইরে বের হলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : মেঘলা আবহাওয়া। সন্ধ্যার আগে কয়েকবার বৃষ্টি হলো। রাত বৃষ্টিশূন্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কোনো বাতাস নেই।

বি. দ্র. সকাল সাড়ে ১০টায় আবদুল খান এবং বেলা ৩টায় ওয়ারিস আলী ও টুকু একই বিষয় নিয়ে আমার কাছে এল। আর তা হচ্ছে—টুকুর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ চরের পাট কেটে নিয়ে গেছে আবদুল খান। আমি তাদেরকে ফিরে গিয়ে এই বিষয়টি গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে বললাম। তাদের একজন চলে গেল বিকেল ৪টায় এবং বাকিরা গেল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে।

১৬.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্কুল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। স্কুলের অফিসে কাজ করলাম সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ক্লাবে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মালেক সাহেবের সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দিনে বৃষ্টি হয়নি। রাত সাড়ে ১১টার দিক থেকে শুরু হয়ে সকাল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত। পরিমিত তাপমাত্রা। আকাশ কালো থেকে অধিক কালো মেঘে ছাওয়া।

১৭.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুল অফিসে কাজ করলাম সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে নাস্তা করলাম আম, কাঁঠাল ও ডিম দিয়ে।

রাত ৯টা পর্যন্ত মালেক সাহেবের সঙ্গে ক্লাবে পাশা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : পড়ন্ত বিকেলে বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি হলো না। আবহাওয়ার কোনো উন্নতি হয়নি। পরিমিত তাপমাত্রা।

১৮.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্কুলের অফিসে সকাল সাড়ে ৫টা থেকে বেলা সোয়া ১২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করলাম। শরাফতের দোকানে আবুল হোসেন খান ও সালেহ আহমদ মণ্ডল আমার সঙ্গে দেড় ঘন্টা ধরে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কথা বললেন। সালেহ আহমদ মণ্ডল মূলত আলাপ করলেন আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য গোসিঙ্গা ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে।

ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে রাত ৯টা পর্যন্ত দাবা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগ বৃষ্টিস্নাত। তবে দীর্ঘ সময় পর মধ্য দুপুরে সূর্যের দেখা মিলল। রাতে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার, তারা ঝিকমিক করছে। পরিমিত তাপমাত্রা।

১৯.৭.৫২

–ঢাকা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুল অফিসে কাজ করলাম সকাল ৭টা থেকে। বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। যোগীনগর পৌছলাম বিকেল সাড়ে ৪টায়। ভাবীকে খুবই বেদনাহত অবস্থায় পেলাম। আমার উপস্থিতিতেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার মনে হলো এর কারণ হতে পারে এখানে তার চরম একাকিত্ব। আত্মীয়স্বজনদের দিক থেকে তার স্নেহ-মায়ার প্রয়োজন। গাজির ভাই ইমাদুল্লাহ এবং ভাবীর ভাই আবুল খায়েরের শ্যালকের সঙ্গে চা পান করলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সোজা গেলাম কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে। নতুন রাজনৈতিক সংগঠন ও আসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে আমার মানহানি মামলা দায়ের করা নিয়ে আলাপ করলাম। রাত ৮টা পর্যন্ত আলাপ চলল।

যোগীনগরে ফিরে রাত পৌনে ৯টায় সভায় যোগ দিলাম। মাহমুদ আলী সাহেব সভাপতিত্ব করলেন। সভার সমাপ্তি ঘটল রাত ১০টায়।

মাহমুদ আলী সাহেব আমার সঙ্গে তোয়াহা সাহেবের বাড়িতে এলেন; কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে। রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তিনি কথা বললেন। আমি জোর দিলাম এ মুহূর্তে কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলার ওপর।

বিছানায় গেলাম রাত দেড়টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলাটা রৌদ্রোজ্জ্বল। রাত ৮টা থেকে আকাশে মেঘ জমতে লাগল। গভীর রাত ৩টায় বৃষ্টি নেমে এল। দিনের বেলায় গরম ছিল।

২০.৭.৫২

–শ্রীপুর ও বাড়ি–

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে। শ্রীপুরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লাম ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে। তারুলের ওয়াহাব আলী আমার সঙ্গী হলেন

রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত। তিনি আলাপ করলেন তাদের সঙ্গে ফরেস্টারের বিষয়াবলি নিয়ে।

বেলা সাড়ে ১২টায় ওয়ারিস আলীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে সোজা বাড়িতে পৌঁছলাম। বামন দীঘির কাছে টুকুর সঙ্গে দেখা হলো। সে আমার কাছে আসছিল। খেয়া ঘাটে আবদুল খানকে পেলাম। রাতে আমাদের বাড়িতে টুকু ও আবদুল খানের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সালিশে সাহেব আলী বেপারি আসেননি।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সকাল প্রায় ৭টা পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন ও রাত বৃষ্টিশূন্য। তবে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। সহনীয় তাপমাত্রা।

বি. দ্র. ১৯.৭.৫২ তারিখে শ্রীপুরে গোসিঙ্গার ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আলী আকন্দ। এ ছাড়াও মান্না পিইউবি নির্বাচিত হয়েছেন।

২১.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে আবদুল খান, কেওয়ার বাপ ও আক্কাস আলী আমার সঙ্গে একের পর এক দেখা করলেন। শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল ৮টায় ও পৌঁছলাম সকাল ১০টায়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। আমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হলো না। স্কুলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সোয়া ৭টা পর্যন্ত রেলওয়ের পয়েন্টসম্যানদের জন্য একটি দরখাস্ত লিখলাম। ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে দাবা খেললাম রাত ৯টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : পড়ন্ত বিকেল ও রাতে হালকা বৃষ্টি। সহনীয় তাপমাত্রা। দিনের প্রথম অর্ধভাগ রৌদ্রজ্জ্বল।

২২.৭.৫২

-ঢাকা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে আক্কাস আলী ও সাঈদ এইচ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। রাজেন্দ্রপুর থেকে হাসান মোড়ল ট্রেনে উঠলেন। তিনি আমার সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত এলেন। আমি তাকে ৩১.৭.৫২ তারিখের আগে স্কুলে আসার জন্য বললাম। কারণ ওই সময় আমি স্কুলে ছেড়ে যাব।

সকাল পৌনে ১১টায় সরাসরি আদালতে গেলাম। রেঞ্জার আসিরুদ্দিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আক্কাস আলীর মামলা ২৬.৮.৫২ তারিখ পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল।

ইমাদুল্লাহর বিরুদ্ধে একটি মামলার সূত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আলী হোসেনের আদালতে যোগ দিলাম। ইমাদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ; বরিশাল আদালতে কাজ করার পাশাপাশি একই সময়ে ঢাকায় আইনের ক্লাসে যোগ দেওয়া। সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হলো। দ্বিতীয় শুনানি অনুষ্ঠিত হলো বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় শুনানিতে জেরা করলেন কামরুদ্দীন আহমদ। সাক্ষিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বাকের, বি এ সিদ্দিকী, ইউ সি সরকার ও বি কে দে। এরা সবাই আইনের অধ্যাপক।

বেলা ৩টায় সাঈদ আলীর জন্য বলধা ম্যানেজারের অফিসে গেলাম। বিকেল ৪টা পর্যন্ত তার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারীর কাছে তুলে ধরলাম। আবার গেলাম সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে; ৬৪/৩ তাহেরবাগ লেনে কেরানির বাড়িতে। সেখানে বিষয়টির সঠিক সুরাহা হলো। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় সাঈদ আলীকে স্টেশনে পাঠালাম। আক্কাস আলীও চলে গেল।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে 'ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' প্রসঙ্গে আমাদের উচিত ওয়েট অ্যান্ড সি বা অপেক্ষা করার নীতি অনুসরণ করা। তিনি আগামীকাল সকালে এ মনোভাব নিয়েই মোহাম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন। রাত ৮টার দিকে ওখান থেকে বের হলাম।

ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করে যোগীনগর ফিরলাম রাত ৯টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আজ গোসল করা হলো না। দুপুরে খাওয়াও হয়নি।

আবহাওয়া : দিনের তৃতীয় ভাগে এক পশলা বৃষ্টি হলো। আকাশ পরিষ্কার নয়। দিনের বেলা গরম। তবে রাতে সহনীয় তাপমাত্রা।

২৩.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১১টায় ইমাদুল্লাহর মামলায় যোগ দিলাম। কামরুদ্দীন আহমদ দুই জন সাক্ষিকে জেরা করলেন। তারা হলেন ইকবাল হলের রেস্তোরাঁ দেখভালকারী। বেলা ২টায় যোগীনগর ফিরলাম।

কেমব্রিজ ফার্মেসিতে গেলাম বিকেল ৫টায়। ডা. করিমকে নিয়ে আমার জন্য শার্টের কাপড় ইত্যাদি কিনলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মৌলবি বাজারে *নওবেলাল* অফিসে গেলাম। ৩ মাসের পত্রিকার জন্য ফয়জুদ্দিনের নামে ২ টাকা জমা করলাম। মোহাম্মদ আলী সাহেবকে পেলাম না।

হায়দার সাহেবের সঙ্গে তার দোকানে দেখা করলাম। যোগীনগর ফিরলাম রাত সাড়ে ৮টায়। তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে ভাবীর সাক্ষাৎকার ছিল বিকেল ৪টায়। ভাবীকে তার বাবা নিয়ে যান। ডা. করিমের পরামর্শে তারই কাছে গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সেক্রেটারি বরাবর চাকরির জন্য আমি একটি দরখাস্ত রেখে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

রাত ৯টায় বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : বিকেল ও রাতে বিরতি দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

২৪.৭.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৪টায় উঠেছি।

শ্রীপুর ফিরলাম ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে। রাজেন্দ্রপুর থেকে আমার সঙ্গে এলেন হাসান মোড়ল। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। সকাল ১০টায় আমি হাসান মোড়লকে স্কুলে নিয়ে গেলাম। তাকে স্কুলের সমস্যার ব্যাপারে

জানালাম এবং জরুরি ভিত্তিতে এগুলোর সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। বেলা দেড়টায় তিনি চলে গেলেন।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মালেক সাহেবের আমন্ত্রণে তার সঙ্গে দুপুরে খেলাম। মুরগির মাংসের ঝোল ও পোলাও রান্না করা হয়েছিল।

বেলা আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মালেক সাহেবের সঙ্গে ক্লাবে দাবা খেললাম। তারপর আমার বাসস্থানে ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : পরিবেশ বৃষ্টিস্নাত। দিনের প্রথম ভাগ ও রাতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সহনীয় তাপমাত্রা।

বি. দ্র. ২১.৭.৫২ তারিখে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। প্রায় ২৭০০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার ৫১ শতাংশ।

২৫.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্কুলের অফিসে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ১১টা এবং আবার বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করলাম।

ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম রাত ৯টা পর্যন্ত। ঢাকার বশিরুল্লাহ, ওসি প্রমুখ তখন উপস্থিত ছিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত নিস্প্রভ। বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ। দিনের বেলা বিরতি দিয়ে দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাত ১০টার দিক থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

২৬.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। আজ সকালে মকসুদ বিশ্বাস আমার কাছ থেকে তার ডিএ নিলেন। আবার রাত পৌনে ৮টায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে রাত ৯টা পর্যন্ত তার মামলা নিয়ে আলাপ করলেন। আমি আমার

অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। ওই সময় বোর্ডিং হাউসে কাশিম, জাহান্দার, ওয়াজুদ্দিন ও চাঁদ মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বাহকের মাধ্যমে আকতার মাস্টার সাহেব ও মফিজউদ্দীন সাহেবের কাছে দুটি চিঠি পাঠালাম। স্কুলের হিসাব-নিকাশে আমাকে সহায়তা করার জন্য আকতার মাস্টারকে সোমবারের মধ্যে শ্রীপুর আসতে লিখলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের শেষ ভাগের আগে বিরতিসহ হালকা বৃষ্টি হলো। রাত বৃষ্টিশূন্য। আকাশ মেঘলা। সহনীয় তাপমাত্রা।

২৭.৭.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত স্কুলে। ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো বিকেল ৩টায়। কালু মোড়ল সভাপতিত্ব করলেন। সভা শেষ হলো সন্ধ্যা ৭টায়।

রাত ৮টার দিকে ইসমাইল খানের দোকানে হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আজ রাতে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। রাত ৯টায় আমার বাসস্থলে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : বেলা ২টার দিকে ও রাত ৯টার পর অল্প সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টি হলো। সারাদিন ও রাতে আকাশ মেঘলা। পরিমিত তাপমাত্রা।

২৮.৭.৫২

উঠেছি ভোর ৫টায়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে পৌনে ৩ট পর্যন্ত স্কুলে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার রুমে ছিলাম। সেখানে গোসিঙ্গার ফরেস্টারও উপস্থিত ছিলেন। বিবিধ বিষয়ে মজার মজার গল্প করলাম।

সকালে হাসান মোড়ল স্কুলে এলেন এবং পিএমএইচও ঢাকা বরাবর লিখিত একটি দরখাস্তে স্বাক্ষর করলেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার জন্য শিক্ষক হামিদুল হক সকাল ৭টার ট্রেনে এলেন। তিনি সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে চলে গেলেন।

বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : হালকা বৃষ্টি ছাড়া দিনের বেলায় কোন বৃষ্টি হলো না। বাতাস জলীয় বাষ্প। আকাশ মেঘলা। পরিমিত তাপমাত্রা।

২৯.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত স্কুলে। বেলা ২টার ট্রেন থেকে নেমে কাজী নুরুজ্জামান আমার সঙ্গে দেখা করলেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের অফিসে নুরুজ্জামানের সঙ্গে তার মামলা নিয়ে কথা বললাম। সন্ধ্যা ৬টায় আমজাদ হোসেন খবর দিলেন আকতার মাস্টার সাহেব আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন। এই খবর পেয়ে আমি স্কুলের হিসাবপত্রগুলো নিয়ে রশিদকে সঙ্গে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। রাত সাড়ে ৯টায় বাড়িতে পৌছলাম। আকতার সাহেবের সঙ্গে উত্তর খামের এইচ ই স্কুলের মীর এসেছেন।

বিকেল ৪টার দিকে নামা বড়হরের চাঁদের বাপ আমার সঙ্গে শ্রীপুরে দেখা করেছিলেন হাফিজ বেপারি বিরুদ্ধে তার মামলা নিয়ে। সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এম বিশ্বাস তার মামলার ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : আকাশ মেঘলা। দিনের বেলায় কোনো বৃষ্টি হলো না। সহনীয় তাপমাত্রা।

৩০.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

দুপুরের খাবারের সময়টুকু ছাড়া সারাদিন কাজ করলাম। উত্তর খামের এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নাস্তা করে চলে গেলেন।

নাস্তার পর আমি রশিদকে শ্রীপুর পাঠালাম। আমার ফেলে আসা কাগজপত্র নিয়ে সে ফিরে এল বেলা ২টায়। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহের ধলা থেকে তালিবউদ্দিন মিয়া এলেন।।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টির দেখা নেই। আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার এবং সূর্যকিরণ কোনো বিঘ্ন ছাড়াই আলো ছড়াল। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

৩১.৭.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারাক্ষণ কাজ করলাম। দুপুরের আগে রমিজার নানা ও দিগধার ভাইসাহেব এলেন। তারা দুপুরে খেয়ে বিকেল ৩টার দিকে চলে গেলেন। একই সময়ে আকতার মাস্টার সাহেবও চলে গেলেন। আমি দিগধার ভাইসাহেবের কাছে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করলাম, রমিজার মাকে নিয়ে আমি কী সমস্যার মধ্যে আছি। বিকেলে আফসু দফতু এল।

আজ রাতে আমি রমিজার মাকে তার নিজের ছেলেমেয়েদের মনে দাদির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির মন্দ স্বভাবের জন্য রাগ করলাম। তালেব মিয়া শুনলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : শেষ বিকেলের আগ পর্যন্ত সারাদিন উজ্জ্বল রোদ। সূর্যাস্তের সময় হালকা এক পশলা বৃষ্টি। চাঁদ ও তারায় ভরা রাতে পরিষ্কার আকাশ। আরামদায়ক পরিবেশ।

বি. দ্র. :

১. প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মা ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। তার ওষুধ না খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা তিনি বহাল রেখেছেন।
২। মফিজউদ্দীন ও বুলবুল ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে। এখন উপশমের পথে।
৩। শফির মাও ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন এবং এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

এ মাসে পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, মিসরে জেনারেল নকিবের নির্দেশে বাদশাহ ফারুকের নিজের সাত মাস বয়সী ছেলের কাছে সিংহাসন ত্যাগ। ২৬.৭.৫২ তারিখে জেনারেল নকিব রাজ প্রাসাদ দখল ও মিসরের প্রশাসন নিজের হাতে তুলে নেন। সেদিনই সন্ধ্যায় বাদশাহ দেশত্যাগ করেন। জেনারেল নকিব নিজে দেশের রাজনীতিতে কোনো ভূমিকা না রেখে আলী মেহের পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১ আগস্ট, শুক্রবার

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল বেলা সাইদ আলী এল এবং আমাকে তার চাকরির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিল।

নবু মোড়ল আমার সঙ্গে পাটের লাইসেন্সের ব্যাপারে দেখা করলেন।

পুকুরের পাশের জমিতে মই দেওয়ার পর মাছ ধরলাম। সকাল ১১টার দিকে আবদুল খানের বাড়ির চারপাশের জমিগুলো ঘুরে দেখে ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে পিইউবি নায়েব আলী সরকার প্রমুখের উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে আয়োজিত সালিশের ব্যাপারে কথা বললেন। ঘন্টাখানেক পর আমি বাড়িতে ফিরলাম।

আমি রওনা দেওয়ার মুহূর্তে তালিবউদ্দিন মিয়ার সঙ্গে কথা হলো। সে আমাকে তার বাবার মানসিক অবস্থা ও মনোভাবের ব্যাপারে জানাল।

বিকেল ৪টার দিকে আমি শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। তালগুলো ও কাগজপত্র দিয়ে রশিদকে আগেই পাঠানো হয়েছে। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর গোসিঙ্গার ফরেস্টার ও এলাহি গার্ডকে পেলাম। তারা শ্রীপুর থেকে আসছিলেন। ফরেস্টার আসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে আমার মামলা দায়েরের কথাটি তারা তুললেন। আমি স্বীকার করলাম। সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীপুর পৌঁছলাম।

ঢাকা যাওয়ার জন্য হাবিব প্রস্তুত ছিলেন। আমি তাকে কাশেম সাহেবকে নিয়ে আসতে বললাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে এস আহমদ মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ করে রাত ৮টা ২০ মিনিটে বাজার থেকে আমার বাসস্থানে ফিরলাম।

সামাদ খান বাজারে আমাকে হালিম খানের লেখা একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন তার বিরুদ্ধে লঞ্চ ম্যানেজারের দায়ের করা মামলাটি দেখার জন্য। আমি তাকে কথা দিলাম এ ব্যাপারে ওসির সঙ্গে দেখা করার।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলা কোনো বৃষ্টি হয়নি। রাতের শুরুতে আকাশে আধো আধো মেঘ। পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং রাতের শেষ ভাগে খুবই হালকা বৃষ্টি। বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকলেও ততটা গরম নয়।

২.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

স্কুল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। আবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে ছিলাম।

রাত ১০টা পর্যন্ত ক্লাবে রইলাম। ক্লাবে জয়দেবপুরের এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদেরকে অনুকরণের অভিনয় করে দেখালেন। প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো।

সকালে ফরেস্টার আজিমুদ্দিন আমাদের বাড়িতে হোসেন খানের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। সকালে ঢাকায় যাওয়ার ট্রেন আসার আগ পর্যন্ত রেঞ্জার আসিমউদ্দিন আমার সঙ্গে কথা বললেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : বিকেল ও সন্ধ্যায় সামান্য বৃষ্টি হলো। সহনীয় তাপমাত্রা। রাতের আকাশ মেঘলা।

৩.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্কুলের অফিসে সকাল ৬টা থেকে সকাল সাড়ে ৮টা এবং বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত কাজ করলাম।

সকাল পৌনে ৯টায় থানায় গেলাম। এম বিশ্বাস আমার সঙ্গে গেলেন। ওসি, সেকেন্ড এসআই, এস আহমদ মন্ডল, মালেক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। পরে এলেন কালু মন্ডল। বালিকা বিদ্যালয়ের স্থান বাছাইয়ের জন্য আমি ও রেঞ্জার থানার আশপাশের জমি ঘুরে দেখলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বাংলোয় বসলাম এবং সেখানে চা খেলাম। সকাল ১১টার দিকে সেখান থেকে উঠলাম।

ইসমাইল খানের দোকানের সামনে হাসান মন্ডলের সঙ্গে দেখা হলো। আমি তখন এস আহমদ মন্ডলের সঙ্গে সেখানে বসে ছিলাম। হাসান মন্ডল সেই সময় রাজেন্দ্রপুর যাচ্ছিলেন। বেলা ১টা পর্যন্ত আলাপ করে আমার ঘরে ফিরলাম।

রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টি হয়নি। দিনের বেলা আকাশ আংশিক পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় আরামদায়ক রাত। আকাশে টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নমনীয় তাপমাত্রা।

৪.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল ৬টা থেকে এবং আবার বিকেল পৌনে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

রাত ৯টা থেকে আমার ঘরের সামনে বসে হেলাল, নূর মোহাম্মদ ও মহা মুর্শিদি গান গাইলেন। সুবেদ আলী, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঘুম এসে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ পরিষ্কার। রাতে বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেও কোনো বৃষ্টি হলো না। সহনীয় তাপমাত্রা।

৫.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। স্কুলের অফিসে কাজ করলাম সকাল ৬টা থেকে এবং আবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে রাত ৯টা পর্যন্ত দাবা খেললাম এবং তারপর ফিরলাম। হাটের সময় আমার কাছে গিয়াসউদ্দিন এসেছিলেন ফজির বিয়ের সূত্রে আমাকে তাদের বাড়ি নেওয়ার জন্য। আমি যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি।

বিছানায় ঘুমাতে গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিশূন্য। বাতাস জলীয়বাষ্পপূর্ণ। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ।

৬.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। স্কুলের অফিসে সকাল ৬টা থেকে এবং আবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করলাম।

ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে দাবা খেললাম রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৬টায় স্কুল অফিসে সাত্তার খান আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, হালিম খান আগামীকাল শ্রীপুর আসবেন।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মজিদ মোড়ল ও কো-অপারেটিভ সোসাইটির শফিউদ্দীন স্কুলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। শফিউদ্দীন মামলা নিয়ে আলাপ করলেন। শরাফতের দোকানে সকাল ১০টার দিকে আমি তাদের চা খাওয়ালাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বেলা ১১টার দিকে ১৬-২০ মিনিট ধরে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। এরপর আর কোনো বৃষ্টি এল না। দিনের বেলা আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। রাতে আকাশ পরিষ্কার। গরম অনুভূত হলো।

৭.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সন্ধ্যা ৬টা থেকে এবং আবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করলাম।

ক্লাবে মালেক সাহেবের সঙ্গে দাবা খেললাম রাত ৯টা পর্যন্ত। রাত সাড়ে ৮টায় সাহেব আলী বেপারি ঢাকা যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে ক্লাবে দেখা করলেন। বেলা ২টায় ঢাকা যাওয়ার পথে আসুও আমার সঙ্গে দেখা করেছে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রচণ্ড শুকনো আবহাওয়া। প্রায় মধ্য রাত পর্যন্ত উত্তাপ। এরপর সকাল পর্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হলো।

৮.৮.৫২

-নিশুয়ারি-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্কুলে কাজ করলাম। বেলা ২টার ট্রেনে সাত্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে নিশুয়ারির উদ্দেশে রওনা হলাম। কাওরাইদ থেকে নৌকায় নিশুয়ারি পৌছলাম বিকেল ৫টায়। কাওরাইদ থেকে নিশুয়ারি যাওয়ার পথে নৌকায় আমাদের সঙ্গে পাতলাশির এক এএসআই ছিলেন। রইস ভাইসাহেবের বাড়ি পৌছানোর পর নাস্তা ও ভাত খেলাম। কুদরত লঞ্চের ম্যানেজার (বিরেন)-এর সঙ্গে হালিম খানের বিরোধের একটি সুরাহা হলো। গফরগাঁওয়ের ওসি, খাজি বেপারি, গোলন্দাজ, ফজলুর রহমান, রাম ভাওয়ালি, নগেন্দ্র রায় বিএ এবং আরো অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। গফরগাঁওয়ের ওসি ও আরো কিছু লোক সন্ধ্যায় চলে গেলেন। অবশিষ্টরা খাবার খেলেন এবং গেলেন রাত ১১টার দিকে।

হালিম খান ও বীরেন তাদের দায়ের করা অভিযোগ উঠিয়ে নিতে নিজ নিজ থানা বরাবর প্রত্যাহার পত্র লিখলেন। আমি আজিজ মিয়ার বাড়িতে সন্ধ্যায় রাবেয়াকে এবং রাত সাড়ে ১১টার দিকে মুকসুরের মা ও আমুর মাকে দেখলাম। ঢাকা ডিএবির সাবেক এসআই ইউনুস এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছিল। কাওরাইদে তারা আমাকে চা খাওয়ালেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১২টায়।

আবহাওয়া : বেলা আড়াইটার দিকে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন ও রাত পরিষ্কার। গরম পরিবেশ।

৯.৮.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

ভোর ৫টায় সাত্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে রওনা হলাম। ডাউন ট্রেন আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কাওরাইদ পৌছলাম এবং শ্রীপুরে ফিরলাম।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে শরাফতের দোকানে রুস্তম আলী আকন্দের সঙ্গে চা খেলাম। বদরুদ্দিন আহমেদের বাবা, ওসি সাহেব ওখানে আমাদের সঙ্গে বসে ঘন্টাখানেক আলাপ করলেন। এরপর সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ওখানেই বসে ওসির সঙ্গে কথা বললাম। স্বাধীনতা দিবসের জন্য চাঁদা তোলার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করলেন।

রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বেলা ৩টার দিকে ১০/১৫ মিনিট ধরে এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাতের আকাশ পরিষ্কার। গরম কম।

১০.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা পৌনে ১টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। স্কুলের অফিসে সকাল ৭টা থেকে। সকাল সোয়া ১০টায় শ্রীপুর সার্কেলের এসআই অব স্কুলস হজরত আলী মিয়া আমাদের অফিসে এলেন। তিনি আলোচনা করলেন মূলত সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। তিনি প্রাইমারি স্কিমের সমালোচনাও করলেন।

বেলা পৌনে ১টা থেকে প্রায় পৌনে ২টা পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শন করে বেলা ২টা ট্রেনে তিনি চলে গেলেন। রেল স্টেশনে আমি তাকে বিদায় জানালাম। ট্রেনে

ইমরান আলী তালুকদারকে দেখা গেল।

কাপাসিয়ার ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় আমি ইজ্জত আলী সরকারের বাড়িতে পৌছলাম। ওখানে রাতে রইলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি ওই এলাকায় গিয়েছি।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাতের শেষ ভাগে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি। বাতাসে জলীয়বাষ্প। সহনীয়, উষ্ণ তাপমাত্রা।

১১.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। ইয়াসিন রাজেন্দ্রপুর হয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলো এবং আমি শ্রীপুরের উদ্দেশে বের হয়ে পৌছলাম সকাল ৮টায়।

বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মালেক সাহেবের সঙ্গে তার কোয়ার্টারে থাকলাম। তার সঙ্গে নাশতা করলাম। ক্লাবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দাবা খেললাম ও তারপর বাসস্থানে ফিরলাম।

ক্লাবে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইজ্জত আলী সরকার আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টিশূন্য। সহনীয় তাপমাত্রা। রাতে নমনীয় উষ্ণতা।

১২.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। সকাল সোয়া ৬টা থেকে স্কুলের অফিসে। হাসান মোড়লের স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য গ্রান্ট ইন এইডের দরখাস্ত ও অন্যান্য কাগজ রাজেন্দ্রপুর পাঠালাম। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে গেলাম। সেখানে এসআই জেড হক ও কোরেশি উপস্থিত

ছিলেন। আমরা সবাই তার বাড়িতে পিঠা খেলাম। বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। তারপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ প্রায় পুরোপুরি পরিষ্কার। সহনীয় তাপমাত্রা। রাতে বৃষ্টি নামার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হলেও বৃষ্টি হলো না।

১৩.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বিকেলে তোরণ প্রভৃতি নির্মাণ দেখলাম এবং বাজার, ক্লব প্রভৃতি স্থানে ঘুরলাম। সন্ধ্যায় ডাকঘরের সামনে বসে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাবা খেললাম। রাত ৮টার দিকে বাসায় ফিরলাম।

আমাদের বাসস্থানের সামনে একটি তোরণ নির্মাণে রফিকে সহায়তা করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। রাতে বাতাসে জলীয়বাষ্প অনুভূত থাকায় পরিবেশ উষ্ণ।

১৪.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় থানার সামনে পতাকা উত্তোলনে যোগ দিলাম। ক্বারি মমতাজউদ্দিন পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করলেন এবং আলহাজ্ব সালেহ আহমদ মন্ডল পতাকা উত্তোলন করলেন।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আনসার ও কনস্টেবলদের প্যারেড শুরু হলো। ওসি এবং সেকেন্ড অফিসার ঘোড়ায় চড়ে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিলেন। বাজার ইত্যাদি স্থানে মার্চ পাস্ট করে তারা গেলেন শ্রীপুর কাছারি পর্যন্ত। সকাল ১০টার দিকে শোভাযাত্রা শেষ হলো। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, এ রশিদ তালুকদার, রুকুনুদ্দিন সাহেব ও আমি থানার মাঠটি প্রস্তুত করলাম।

বেলা ১২টা ১০ মিনিটে খেলা শুরু হয়। বিকেল ৪টায় এর সমাপ্তি ঘটল। প্রথম খেলাটি হলো ৮৮০ গজ দৌড় ও সবশেষে সাঁতার। আর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হলো হাইজাম্প, প্রতিবন্ধক দৌড়, মোরগ লড়াই, সূঁচ দৌড়, জিলাপি দৌড় ইত্যাদি খেলা।

সকাল ১০টা থেকে ১১টায় দরিদ্রদের মধ্যে আড়াই মণ চাল বিতরণ করা হলো। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এইচ ই এবং অফিসার দলের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। ১-০ গোলে জিতে গেল এইচ ই।

মাগরিবের নামাজের পর থানা চত্বরে জনসমাবেশ শুরু হলো। সভায় আমি সভাপতিত্ব করলাম। সভার শুরুতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হলো এবং বক্তৃতা করলেন ওসি, আহমদ, ডা. আহসানউদ্দিন ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। সভাপতির ভাষণ শেষে আমি রাত ৯টার দিকে সভার সমাপ্তি টানলাম। সভা শেষে ছেলেদের বিস্কুট দেওয়া হলো।

রাত সাড়ে ৯টায় কোরেশি সাহেব ওসি, সেকেন্ড এসআই, মালেক সাহেব, রেঞ্জার, ভেটেরিনরি ডাক্তার ও আমাকে তার রাতযাপন স্থানে চা খাওয়ালেন। তারপর আমরা আমাদের নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

আফসু দফতু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। তারা আমার সঙ্গে রাতে থাকল। সোবহান তাদের সঙ্গে এসেছে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনে মেঘের আড়ালে সূর্য বারবার ঢাকা পড়েছে। উষ্ণ পরিবেশ। রাতে আকাশ পরিষ্কার ও রাতের শেষ ভাগে পরিমিত তাপমাত্রা।

১৫.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টায় বের হলাম। হাকিম মিয়া, আহমদ, কোরেশি, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি আজ রাতে ভোজ আয়োজনের প্রস্তাব করলাম। সকাল ৯টার দিকে আমরা সবাই থানায় গেলাম। ওসি এবং সেকেন্ড অফিসার এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমরা জুমার নামাজের আগেই রেঞ্জার, ভেটেরিনরি ডাক্তার প্রমুখকে দাওয়াত করে বাড়ি ফিরলাম।

বিকেলে একটি খাসি জবাই করা হলো। ফরেস্ট অফিসে মবা, করিম প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সুবেদ আলী রান্না করল। সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা সবাই সেখানে সমবেত হলাম। রাত ১১টার দিকে খাবার পরিবেশনের আগ পর্যন্ত ইনডোর গেমসে অংশ নিলাম।

মধ্য রাত ১২টার দিকে ফিরলাম। ফিরেই বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের তৃতীয় ভাগে ও রাত ৯টার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলো। আকাশ মেঘলা, বিশেষ করে রাতে। দীর্ঘ খরার পর আবার বৃষ্টি নামবে বলে মনে হচ্ছে।

১৬.৮.৫২

-ঢাকা-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গী হলেন মালেক সাহেব, হাকিম মিয়া, ফরেস্টার আবদুল লতিফ প্রমুখ। রাজেন্দ্রপুরে আমরা ইন্টার ক্লাস কম্পার্টমেন্টে স্থান দাবি করলে গার্ড আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেন। স্টেশনের অভিযোগ বইতে আমরা তার দুর্ব্যবহারের কথা লিখলাম। আমরা ডিটিএস-এর অফিসেও গেলাম, কিন্তু তিনি ছিলেন না। সেখানে আমরা ঢাকার তদারকি স্টেশন মাস্টারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম।

আহমদকে সঙ্গে নিয়ে বেলা ১২টায় এস এম হলে গেলাম। স্কুলের নথিপত্রে এফ করিমের স্বাক্ষর নিলাম। মজিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। দেখা হলো কাশেম সাহেবের সঙ্গেও।

বেলা সোয়া ১টায় যোগীনগর গেলাম। গোসল করলাম এবং দুপুরের খাবার খেলাম।

বিকেল ৫টায় বের হলাম। সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ডা. করিমকে তাঁর ফার্মেসিতে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম। তাঁর সঙ্গে রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত ওপরের তলায় বসে কথা বললাম। রাত সাড়ে ৯টার দিকে যোগীনগরে ফিরে এলাম।

রাত সাড়ে ১০টায় ছাদে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : বাতাসে জলীয়বাষ্প, দিনের বেলা আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াল। সকালে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ল। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

বি. দ্র. স্যার আবদুর রহিম (৮৫) করাচিতে ১৫.৮.৫২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন (১৬.৮.৫২ তারিখের *স্টেটসম্যান* পত্রিকা)।

১৭.৮.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

নাশতা খাওয়ার পর সকাল সাড়ে ৮টায় বের হলাম। সকাল ৯টায় সোয়ারিঘাটে আতাউর রহমান খানের ওখানে গেলাম। তারপর আমার নথিপত্র নিয়ে জিন্দাবাহার এলাম। কামরুদ্দীন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ১০টার দিকে গেলাম কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কাছে। চৌধুরী সাহেব ইতোমধ্যে ফিরোজ মিয়ার মামলার খসড়া তৈরি করতে শুরু করছেন.। আমরা বেলা ২টা পর্যন্ত সেখানে আলাপ করলাম। এরপর জিন্দাবাহারে কামরুদ্দীন আহমদ সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আমি যোগীনগর ফিরলাম বেলা পৌনে ৩টার দিকে।

সন্ধ্যায় ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করলাম। রাত প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার মামলাটি চালু করার ব্যাপারে কথা বললাম। তারপর ফিরে এলাম।

বিছানায় ঘুমাতে গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাতে বৃষ্টি হবে বলে মনে হলো। কিন্তু সকাল সাড়ে ৯টায় হালকা বৃষ্টি ও রাত সাড়ে ১০টার দিকে কয়েক মিনিটের জন্য হালকার চেয়ে একটু বেশি বৃষ্টি হলো। রাতে নমনীয় তাপমাত্রা।

১৮.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় বের হলাম। পথে আজিজ আহমদের সঙ্গে দশ মিনিটের জন্য তার বাড়িতে দেখা করলাম। কফিলউদ্দীন চৌধুরীর ওখানে গেলাম সকাল সাড়ে ৯টায়। কামরুদ্দীন আহমদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত ফিরোজ

ও আমি আমাদের নিজ নিজ মামলার বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। বেলা ১২টায় যোগীনগরে ফিরে এলাম।

একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভাবী তার মেয়ে চিনুকে সঙ্গে নিয়ে তেজগাঁওয়ে গেলেন। এরপর বেলা সাড়ে ৩টায় কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করলাম। রাত ১০টা পর্যন্ত আমাদের মামলার আরজির খসড়া প্রস্তুত করলাম। ওখান থেকে বের হয়ে সোজা বাসায় ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : ঠিক সন্ধ্যায় ও রাত সাড়ে ১১টার দিকে হালকা বৃষ্টি হলো। বাতাসে জলীয়বাষ্প। উষ্ণ পরিবেশ।

১৯.৮.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল পৌনে ৯টায় কামরুদ্দীন আহমদের ওখানে গেলাম। আদালতের একটি মামলা নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকায় আমার কাগজপত্র নিয়ে বসা গেল না।

সকাল ১০টার দিকে ফিরলাম।

বিকেল সাড়ে ৫টায় বের হলাম। সোজা কামরুদ্দীন আহমদের কাছে গেলাম। আমার মামলার আরজির খসড়া শেষ করলাম রাত ১০টায়। ডা. করিম ওখানে এলেন। তাঁর সঙ্গে রিকশায় রাত সাড়ে ১০টায় ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : বাতাসে জলীয়বাষ্প অনুভূত হলো। উষ্ণ পরিবেশ। রাত সহনীয় তাপমাত্রা।

বি. দ্র. আমি কামরুদ্দীন আহমেদের বাড়িতে পৌঁছামাত্র ওয়ারিস আলী আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আসিমউদ্দিনের ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত সে ব্যাপারে তিনি তথ্য নিতে এসেছেন।

২০.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সারাদিন ঘরে থেকে আমার মামলার আরজির খসড়াটি ঠিকঠাক করলাম।

সন্ধ্যা ৬টায় জিন্দাবাহারে উদ্দেশে বের হলাম। রাত সোয়া ৮টার দিকে কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে গেলাম কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের ওখানে। রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত আমার মামলার আরজি নিয়ে আলাপ করলাম।

তারপর সোজা ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। মধ্য রাত থেকে আকাশ মেঘলা হয়ে এল। রাতে কিছুক্ষণের জন্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলো। সহনীয় পরিবেশ। বাতাসে জলীয়বাষ্প।

২১.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১০টার দিকে গাজিউল হক এলেন। পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ আজ কুমিল্লার উদ্দেশে রওনা হবে; ২২.৮.৫২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দিতে।

বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত আমার মামলার আরজি টাইপ করলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বের হলাম। কেমব্রিজ ফার্মেসিতে ডা. করিমের সঙ্গে দেখা করলাম। ৪,১০০ টাকার দাবির ব্যাপারে তাঁর মতামত নিলাম।

সন্ধ্যা ৭টায় কামরুদ্দীন আহমদের কাছে গেলাম। এসআই নূরুল হক ওখানে এলেন; তার সিঙ্গাইর দীঘি ডাকাতি মামলার ব্যাপারে আলাপ করতে। সেটি এখন দায়রা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। রাত সাড়ে ৮টায় কামরুদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে কফিলউদ্দীন চৌধুরীর বাড়ির উদ্দেশে বের হলাম। আমার আরজি চূড়ান্ত করলাম। কাদির সরদার সেখানে এলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে চৌধুরী সাহেব আইজিপির কাছে গেলেন। আমরা বের হলাম রাত ১০টায়। জিন্দাবাহারে কামরুদ্দীন আহমদকে পৌঁছে দিয়ে আমি হেঁটে রাত সাড়ে ১০টায় ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগে বিরতিসহ হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলো। রাতেও দুবার হালকা বৃষ্টি হলো। সহনীয় গরম পরিবেশ।

২২.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় কারকুন বাড়ি লেনে হাসানের সঙ্গে দেখা করলাম। আধ ঘন্টার মতো কথা হলো। সকাল সাড়ে ১০টার দিক থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আদালতে ছিলাম। প্রথম সাব জজ আদালতে সিঙ্গাইর দীঘি মামলায় ডা. আহসানউদ্দিন, ডা. ননি প্রমুখকে পেলাম। এসআই সেলিমের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন তিনি নিজে ও তার স্ত্রী অসুস্থ থাকায় এম বিশ্বাসের মামলার ব্যাপারে তিনি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি। মোক্তার বার লাইব্রেরিতে সাদির আমাকে চা খাওয়াল।

বেলা ১টায় ফিরলাম। বিকেল ৪টায় কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় তাঁর ওখান থেকে বের হলাম। মুকুল সিনেমা হলের সামনে ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিনকে পেলাম। তার সঙ্গে রমনা হাউস পর্যন্ত গেলাম। সিএসপি কফিলউদ্দিন মাহমুদ ওখানে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : দিনে আকাশ প্রায় পুরোপুরি পরিষ্কার। রাতে বিছানায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত রাতের আকাশ পরিষ্কার। রাতের শেষ ভাগে মাঝারি ধরনের ভালো এক পশলা বৃষ্টি হলো। বাতাসে জলীয় বাষ্প।

২৩.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টায় বের হলাম। মামলার আরজির খসড়াটি বার লাইব্রেরিতে হেম বাবুকে দিলাম। তারপর হেঁটে ৩ তোপখানা রোডে গেলাম সকাল সাড়ে ৮টায়। ডা. করিম আমাকে ৩৩৫ টাকা দিলেন। নাশতা সেরে সেখান থেকে সকাল ৯টায় বের হলাম। এরপর যোগীনগর ফিরে এলাম।

সকাল পৌনে ১১টায় আদালতে গেলাম। কোর্ট ফির স্ট্যাম্প পেলাম না।

প্রথম সাব-জজ আদালতে সিঙ্গাইর দীঘি দায়রা মামলায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে মোমেনকে সহায়তা করলাম বেলা দেড়টা পর্যন্ত। বিকেল সাড়ে ৫টার দিক থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে ছিলাম। সেখানে ফজলুল হক মুসলিম হলের মোমেন, সফর আলী, ওহাব প্রমুখকে পেলাম। নবাবপুর রোডে দেখা হলো শেখ মুজিব, মানিক প্রমুখের সঙ্গে।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : দিনের দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ও রাতে মাঝারি মাত্রার বৃষ্টি হলো। বাতাসে জলীয় বাষ্প। উষ্ণ পরিবেশ।

২৪.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় কামরুদ্দীন আহমদ সাহেবের ওখানে গেলাম। বেলা ১২টা পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম এবং তারপর বের হয়ে যোগীনগর ফিরে এলাম।

পুরো বিকেল যুবলীগ অফিসে রইলাম। বাইরে বের হলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলায় আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। বিকেলে একেবার হালকা এক পশলা বৃষ্টি এবং রাতের শেষ অর্ধভাগে মাঝারি বৃষ্টি হলো। সহনীয় উষ্ণ পরিবেশ।

২৫.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৭টায় কামরুদ্দীন আহমদের ওখানে গেলাম। মফিজউদ্দীনের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলার আরজির খসড়া প্রস্তুত করলাম। সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে এলাম। তবে কোর্ট ফি না দিতে পারায় আমার মামলা রুজু করতে পারলাম না। ট্রেজারি ইস্যুকৃত চালান গৃহীত না হওয়ায় কোর্ট ফি জমা দিতে পারলাম না। যোগীনগর ফিরলাম বেলা ২টায়।

দিনের অবশিষ্ট সময় বাসায় রইলাম। ইমাদুল্লাহ অফিসে এলেন সন্ধ্যায়। মফিজউদ্দীনের মামলার আরজির খসড়া টাইপ করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগে হালকা বৃষ্টি এবং রাত ১০টার পর মাঝারি বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ ও বৃষ্টি ঝরায় তা অব্যাহত থাকল।

বি. দ্র. ২৩.৮.৫২ তারিখে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি এন আনিস। সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নান। সহ সভাপতি ঢাকার নবাব। ট্রেজারার এস এ সেলিম। যুগ্ম সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ও দেওয়ান মঈনুদ্দিন। প্রচার সম্পাদক এ সাবির।।

২৬.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টার দিকে সাদির মোক্তারের কাছে গেলাম। আমি তার কাছে টাকা চাইতে পারলাম না। যেহেতু তিনি নিজেই আমার কাছে তার দুরবস্থার কথা তুলে ধরলেন। চা খেয়ে সেখান থেকে বের হলাম। সকাল সাড়ে ৯টায় কামরুদ্দীন আহমদের ওখানে গেলাম। তার সঙ্গে দেখা হলো না। সকাল ১১টায় আদালতে গেলাম। শামসুদ্দিন কেরানির মাধ্যমে স্টেট ব্যাংকে কোর্ট ফি জমা দিলাম। ওয়ারিস আলী সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আক্কাস আলী এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে এলেন তার মামলার ব্যাপারে। এসডিও (উত্তর) মামলাটি খারিজ করে দিলেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বেলা আড়াইটার মধ্যে দুপুরের খাবার ইত্যাদি সেরে আবার আদালতে এলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতে থাকলাম। এ সময় মামলার আরজির খসড়া টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করিয়ে ঠিক করলাম। হাফিজ বেপারির বাড়িতে শামসু ও ওয়ারিস আলী; দুজনের কাছ থেকে ৫ টাকা করে নিলাম। ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করলাম। তারপর রাত ৯টায় ফিরলাম।

আদালতে হামিদ ভূঁইয়া, কাদির ভূঁইয়া, নান্না মিয়া, মফিজ মাস্টার সাহেব, তরগাঁওয়ের শফি, শামসুল খান, সাহেদ আলী প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগে হালকা বৃষ্টি হলো। বেলা ৩টা থেকে প্রবল বৃষ্টি এবং তা অব্যাহত থাকল পরদিন সকাল পর্যন্ত। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া চলছে।

২৭.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল পৌনে ১১টায় আদালতে গেলাম। মফিজউদ্দীন বাড়ি থেকে এসেছে। মামলার আরজি ও ওকালতনামায় স্বাক্ষর করে বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে সে চলে গেল। পুরোটা দিন আদালতে রইলাম। কিন্তু আমার মামলা দায়ের করতে পারলাম না। কারণ, ট্রেজারি থেকে ইস্যু করা কোর্ট ফিতে ভুল ছিল। বিকেল ৫টায় এটি সংশোধন করলাম। কিন্তু তখন আদালতের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর ফার্মেসিতে দেখা করে রাত ৮টায় যোগীনগর ফিরলাম। আদালতে শেখ মুজিব, কালু মন্ডল ও আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টি অব্যাহত থাকল সকাল ১০টা পর্যন্ত। এরপর দিনে ও রাতে কোনো বৃষ্টি হলো না। উষ্ণ পরিবেশ, গোসল করতে পারিনি এবং দুপুরে খাওয়াও হয়নি। রাতে নিজাম আমার সঙ্গে খেল।

২৮.৭.৫২

-শ্রীপুর-

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে গেলাম। মামলার আরজিতে আদালতের এখতিয়ার উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ায় দেরি হলো। বেলা দেড়টা থেকে বেলা আড়াইটার মধ্যে ৬ষ্ঠ মুন্সেফ ও প্রথম সাব জজের আদালতে মামলাগুলো রুজু করলাম। বেলা সাড়ে ৩টায় যোগীনগর ফিরলাম। বার লাইব্রেরিতে শহিদ সাহেব আমাকে জানালেন, দফতু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ডা. নুরুল হুদা বার লাইব্রেরিতে আমাকে ডেকে আলাপ করলেন।

সকাল ৮টায় মাহমুদ আলী সাহেব যোগীনগরে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি সকাল ১০টায় আমার সঙ্গেই উঠলেন। বিকেল সাড়ে ৫টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মালেক সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করলেন; ঢাকা পৌরসভায় তার নিয়োগের

যোগসূত্রে। তিনি আমাকে ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং রাতে পৌছলাম। হাসান মাস্টার ট্রেনের একই কামরায় ছিলেন।

রাতের খাবার খেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুরে আধ ঘন্টা ধরে মাঝারি বৃষ্টিপাত। অবশিষ্ট দিন ও রাত বৃষ্টিশূন্য। রাতের আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

২৯.৮.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় পোস্ট অফিসে গেলাম এবং ১০০ টাকা উঠালাম। সকাল প্রায় ১০টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে বলাই বাবুর সঙ্গে। এরপর দর্জির কাছ থেকে পায়জামা নিলাম ও চুল কাটালাম।

বিকেল ৫টায় স্কুলের মাঠে গেলাম। বরমি ও এস এম হলের মধ্যে খেলা হলো। এস এম হল ২-০তে জিতে গেল। আমি গোল বিচারকের দায়িত্ব পালন করলাম। রেফারি ছিলেন সুবোধ।

ফজলুল হক মুসলিম হলের আহমদ, কুদরত, শওকত, হাফিজ আহমদ প্রমুখ খেলায় অংশ নিল। মজিদ সাহেব সঙ্গে এসেছেন।

হাসান মোড়ল ঢাকার সব খেলোয়াড় ও আমাকে তার গোডাউনে রসগোল্লা ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করালেন। রাত সাড়ে ৯টার ট্রেনে হলের উদ্দেশে ঢাকার টিম রওনা হলো।

আমি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ইসমাইল খানের দোকানের সামনে থামলাম। রাত ১০টা পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ে সেখানে আলাপ করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিনের শুরু উজ্জ্বল আলোয়। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার এবং কোনো বিঘ্ন ছাড়াই সূর্যের আলোতে আলোকিত উজ্জ্বল দিন। রাতেও আকাশ পরিষ্কার। সহনীয় তাপমাত্রা, আরামদায়ক পরিবেশ।

৩০.৮.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন সাবেক ইন্সপেক্টর রুকুনুদ্দিন, এস আহমদ মন্ডল ও বরমির ফকির মান্নান।

সকাল সাড়ে ১১টায় ডা. করিমকে ৪০ টাকা, মমতাজ মোক্তারকে ১৫ টাকা, শামসুকে ৫ টাকা ফিরিয়ে দিলাম। শামসুদ্দিন কেরানির কাছ থেকে প্রথম সাব জজের আদালতে আমার মামলাগুলোর নম্বর নিলাম।

বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর রওনা হওয়া পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রইলাম। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত সদরঘাটে কেনাকাটা করলাম। মালেক সাহেব আমাকে নাস্তা খাওয়ালেন ও পরে সদরঘাটে ডাব খাওয়ালেন। জনসন রোডে ইসলামিয়া রেস্তোরাঁয় আমি তাকে দুপুরে খাওয়ালাম।

যোগীনগর যাওয়ার জন্য সময় বের করতে পারলাম না। আদালতে জমির, জহির প্রমুখের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখের সঙ্গে দেখা হয়নি।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য প্রথম মুন্সেফ সি এফ করিমের ওখানে গেলাম। তিনি বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

রাত সোয়া ৮টায় শ্রীপুর পৌছলাম। ফজলুল হক মুসলিম হলের সালাম ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে একই ট্রেনে ছিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : সূর্যের আলোতে পরিষ্কার দিন। উষ্ণ পরিবেশ। সূর্যাস্তের পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলো। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিক থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্নই রইল।

৩১.৮.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দিতে আমি খুব সকালে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু স্যুটকেসে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম সেটির তালা ভাঙা এবং কেউ আমার টুপি নিয়েছে। আমি খুবই মর্মাহত হলাম। কালু মোড়লের ছেলে রফি ছাড়া কেউ এ কাজ করেনি।

সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আহমদকে সঙ্গে নিয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাড়িতে রইলাম। বেলা ৩টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। দুলু, আবদুল মোড়ল, কুশদির শামসুদ্দিন খান ট্রেন থেকে নেমেই আমার সঙ্গে রওনা দিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন।

৪টার দিকে বাড়ি পৌছলাম।

রাতে আক্কাস আলী ও পরে ওয়ারিস আলী আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : সকাল বেলাটা উজ্জ্বল। উষ্ণ পরিবেশ। বাতাসে জলীয়বাষ্প। রাতে খুবই হালকা বৃষ্টি।

বি. দ্র. : ১। প্রতি মণ পাটের মূল্য ৬ টাকা থেকে ১০-১২ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে।

২। ধানের মূল্য প্রতি মণ ১৪ থেকে ১৫ টাকা এবং প্রতি মণ চালের মূল্য ২৫ থেকে ২৬ টাকা।
ঢাকায় ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার সম্মেলনে সরকারের তুলে ধরা নীতি কোনোভাবেই পাটের দরে পরিবর্তন আনতে পারল না।

৩। অত্যধিক আগাম বৃষ্টি আউশ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি এবং ভাদ্রের প্রথম ভাগে কার্যত খরা জমিতে চারা রোপণ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। ইতোমধ্যে রোপিত চারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনে বিষণ্ন দিন অপেক্ষা করছে।

১ সেপ্টেম্বর, সোমবার

ঈদুল আজহা

ভোর ৫টায় উঠেছি।

নাস্তার পর ঈদের জামাতে গেলাম। আমাদের উপস্থিতির পর সকাল ১০টার দিকে নামাজ অনুষ্ঠিত হলো। বেলা ১টার দিকে কোরবানির মাঠে গেলাম। ২৪টি গরু, ১টি মহিষ ও ১টি ছাগল কোরবানি দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে সবাই মাঠ ত্যাগ করল। আবু মোড়ল তার জীবনে প্রথমবারের মতো সমস্ত লোকজনের সঙ্গে কোরবানির মাঠে হাজির ছিলেন।

আবদুল খান, সবেদ আলী দফাদার, জব্বার ও আমি আক্কাস আলীর সঙ্গে তার বাবার বাড়িতে গেলাম। আক্কাস আলী ও তার বাবার মধ্যে চলা বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য। আমার জীবনে এবারই প্রথম আমি এই বাড়িতে এসেছি। এমনকি এ পাড়াতে আমি কখনো হাঁটতে হাঁটতেও আসিনি। তবে শুধুমাত্র একবার চৌরাপাড়ার মেহের আলী ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে এসেছিলাম। সেদিন বাঘকে তাড়া করা হয়েছিল। ওইদিন বৃষ্টির কারণে বাঘ হুট করে মাজির বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাড়িতে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিন ও রাতে প্রচণ্ড গরম। বিকেলে হালকা বৃষ্টি হলো। আকাশ আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্প। সকালে নজু মামা, বরু প্রমুখ এবং জামাতের পর খেয়া ঘাটের মাঝি, ওয়ারিস আলী প্রমুখ

খাবার খেল। রাতে বৈঠকখানায় আমাদের ভৃত্য সেকেন্দার ও সোবহানসহ আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খাবার খেলাম।

২.৯.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকালে তুফানিয়া, রজব আলী, বারু, ওয়ারিস আলী, মন্নাফ প্রমুখ এলেন। গোসিঙ্গার আসমত এবং ওয়ারিস আলী ও মন্নাফ আমার সঙ্গে নাস্তা করলেন। তারপর তারা চলে গেলেন। কটেরটেকের তাহের আলী, হাইলজোরের মমতাজ আলী, বরু প্রমুখ আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেলেন।

সন্ধ্যায় বক্তারবাড়ির ধানখেতে বসলাম। ওখানে হাফি ঘাসের ওপর দিয়ে মই দিচ্ছিল। আহমদ বেপারি সেখানে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং ঘন্টাখানেক কথা বললেন।

রাত ৮টার দিকে ওয়ারিস আলী, জব্বার আলী, আমির ও সাহারকে সঙ্গে নিয়ে তুফানিয়ার বাড়িতে গেলাম। সেখানে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত ১১টার দিকে। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সারাক্ষণ গরম পরিবেশ। সারাদিন ও রাতে বৃষ্টির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

৩.৯.৫২

ভোর ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টার দিকে হাকিম মিয়া এলেন। তিনি আমার সঙ্গে নাস্তা করলেন। আমি তাকে ফরেস্টার অসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার বিষয়টি বললাম। তিনি মামলার ঝক্কি-ঝামেলায় যেতে রাজি নন। সকাল ১১টার দিকে তিনি চলে গেলেন।

হারা জোগাল আমাদের জমিতে চারা রোপণ করল। কটেরটেকের জব্বার ও তার লোকেরা এল না। তবে গফুর আলী এল। আজ দুপুরে আমাদের ভৃত্য ইয়াকুব আলী রুটি ও মহিষের রান্না করা মাংস নিয়ে আড়ালে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : পুরোপুরি শুকনো আবহাওয়া। আকাশে কোনো মেঘ নেই। গরম পরিবেশ।

৪.৯.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে আবদুল খানের বাড়িতে গেলাম। তার সঙ্গে বর্তমান রাজনীতি নিয়ে আলাপ করলাম। নাস্তা খেলাম এবং সকাল ১০টার দিকে বেরিয়ে এলাম।

চৌকিদার বাড়ি ঘুরে ওয়ারিস আলীর বাড়ি পর্যন্ত গেলাম। তবে ওয়ারিস বাড়িতে ছিল না। আক্কাস আলী আমার সঙ্গে দেখা করে জানাল কটেরটেকের জব্বার আকবর আলীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছে।

বাড়িতে ফিরে দেওনার সাইদ আলীকে পেলাম। তাকে তার ভাড়া ৬১৩ টাকা, এমও রিসিট নং ৪১৮ শ্রীপুর, তারিখ ০২.০৮.৫২-এর মাধ্যমে দিলাম। তারপর তিনি চলে গেলেন। বিকেলে আমার কাছে সবেদ আলী দফাদার এলেন। তিনি গ্রামের বর্তমান রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন। বিশেষ করে আশরাফ আলী মৌলবি ও আবদুল খান প্রসঙ্গে। এর কিছুক্ষণ পর কটেরটেকের কুদ্দুস, হাইলজোরের আনসার আলী ও আবদুল খান এসে আমাদের সঙ্গে বসলেন। সন্ধ্যায় সবাই চলে গেলেন। রাতে এলেন জব্বার, জাহের আলী মাঝি, আক্কাস আলী, ওয়ারিস আলী, আবদুল খান ও গফুর আলী। তারা গ্রামের বর্তমান ঘটনাবলি নিয়ে আলাপ করলেন। এই প্রসঙ্গে তারা আবদুল খানের সঙ্গে টুকুর চরের জমি নিয়ে বিরোধ, জুম্মা মসজিদের নির্মাণ এবং লোকজনের মধ্যে চলা নানা গুঞ্জন নিয়েও কথা বললেন। রাতের শেষভাগে তারা চলে গেলেন। আমি তাদেরকে করম আলী ও মৌলবি আশরাফ আলী প্রমুখের মধ্যে আপোসরফায় পৌঁছাতে কাজ করার জন্য বললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ২টায়।

আবহাওয়া : বিকেলে হালকা এক পশলা বৃষ্টি। সন্ধ্যায় মাঝারি বৃষ্টিপাত। ভোর রাত থেকে ভালো বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

৫.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

বেপারি বাড়ি মসজিদে জুমার নামাজে অংশ নিলাম। ওয়ারিস আলীর বাড়িতে দুপুরে খেলাম। ওয়ারিস আলীর চেষ্টা সত্ত্বেও দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য আবদুল খানকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

খাবারের পর বাড়িতে এলাম। বড়হরের মিয়ারউদ্দিনকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম; তিনি এলেন বিকেলে। আমি তাকে রমিজার মায়ের আচরণের ব্যাপারে জানালাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম বিষয়টির সুরাহা করার জন্য। তিনি রমিজার মাকে তার ব্যবহারের জন্য কড়াভাবে সতর্ক করলেন এবং তাকে বললেন, আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য; যদি সে একেই সর্বোত্তম মনে করে।

সন্ধ্যায় হাকিম মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জাফর মোড়লের বাড়িতে একটি সভায় যোগ দিলাম। সাহাবিদ্যারকোটে একটি প্রাইমারি স্কুল চালু করা প্রসঙ্গে এই সভা ডাকা হয়েছে। সবেদ আলী দফাদার, চৌরাপাড়ার মজিদ, আলীমের ছেলে, ওয়ারিস আলী ও অন্য আরো ১০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ি ফিরলাম। আমসু ও আমি আবদুল খানের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। মৌলবি ও অন্যদের বিরুদ্ধে করম আলীর মামলার ব্যাপারে আমি তাদের পরামর্শ দিলাম। আমি আমসু ও ওয়ারিস আলীকে আরো বললাম, মৌলবি প্রমুখকে বর্তমানে তারা যেভাবে সহায়তা করছে সেভাবে সহায়তা না করার জন্য। আমি তাদেরকে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলাম। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন; আমার কথা মেনে চলার।

সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে হেলাল মিয়া, দিগধার ভাইসাহেব এসেছেন। এই দুজন, হাকিম মিয়া ও আমি একসঙ্গে রাতের খাবার খেলাম।

বিছানায় গেলাত রাত ১০টার দিকে।

আবহাওয়া : সকাল ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। বেশ ভালো বৃষ্টি। ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুত হলো। মধ্য দুপুরে বিরতিসহ খুব অল্প সময়ের জন্য হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছাড়া অবশিষ্ট দিন বৃষ্টিশূন্য। রাতের প্রথম ভাগে আকাশ পরিষ্কার। রাতের শেষভাগে মুষলধারে বৃষ্টি হলো এবং ভোর প্রায় সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কম মাত্রায় বৃষ্টি অব্যাহত থাকল।

৬.৯.৫২

-ঢাকা-

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকালে হাকিম মিয়াকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম। সকাল ৮টা ২২ মিনিটের ঢাকায় যাওয়ার ট্রেন পেলাম।

আদালতে যাওয়ার পথে কেমব্রিজ ফার্মেসিতে ডা. করিমের কাছে আমার শেরওয়ানি ধোয়ার জন্য রেখে সোজা গেলাম আদালতে। আমার সঙ্গে ট্রেনের একই কামরায় ফরেস্টার জেড হক, ইদ্রিস গার্ড প্রমুখ এসেছেন। আমি কলা কিনেছিলাম এবং আমরা সবাই সেটা খেয়েছি।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত এসডিও উত্তরের আদালতে ছিলাম। হাকিম মিয়ার মামলা সিদ্দিক সাহেবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমি ওখানে সকলের জন্য নতুন জামানতনামার আবেদন জানালাম। ফরেস্টার ফনী বাবু আমাকে ও হাকিম মিয়াকে মিষ্টি খাওয়ালেন। আমরা মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ধারা, বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ ও এর বিপরীতে অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে পূর্ব বাংলা এবং টঙ্গীর আবদুল হাকিমের সঙ্গে ফজলুর রহমান সাহেবের সম্ভাব্য ভূমিকা ও অবস্থানের ব্যাপারে কথা বললাম।

বিকেল ৫টায় আদালত চত্বরে জয়দেবপুরের নবাব আলীকে পেলাম। তার সঙ্গে বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত নিজ নিজ স্কুল ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলাপ করলাম। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় ৩০/১ পাতলা খান লেনে ইজ্জত আলী সরকারের বাড়িতে গেলাম। সেখানে গোসল করলাম। আমি আর বাইরে গেলাম না। ওখানেই হাকিম মিয়া, মফিজউদ্দীন সিকদার, নারায়ণপুরের এ গনি ও ইজ্জত আলীর ছেলে শরাফতের সঙ্গে রাতে থেকে গেলাম।

রাতে খাবার খেলাম না।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

আবহাওয়া : উষ্ণ পরিবেশ। কোনো বৃষ্টি নেই।

৭.৯.৫২

-শ্রীপুর-

গভীর রাত ৩টায় উঠেছি।

হাকিম মিয়া ও মফিজউদ্দীন সিকদারকে সঙ্গে নিয়ে ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। ঈদের ছুটির পর আজ থেকে স্কুল পুনরায় খুলেছে।

সারাদিন আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হলো না। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। রাত ৯টায় হাকিম মিয়া আমাকে এস আহমদ মন্ডলের বাড়িতে নিয়ে গেল।

রাত ১০টার দিকে হাকিম, এস আহমদ, নিয়ামতের বাবা ও অন্য আরেক জনকে নিয়ে রাতের খাবার খেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : উষ্ণ ও শুষ্ক।

৮.৯.৫২

সকাল ৭টায় উঠেছি।

সালেহ আহমদ মন্ডলের বাড়িতে হাকিম মিয়ার সঙ্গে নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে ৯টায় আমার আবাসস্থল কালু মন্ডলের বাড়িতে ফিরলাম।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বোর্ডিং হাউসে রাতের খাবার খেয়ে রাত সাড়ে ৯টায় ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : গরম এবং শুকনো পরিবেশ।

আজ থেকে বোর্ডিং হাউসে আমার খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯.৯.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে ছিলাম। বেলা দেড়টায় স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো। স্কুলের অফিসে রইলাম বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সন্ধ্যায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, প্রাক্তন ইন্সপেক্টর, পোস্ট মাস্টার, স্টেশন মাস্টার, শুল্ক ও আবগারি বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এ আর তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে রেলওয়ে প্লাটফর্মে হাঁটাহাঁটি করলাম প্রায় ৭টা পর্যন্ত। এরপর সবাইকে নিয়ে ক্লাবে রইলাম রাত ৮টা পর্যন্ত। পোস্ট মাস্টার কালীপদ ও এ আর তালুকদার গান পরিবেশন করে আমাদের নির্মল আনন্দ দিলেন। বোর্ডিং হাউসে রাতের খাবার খেয়ে ফিরলাম রাত সাড়ে ৮টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : পরিষ্কার দিন। সমস্ত দিন ও রাতে ঘাম ঝরানো গরম। আজ বছরের উষ্ণতম দিনগুলোর একটি। রাত ৮টার দিক থেকে আকাশে বিদ্যুতের চমক। রাতের শেষভাগে ভারী বৃষ্টিপাত। মাঠ-ঘাট ডুবে গিয়েছে। বৃষ্টি চলছে।

১০.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। বোর্ড সেক্রেটারির জবাব দিতে অফিসে রইলাম বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে রইলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম। রাতের খাবার খেয়ে ফিরলাম রাত ৯টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সকাল ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টি হলো এবং আবার সূর্যাস্তের পর থেকে বৃষ্টি পড়ছে। সারাদিন আকাশ মেঘলা। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে রাত আবির্ভূত হলো বিষণ্ন মূর্তি নিয়ে। রাতে ঠাণ্ডা পরিবেশ। বৃষ্টি পড়ছে।

১১.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

কায়েদে আযমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্কুল বন্ধ।

সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১০টা এবং আবার বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে বসে দ্বিতীয় টার্মিনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করলাম। বেলা ১১টার দিকে ইসমাইল খানের দোকানে বসে এখন সিডি হোমে থাকা এক শরণার্থীর জন্য একটি দরখাস্ত লিখলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। কায়েদে আযমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমে ক্লাবে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। এরপর প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর দাবা খেললাম। সেকেন্ড এসআই, রেঞ্জার, ভেটেরিনরি ডাক্তার, ফরেস্টার জেড হক, ঊষা, সুবোধ ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডিং হাউসে রাতের খাবার খেয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : আকাশ এখনো মেঘলা। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। তবে সকালের আগ পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হলো না। সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলো। নমনীয় পরিবেশ।

১২.৯.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত হাসান মন্ডলের সঙ্গে তার গোডাউনে বসে কথা বললাম। তিনি আমাকে চা খাওয়ালেন। আমি তাকে বললাম এম ই স্কুলের হিসাবপত্র চুকিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমাকে কথা দিলেন আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার আমার সঙ্গে বসবেন।

বেলা ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোসিঙ্গা ও মুলাইদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখলাম। খেলা ড্র হলো।

সন্ধ্যা ৭টায় রেলওয়ে স্টেশনের সামনে ওসি সাহেব, সেকেন্ড অফিসার, তিন স্টেশন মাস্টার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, আবগারি ইন্সপেক্টর, ডা. আহসানউদ্দিন প্রমুখ আমাকে রসগোল্লা খাওয়ালেন।

সন্ধ্যা সোয়া ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। নাটকের জন্য পরীক্ষামূলক কুশীলব বাছাই করা হলো।

রাতের খাবার খেলাম এবং ফিরলাম রাত ১০টার দিকে।

হাইলজোরের আনসার আলী দুপুর ১২টার দিকে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু আমি ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে সহায়তা করতে অস্বীকার করলাম। তিনি বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চলে গেলেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সিডি হোমের শরণার্থী সবদর আলীকে ডিএম এসডিও (উত্তর) এবং ত্রাণমন্ত্রীর ঠিকানা লিখে দিলাম। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং অল্প সময়ের জন্য সকাল ১০টার দিকে মাঝারি এক পশলা বৃষ্টি হলো। এরপর কোনো বৃষ্টি হলো না। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার, নমনীয় পরিবেশ।

১৩.৯.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুল অফিসে একবার ছিলাম সকাল সাড়ে ৬টা থেকে এবং পরে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। সকাল সাড়ে ১০টায় ডিএবির এসআই সেলিম স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমি তাকে স্বাক্ষর জাল সংক্রান্ত নুরুজ্জামান সাহেবের দুটি চিঠি দিলাম। তিনি আমাকে জানালেন, বিশ্বাসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ মাসের ১৫ তারিখে আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর। অন্যথায় তাকে গ্রেফতার করা হবে। এ ছাড়াও ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ৩-৪ দিনের মধ্যেই আসছেন মামলাটি তদারকি করার জন্য। তিনি বিশ্বাসকে স্টেশনে ডেকে পাঠালেন। দুপুর ২টার ট্রেনে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। রাতে পুরোপুরি পরিষ্কার। রাতে অসহনীয় গরম। ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাপদাহ অব্যাহত থাকল।

১৪.৯.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে। আজ থেকে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হলো। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। অসিমউদ্দিনের ওপর সমন জারি করতে এক সমন জারিকারী এসেছিলেন। আমি তাকে বোর্ডিং হাউসে খাবার খাওয়ালাম ও সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : মধ্য দুপুরে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো। অবশিষ্ট দিন ও রাতে আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। দিনে ও রাতে প্রচণ্ড গরম।

১৫.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

স্কুলে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। সমন জারিকারী আবদুল আজিজ ভূঁইয়াকে (নম্বর ১৯) সকাল ৮টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে রাজেন্দ্রপুর পাঠানো হলো। গাজীপুরের আফসারউদ্দীন মাস্টার ও দেওয়ান বিসুকে সাক্ষি করা হলো। নসু এবং শাহেদ আলী সরকারের ছেলে আরশাদ আলীকে অনুরোধ জানানো হলো সহায়তা করার জন্য।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিক থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে পাশা খেললাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার। দিন ও রাতে প্রচন্ড গরম।

১. ধান ও চালের দাম উর্ধ্বমুখী। প্রতি মণ ধান ১৬ টাকা। প্রতি মণ চাল ২৮ থেকে ৩০ টাকা।

২. পাট বাজারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আবার পড়ে গেল। প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৮ থেকে ১২ টাকায়। লোকজন ১৯৫০ সালের আতঙ্কের কথা স্মরণ করছে। দুই মণ পাট বিক্রি করেও গড়ে এক মণ ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

স্কুলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আবার স্কুলের অফিসে রাত সাড়ে ৯টা থেকে সোয়া ১১টা পর্যন্ত। ক্লাবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। সকাল ৭টার আপ ট্রেন আসার সময় স্টেশনে উপস্থিত হয়ে হাসান মন্ডলকে ধরলাম। তিনি রাজেন্দ্রপুরে গিয়েছিলেন; তার বাড়িতে গত রাতে চুরির একটি এজাহার দায়ের করতে। ফিরলাম সকাল ১০টায়। এরই মধ্যে সেকেন্ড এসআই মোরালি পালের বাড়িতে ময়দা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করলেন। আজ সকালে মোরালি পালের ছেলে বলাইকে কালু মন্ডল গ্রেপ্তার করেছেন। মন্ডলদের সবাই ছাড়াও ধনাই বেপারি ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসবের সমাপ্তির পর আমি হাসান মন্ডলকে বেলা ১২টায় স্কুলে নিয়ে গেলাম এবং তার সঙ্গে আধ ঘন্টা ধরে কাজ করলাম। তারপর তিনি চলে গেলেন।

ওষুধ নেওয়ার পর দফতু সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আমার সঙ্গে ইসমাইল খানের দোকানের সামনে দেখা করল এবং তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যায় গোসিঙ্গা ও মুলাইদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। শেষ মুহূর্তে গোসিঙ্গা ১-০ গোলে জিতে গেল। বেলা আড়াইটার দিকে করম আলী অল্প সময়ের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তার মামলার বিষয়ে আমি ঢাকা যেতে অপারগতা প্রকাশ করলাম। হাকিম মিয়া আজ সন্ধ্যায় দেখা করেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : বিকেলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু রাতে পরিষ্কার হয়ে গেল। গরম পরিবেশ, বিশেষ করে সন্ধ্যায়। তবে রাত ১১টার পর পরিবেশ নমনীয় হয়ে এল।

১৭.৯.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কালীপদ দে এলেন। তার সঙ্গে কালু মন্ডলের কার্যক্রম নিয়ে কথা বললাম। কালীপদ চলে যাওয়ার পর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বলাই বাবু এসে উপস্থিত

হলেন। ঢাকায় যাওয়ার পথে বেলা সাড়ে ১২টায় ইজ্জত আলী সরকার আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করলেন। আমি তাকে বললাম এ বছর তার ছেলের পরীক্ষা দেওয়া উচিত হবে না; তারপরও তিনি তার ছেলেকে পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বেলা দেড়টায় তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। আহমদ এসেছে। শরৎকাল উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সময়টুকু ছাড়া আজকে গরমের প্রচণ্ডতা অপেক্ষাকৃত কম। বেলা ১টার দিকে খুবই স্বল্প সময়ের জন্য নামমাত্র বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট সময়ে আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার।

১৮.৯.৫২

–ঢাকা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

আজই ঢাকা যাওয়ার জন্য লাল মিয়ার মাধ্যমে হাকিম মিয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম।

সকাল ৮টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে রওনা হলাম। সালেহ আহমদ তার সঙ্গে রিকশায় আমাকে আদালতে নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত সিএসপি সিদ্দিকীর আদালতে ছিলাম। যে ধারার অধীনে সমন জারি করা হয়েছিল তা যথাযথ না হওয়ায় হাকিম মিয়ার মামলা এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে ফেরত পাঠানো হলো। অসিমউদ্দিন, আসিরুদ্দিন, ফনী ধর, ইদ্রিস গার্ড ও ময়েজউদ্দিন গার্ড উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় তাদের সবার সঙ্গে প্যারামাউন্টে লাচ্ছি খেলাম। তারপর আমরা যে যার মতো চলে গেলাম।

সাদিরের সঙ্গে তার বাসায় দেখা করলাম; হাকিমের মামলাটি এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে ফেরত পাঠানোর জন্য কী করা উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন নতুন করে সমন জারি পর্যন্ত অপেক্ষা করার।

রাতে ইজ্জত আলী সরকারের বাসায় রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের প্রথম ভাগে হালকা বৃষ্টি। অবশিষ্ট দিন ও রাতে বৃষ্টি হয়নি। সহনীয় উষ্ণ পরিবেশ।

১৯.৯.৫২

-শ্রীপুর-

গভীর রাত ৩টায় উঠেছি।

শহিদ ও মফিজউদ্দীন সিকদারকে সঙ্গে নিয়ে ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ফিরে এলাম। শ্রীপুর পৌঁছে তারা তাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে ছিলাম। ওখানেই গোসল সেরে দুপুরের খাবার খেলাম। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ওখানে আফসু এল। আমাদের সঙ্গে সে পিঠা খেল। আফসু আমাকে জানাল আগামীকাল রামনাথ রায়ের বন ভূমিসহ বিক্রি হবে। আমি তাকে নির্দেশনা দিলাম মফিজউদ্দীনকে বলার জন্য যে, সে যেন আমাদের বলধা বনের লাগোয়া এবং দরদরিয়া বাজারের উত্তরের লাগোয়া বন কিনে রাখে। বিকেল ৫টার দিকে আফসু চলে গেল।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

হাকিম মিয়া ঢাকা থেকে ফিরলেন। তিনি পৌঁছেই রাত সাড়ে ৮টায় আমার সঙ্গে স্টেশনে দেখা করলেন। তার পিটিশনের ব্যাপারে ডিএফওর প্রধান কেরানির কাছ থেকে তিনি কোনো খোঁজ বের করতে পারেননি। সেকেন্ড এসআই-এর ভৃত্য শুক্কুর স্টেশনের কাছের জলাধারে একটি রুই মাছ ধরেছে। স্টেশন মাস্টার ইদ্রিস তখুনি সেটি সরিয়ে নিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিনই মেঘলা পরিবেশ। দিনের মধ্যভাগে মাঝারি বৃষ্টিপাত। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

২০.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

মহররম মাসের ১ম দিন উপলক্ষে স্কুল বন্ধ।

সকাল ৭টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। রেলের এক পয়েন্টসম্যান রামানি আমার কাছে এল। সে বর্ণনা করল, কীভাবে স্টেশন মাস্টার ইদ্রিসের অনুরোধে সরদার ও তার দলের অন্যান্যরা তাকে মিথ্যা অভিযোগে

হয়রানি করছে। সে আমাকে অনুরোধ করল একটি দরখাস্ত লিখে দেওয়ার জন্য। সকাল সাড়ে ১০টায় সে চলে গেল।

বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে ছিলাম। সেখানে নবার পালান ও আকরমতউল্লাহ্ আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পোস্ট অফিসে। কালিপদ দের কর্মকাল বৃদ্ধির জন্য একটি দরখাস্ত লিখলাম। বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পথে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

বোর্ডিং হাউসে রাতের খাবার খেয়ে বাসস্থানে ফিরলাম রাত ১০টায়। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। কোনো বৃষ্টি নেই। রোদ ঝলমলে দিন। প্রায় মধ্য রাত থেকে আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টি নেই। নমনীয় পরিবেশ।

২১.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে। সকাল ৯টায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভা শুরু হলো। শেষ হলো বেলা ১টায়। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্কুল অফিসে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বিকেল ৫টার দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। অল্প অল্প বিরতি দিয়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকল রাত ১০টা পর্যন্ত। এর মাঝে সন্ধ্যায় ছিল প্রবল বর্ষণ। পরিবেশ ঠান্ডা ও বাতাসসহ বিষণ্ন। এ অবস্থা অব্যাহত।

২২.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে। তার আগে স্কুল অফিসে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ছিলাম। স্কুলের পর আবার রাত ১০টা পর্যন্ত ছিলাম। অডিটের জন্য হিসাবপত্র তৈরি করায় সাইদ আলী পন্ডিত সাহেব এই গোটা সময় আমাকে

সহায়তা করলেন। দুপুরে ও রাতে তিনি আমার সঙ্গে খেলেন। রাত সাড়ে ১০টায় আমরা স্কুল থেকে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে সারাদিনই প্রবল বৃষ্টিপাত। অথবা বলা যায় বর্ষণকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে পরিণত করার বিঘ্ন ছাড়া, সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অঝোর ধারা ঝরতে থাকল। এরপর আর বৃষ্টি হলো না। পরিবেশ খুবই বিষণ্ন। আজ সারাদিনের বৃষ্টির সময়টুকু ছিল ভালো ঝড়ো বাতাসসহ প্রতিকূল আবহাওয়া। অবশিষ্ট রাতে আকাম কম-বেশি পরিষ্কার। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

২৩.৮.৫২

–ঢাকা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

শরৎকাল উপলক্ষে আজ থেকে স্কুল বন্ধ। ৭.১০.৫২ তারিখে পুনরায় স্কুল খুলবে।

সকাল ৮টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে পণ্ডিতসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সকাল পৌনে ১১টার দিকে মির্জা এম হোসেন অ্যান্ড কোম্পানির অডিট অফিসে পৌছলাম।

রাজেন্দ্রপুরে হাসান মন্ডল হিসাবপত্রসমূহ অনুমোদন করলেন। হাইলজোরের আনসার আলী ও মমতাজ আলী একই ট্রেনে ঢাকা এলেন। তারা অডিট অফিসে আমার পৌছানো পর্যন্ত আমার জিনিসপত্র ধরায় আমাকে সহায়তা করলেন। সকাল সাড়ে ১১টায় অডিট কার্যক্রম শুরু হলো এবং মোটামুটিভাবে শেষ হলো বিকেল সাড়ে ৫টায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র অডিট সহকারী ছিলেন। তিনি তার এম কমের ১ম বর্ষের ক্লাস আমার সঙ্গে করেছেন আমার অনার্স তৃতীয় বর্ষের ক্লাসে।

বেলা ১টার দিকে সাইদ আলী পণ্ডিত সাহেব আমার সঙ্গে অডিট অফিসে যোগ দিলেন। তিনি প্রথমে নারিন্দায় গিয়েছিলেন তার ওষুধের জন্য। সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে তিনি শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। আমি সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এস এম হলে গেলাম। সেখানেই ১৭১ নম্বর রুমে মজিদ সাহেবের সঙ্গে রাতে থেকে গেলাম।

রাতে এফ করিম সাহেব আমার সঙ্গে বসলেন এবং তার সময়ের হিসাবপত্রগুলো হালনাগাদ করে তা অনুমোদন করলেন। আজকে গোসল করা হলো না।

পলাশি ব্যারাক (পূর্ব)-এর কাছে একটি রেস্তোরাঁয় মজিদ সাহেব আমাকে রাতের খাবার খাওয়ালেন। ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন চৌধুরীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি রাতে একই রুমে রইলেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের শেষ ভাগের প্রথম অংশে প্রায় এক ঘন্টা ধরে মাঝারি ধরনের ভালো বৃষ্টি হলো। তারপর আর বৃষ্টি হয়নি। রাতে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

২৪.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকালে পলাশি ব্যারাক (পশ্চিম)-এ একটি রেস্তোরাঁয় শামসুল হক, মজিদ সাহেব, ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী ও আমি নাস্তা করলাম। সকাল ১১টায় শামসুল হকের ওখানে গোসল করলাম।

৪২ নং রুমে আহমদের সঙ্গে দেখা করলাম। কিবরিয়াও সেই রুমে থাকে। হাসান মন্ডল ওখানে এলেন এবং বেলা ১টায় চলে গেলেন।

বেলা দেড়টার দিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছে একটি রেস্তোরাঁয় কিবরিয়া আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়াল। খাবারের পর আমি আদালতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত আদালতে রইলাম। সেখানে কাপাসিয়ার রশিদ, তরগাঁওয়ের শফিউদ্দীন, কুদরত আলী, আহমদ মাস্টার, মমতাজ, রেঞ্জার আসিরুদ্দিন প্রমুখকে পেলাম।

বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের ব্যাপারে তিনি খোঁজখবর নিলেন। আমি তাকে এম বিশ্বাসের মামলার ব্যাপারে জানালাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, মামলার বর্তমান অবস্থা জানতে তিনি আগামীকাল এসআই সেলিমকে ডেকে পাঠাবেন। লোহাগাছের নিয়ামত আদালত চত্বরের কাছে একটি রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে বসলেন এবং ঘন্টাখানেক ধরে বেলা প্রায় সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আলাপ করলেন। তিনি আমাকে এস আহম্দ

মন্ডলের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনার কথা বললেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী এর জন্য দায়ী হাবিব।

বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তারুলের ওয়াহাব আলী ও হারিস আমাকে তাদের বিরুদ্ধে করা বন বিভাগের মামলার নথিপত্র দেখালেন। লিবার্টি সিনেমা হল পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। তারপর সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসে করে এস এম হলে ফিরে এলাম। কাশেম সাহেবের সঙ্গে তার রুমে (৯৯) দেখা করলাম। তার সঙ্গে ঘন্টাখানেক আলাপ করলাম রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। তিনি ১৪ অক্টোবর '৫২ তারিখের পরে শ্রীপুর যেতে পারেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বিকেল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হলো। দিনে ও রাতে আকাশ কম-বেশি পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

২৫.৯.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

আহমদের সঙ্গে তার রুমে দেখা করলাম। সে আমাকে নাস্তা খাওয়াল। সকাল ৯টায় হল থেকে বের হলাম। সোজা গেলাম কেমব্রিজ ফার্মেসিতে। ডা. করিম আমাকে জানাল যুবলীগের ষান্মাসিক কাউন্সিল সভা অচিরেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসের সামনে ওয়াদুদকে পেলাম। তিনি আমাকে জানালেন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিব, মানিক মিয়া, ইউসুফ হাসান ও '*যুগের দাবীর*' ইলিয়াস পিকিং শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে আজ সকাল সাড়ে ৯টার বিমানে রওনা হয়েছেন। ওদের অফিসে ওয়াদুদের সঙ্গে আমাদের (যুব লীগের) সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের অবস্থানগত পার্থক্য নিয়ে আলাপ করলাম।

সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি মৌলিক নীতিগত দিক থেকে পার্থক্য আলাপে উঠে এল। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম লীগের সঙ্গে পাল্লা দিতে তাদের সাম্প্রদায়িক অবস্থান এবং অর্থনীতির মূল ভিত্তির ব্যাপারে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

আফসু ও দফতুর জন্য হানিফ অ্যান্ড সন্স থেকে শার্টের কাপড় কিনলাম।

বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর পৌঁছলাম। তরগাঁওয়ের মোসলেমউদ্দিন ফকিরের হাতে শার্টের কাপড় পাঠিয়ে দিলাম।

বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সূর্যাস্তের পর আধ ঘন্টা ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত। রাতে আকাশ মেঘলা। নমনীয় পরিবেশ।

২৬.৯.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টার দিকে আমার কাছে সালেহ আহমদ মন্ডল এলেন। তিনি বললেন, তাকে কয়েকটি দরখাস্ত লিখে দিতে হবে। আমি তার ওপর খুব বিরক্ত হলাম। কারণ তিনি যখন তখন, সময়ে অসময়ে, আমাকে কিছু করতে বলেন এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। বেলা ১২টার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। দপুরের খাবার খাওয়ার পর বেলা আড়াইটার দিকে স্টেশন মাস্টার ইদ্রিস সাহেবের সঙ্গে বসলাম। তার সঙ্গে ঘন্টাখানেক কথা বললাম। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পাশা খেললাম।

প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ফরেস্ট টিম ও গোসিঙ্গা টিমের মধ্যে সেমিফাইনাল খেলাটি দেখতে পারলাম না। হালিম খানের ছেলে গেন্দু এসেছে ফরেস্ট টিমের পক্ষে খেলার জন্য।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন উজ্জ্বল সূর্যের আলো। বিকেলে হঠাৎ করেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং বিকেল ৫টা থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো দেড় ঘন্টা ধরে। রাতে তারায় ভরা পরিষ্কার আকাশ।

২৭.৯.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলের অফিসে। বোর্ডিং হাউজে আরজু মিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ঢাকায় যাচ্ছিলেন। সোবহান দেখা করল অফিসে। আমাকে জানাল তার ফুফুর বাড়ি ময়মনসিংহ থেকে সে এসেছে।

মামদির বাড়ির টুকু বাজারে এসেছিল। তার হাতে আমাদের ঝুড়িটি পাঠিয়ে দিলাম। যেটি শাহা এনেছিল।

সন্ধ্যা ৭টায় বসলাম আনসার ক্লাবে। গতকালের খেলার ব্যাপারে গোসিঙ্গার প্রতিবাদ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই বসা। উপস্থিত ছিলেন কালু মণ্ডল, মজিদ মণ্ডল, সালেহ আহমদ মণ্ডল, সুবোধ, হাবিব, কালিপদ, কুদরত, রুস্তম আলী আকন্দ, আসমত, আজিজ প্রমুখ। বৈঠকের প্রথম ভাগে উপস্থিত ছিলেন ফরেস্টার জেড হক। প্রতিবাদের বিষয়টি অনুমোদিত হলো। ৩.১০.৫২ তারিখে আবার খেলা হবে। রাত ৮টার দিক থেকে ৯টা পর্যন্ত শ্রীপুর ক্লাবে ছিলাম। ওসি, সেকেন্ড অফিসার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, এস আহমদ, কালু মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাটির দেয়ালের ঘর নির্মাণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

রেলওয়ের জলাশয় থেকে মাছ ধরার ব্যাপারে ইদ্রিস কোরেশির আচরণ নিয়ে আলোচনা হলো। আমি সবার প্রতি আহ্বান জানালাম, প্রকৃত অবস্থা না জেনে সরাসরি না এগোতে। প্রকৃতপক্ষে ইদ্রিস কী করেছে তা জানার জন্য সেকেন্ড অফিসার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি গেলাম এ এস এম হাকিমের কাছে। আগামীকাল সকালে বসার সিদ্ধান্ত হলো। ওখান থেকে রাত সাড়ে ৯টায় আমরা আমাদের নিজ নিজ গন্তব্যের পথ ধরলাম। সিরাজদীখান থেকে এএসআই অলি আহমেদ এলেন এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আজ বৃষ্টি নেই। রোদ ঝলমলে দিন। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

২৮.৯.৫২

–বাড়ি–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের ওখানে গেলাম। ঘন্টাখানেক পর জেড হক ও সেকেন্ড অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এক গোয়ালা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কাছে ঘি বিক্রি করেছিল ওজনে কম দিয়ে। আমরা তাকে ধরলাম। তার কাছ থেকে বাটখারাগুলো রেখে বিদায় করে দেয়া হলো।

আমরা তিন জন স্টেশনে গেলাম। সহকারী স্টেশন মাস্টার হাকিম মিয়ার কাছ থেকে অভিযোগনামাটি নিয়ে তা দেখলাম। মৎস্য বিষয়ে এ অভিযোগনামাটি তৈরি করেছেন স্টেশন মাস্টার ইদ্রিস। ওখানে চা খেলাম। ফিরলাম বেলা ১২টায়। বেলা ৩টার দিকে সাইকেলে বাড়ি আসতে আমি তৈরি ছিলাম। এই সময় ওয়ারিস আলী ও আইয়ুব আলীর সঙ্গে দেখা হলো। বিকেল সাড়ে ৪টায় সাইকেল ছেড়ে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। তারা গিয়েছিল ফরেস্ট অফিসে। গোসিঙ্গা পৌছলাম সূর্যাস্তের পর। বাজারে আসমত, আনসার, আরশাদ আলী, রুস্তম আলী আকন্দের সঙ্গে দেখা হলো। ফকিরঘাটের মোসলেম খন্দকার আমাদের চা খাওয়ালেন। রাত ৮টার দিকে বাড়িতে পৌছলাম। আইয়ুব আলী বাড়ি গেল কুদুর সঙ্গে।

আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন হকিম মিয়াকে পথে পেলাম। তিনি শ্রীপুর যাচ্ছিলেন। রেঞ্জার আসিরুদ্দিনের বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীপুরে একদল লোক এসেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : রৌদ্রলোকিত দিন। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

২৯.৯.৫২

–বেনাসী–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে ওয়ারিস আলী, তার কিছুক্ষণ পরে কাশুর বাপ এলেন। ওয়ারিস আলী আমাকে জানলেন কুলু বাড়ির কাছে আমাদের জমিতে তারা ব্যক্তি মালিকানা ধরনের একটি স্কুল গড়ে তুলতে চান। আলাপ সেরে তারা সকাল ৯টার দিকে চলে গেলেন।

সকাল ১০টার দিকে রজব আলী ও আক্কা এলেন। আক্কা ঘন্টাখানেক কথা বলে চলে গেলেন। বেলা ১টার দিকে রজব আলীকে সঙ্গে নিয়ে বেলাসীর উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে হাইলজোরে ওয়াসি মোল্লার সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। বিকেল ৪টায় বেলাসীতে পৌছলাম।

বিকেল ৫টার দিকে এফ প্রাইমারি স্কুলের পাশের ঈদগাহে সভা অনুষ্ঠিত হলো। শেখেরগাঁওয়ের মওলানা জালাল উদ্দিন সভাপতিত্ব করলেন। মৌলবি জাহিরুল হক, দিঘধা মাদ্রাসার জনাব আশরাফ আলী, হাফিজপুরের মীর কুদরত উল্লাহ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আমি বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম এবং শেষ করলাম রাত ৮টায়। আমি বর্তমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বললাম। রাত ১০টায় মওলানা জালাল উদ্দিন তার সমাপ্তি বক্তৃতার মাধ্যমে সভা শেষ করলেন। সভায় লোকসমাবেশ বেশ সন্তোষজনক। প্রায় এক হাজার। যদিও সভার ঠিক শুরুতে বৃষ্টি হুমকি সৃষ্টি করেছিল।

সভাস্থলের কাছাকাছি জাবেদ আলী মুন্সির বাড়িতে অতিথিদের সবাই একসঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। রাত দেড়টায় রজব আলীকে নিয়ে আমি রওনা হলাম এবং জহিরউদ্দিন সরকারের বাড়িতে রাতে থাকলাম।

বিছানায় গেলাম রাত আড়াইটায়।

আবহাওয়া : সারাদিন প্রখর রোদ থাকলেও বিকেলবেলায় হালকা বৃষ্টি হলো কয়েক মিনিটের জন্য। অবশিষ্ট সময় বেশ ভালো। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার রাত। শেষ রাত পর্যন্ত গরম অনুভূত হলো।

৩০.৯.৫২

সকাল ৭টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় বেলাসীর জুনিয়র মাদ্রাসা পরিদর্শনে গেলাম। হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতি ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখলাম। সংশ্লিষ্ট উপস্থিত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিলাম কীভাবে অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। জহিরউদ্দিন সরকারের বাড়িতে ফিরে এলাম বেলা ১টায়। সেখানে গোসল করে দুপুরের খাবার খেলাম।

বেলা ৩টার দিকে বের হলাম। জহিরউদ্দিনের ছেলে আফতাবউদ্দিন আমাকে বলাকুনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আফতাবউদ্দিন কিশোরগঞ্জ কলেজের আইকমের ছাত্র।

হাইলজোরে ফজির স্বামীর বাড়িতে কিছু সময়ের জন্য থামলাম। তারা আমাকে শরবত দিলেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ওয়াসি মোল্লার বাড়িতে পৌছলাম। সেখানে পৌছে জানলাম সভায় যোগ দিতে তারা ইতোমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন। গত রাত প্রায় নির্ঘুম থাকায় এবং আমার পায়ের আঙুলে ব্যথার ফলে আমি খুবই অস্বস্তিবোধ করছিলাম। এ কারণে আমি সভায় যোগ দিলাম না। রাতে প্রায় সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলাম।

রাতের খাবার খেলাম শিবপুরের মৌলবি ও ফরিদপুরের খন্দকারের সঙ্গে। ওখানে জড়ো হওয়া পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আলাপ করলাম মধ্য রাত পর্যন্ত এবং তারপর বিছানায় গেলাম

আবহাওয়া : প্রখর রোদ। বিকেলে আকাশে মেঘ জমা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হয়নি। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল রাত। মধ্য রাত পর্যন্ত উষ্ণ পরিবেশ।

13.9.52 Rise: a 5 A.m.
School – 10-30 A.m. to 1-30 P.m.
In office from 6-30 A.m. & from 3 P.m. to 6 P.m.
Salim S.I. of [illegible] called me to Sanitary office at 10-30 A.m. I gave him 2 letters of Mr. [illegible] about the forged signature. He told me that Biswas was asked to show cause by 19th of this month presenting himself to the court or else he would be arrested & that Dy. S.P. is coming within 3/4 days to supervise this case. He left by 2 P.m. train. He called Biswas to the station.
In club from 6-30 P.m. 9 P.m. Bed: a 10-30 P.m.
Weather: The sky is more or less clear in the day & fully clear at night. Unbearable heat at night not to speak beyond dawn.

14.9.52 Rise: a 5 A.m.
School – 10-30 A.m. to 5 P.m.
Second Term Exam commences today.
In club upto 9 P.m. from 6 p.m.
One Process Server came with summons to serve on [illegible]. I gave him meals in the boarding house & shelter there.
Bed: a 10 P.m.
Weather: There was a heavy shower of rain in the midday. Rest of the day & night were more or less clear. Very strong heat in the day and night.

১ অক্টোবর, বুধবার

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল ৭টার দিকে রজব আলীকে সঙ্গে নিয়ে হাইলজোর ছাড়লাম। সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরেই আড়ালের তালুইসাহেবকে পেলাম। তিনি আজ সকালে আমার ঠিক আগেই এসেছেন। তিনি থেকে গেলেন।

আমি মধ্য দুপুরে মাঝেরটেকে গেলাম। সেখানে আমাদের ভৃত্যরা জঙ্গল পরিষ্কার করছিল প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। সন্ধ্যায় হাজি বাড়ি ও বেপারি বাড়ির চারপাশে হেঁটে সূর্যাস্তের সময় বাড়িতে ফিরলাম। হাজি বাড়িতে নসুকে পেলাম।

ঢাকায় যাওয়ার পথে সকাল ১০টার দিকে হারিস ও শাহদাত আলী পণ্ডিত আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তারা ঢাকায় যাচ্ছেন রেঞ্জারের বিরুদ্ধে তাদের মামলা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করার উদ্দেশে। তারা ২০ মিনিটের মতো ছিলেন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাকিম ভাইসাহেব শ্রীপুর ডিসপেনসারিতে যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দুলার চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি যাচ্ছিলেন। দুলা ডিসপেনসারিতে গেছে দফতুকে সঙ্গে নিয়ে।

আবহাওয়া : প্রখর রোদ এবং পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলোয় ভরা উজ্জ্বল রাত। সহনীয় উষ্ণ পরিবেশ।

২.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টার দিকে আড়ালের তালুইসাহেব বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। তিনি আমাদের যেমনটা বললেন; তার আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুশদি থেকে আসা বুলবুলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ করা। আমি রাজি হলাম না। কারণ তিনি আমাকে ছেলেটির স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। সকাল ৮টার দিকে জব্বার ও কাগুর বাপ এলেন। তারা মজিদের বিরুদ্ধে জব্বারের মামলা নিয়ে সকাল প্রায় ১১টা পর্যন্ত কথা বললেন। এরপর তারা চলে গেলেন। সন্ধ্যায় গেলাম মাঝেরটেকে। সেখানে সোবহান, সেকেন্দার প্রমুখ কাজ করছিল। আক্কা ও নবু রাতে এসে কথা বলে চলে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ১০ থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত মাঝেরটেকে ছিলাম। বিকেল ৪টার দিকে আমার কাছে কটেরটেকের তাহের আলী এলেন। তিনি বললেন জব্বার, নায়েব আলী ও মান্নাফ প্রমুখ তার সঙ্গে ঝগড়া করেছে এবং তাকে হুমকি দিয়েছে হামলা করার। এ সময় বরু ও ওয়ারিস আলী আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিশুয়ারির মান্নাফ ভাইসাহেব আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি ফরিয়ারটেকের নদীর ঘাটে গেলাম। সেখান থেকে মুর্শিদ মিয়া, তার মা ও স্ত্রী, জামশেদ মিয়া ও ভৃত্যদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। তারা চার ঘন্টার মতো থাকলেন এবং খাবার খেয়ে রওনা হলেন। তারা বাঘিয়ায় দুলুর মাকে দেখে এসেছেন। দুলুর মায়ের অবস্থা গুরুতর।।

বিছানায় গেলাম রাত ২টায়।

আবহাওয়া : সকালে এক পশলা বৃষ্টি হলো। আকাশে যতটা তর্জন-গর্জন ছিল, ঠিক ততটা বর্ষণ হলো না। অবশিষ্ট দিন আকাশ পরিষ্কার। পূর্ণ চাঁদের দীপ্তিতে রাত ছিল অপূর্ব রজনীর একটি।

৪.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

খুব সকালে আবদুল খান আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মূলত গ্রামের রাজনীতি নিয়ে আলাপ হলো। ভোর বেলায় তোফাজ্জলের বাবা এলেন বাঘিয়ার দুলুর মায়ের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। তিনি গত রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হলাম। খেয়াঘাটে ঘাগোটিয়ার এক লোককে পেলাম। তিনি আমার সঙ্গে শ্রীপুর পর্যন্ত এলেন। ওষুধের দোকানের কম্পাউন্ডার আকতারুজ্জামান সাহেব তার আত্মীয়। আমাদের হেঁটে চলার পুরোটা সময় তার সঙ্গে স্থানীয় বিষয়াদি নিয়ে আলাপ হলো। কুশদির এনায়েতউল্লাহ মুন্সির পরিবারের ব্যাপারে তার কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন ঘাগোটিয়ার আব্বাস আলী মাঝির ভাগ্নে হিসেবে।

শ্রীপুর পৌঁছলাম বেলা ১টায়। বেলা ২টা পর্যন্ত সালেহ আহমদ মন্ডল স্কুলের লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি আমাকে চাপ দিলেন আসন্ন অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অঙ্গীকার করতে। এর পেছনে হয়তো কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

দুপুরে খাওয়া হলো না।

বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার বাড়িতে ছিলাম। সেখানে ফরেস্টার মোসলেম উদ্দিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সূর্য ওঠার পর পরই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং বৃষ্টি শুরু হলো। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে তা অব্যাহত থাকল বেলা দেড়টা পর্যন্ত। দিন ও রাতের অবশিষ্ট সময়ে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

৫.১০.৫২

ভোরে সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

কালবাড়ির আইস আলী আমাকে নিয়ে ডিসপেনসারিতে গেল সকাল ৯টায়। ডা. আহসানউদ্দিন তার বোনের ক্ষত পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন অপারেশনের। সেই সময় গোসিঙ্গার রজব আলী নামে এক ব্যক্তির জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে কালু মন্ডল ও সুবেদ আলী ডিসপেনসারিতে ছিলেন। অভিযোগ আছে আসমত ও তার সাঙ্গপাঙ্গোরা রজব আলীর ওপর হামলা করেছে। আমি ডিসপেনসারি ছেড়ে এলাম সকাল ১১টায়।

আফসারউদ্দীন বাড়ি থেকে আমার কাছে এল। সে আমাকে জানাল, গত রাত থেকে বুলবুল মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে। আমি তখনই তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। তার আগে বোর্ডিং হাউসে খাবার খেলাম এবং শরণার্থী সরদার আলীর জন্য একটি দরখাস্ত লিখলাম। শ্রীপুর ছাড়লাম বেলা ১টায়। সোজা বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোবহান সরকার আরেকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে আমাদের বাড়িতে এলেন। নাস্তা খেয়ে সূর্যাস্তের সময় তারা চলে গেলেন এবং আগামী শুক্রবার আসার কথা বলে গেলেন।

হাইলজোরের ফালু ও মমতাজ আলী সন্ধ্যায় এলেন। রাত ৯টার দিকে তারা চলে গেলেন। আমি তাদের পরামর্শ দিলাম রায়ের কপি সংগ্রহ করার জন্য।

এরপর এলেন আবদুল খান এবং তারপর এলেন গফুর আলী, বরু, জাহাদের ছেলে আমির ও চৌরাপাড়ার হাসুনিয়া কানা। হাসুনিয়া অভিযোগ করলেন তাকে জব্বারের ছেলে আমিরুদ্দিন পিটিয়েছে; সে চার সের চালের দাম দাবি করায়। আমি বরুকে বললাম আগামীকাল সকালে জব্বার অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার ভাইকে হাজির করার জন্য। তারা রাত ১০টায় চলে গেলেন।

লৌহজং থানার আবদুল গনি ও এক মুসাফির রাতে আমাদের বাড়িতে থাকলেন। আবদুল গনির ছেলে মতিউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : বেলা সাড়ে ১১টার দিক থেকে দুপুর প্রায় সোয়া ১২টা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হলো। অবশিষ্ট দিন বৃষ্টিশূন্য। চন্দ্রালোকিত রাতের আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

৬.১০.৫২

সকাল পৌনে ৬টায় উঠেছি।

জবু, কদ্দুস এবং পরে আক্কাস আলী, ওয়ারিস আলী, আনসু প্রমুখ সকাল ৮টার দিকে এলেন। সকাল প্রায় ১০টা পর্যন্ত আমাদের নতুন বাড়িতে বসে জব্বারের কার্যকলাপ নিয়ে আলাপ করা হলো। এরপর তারা চলে গেলেন। তারপর এলেন আবদুল মোড়ল ও আবদুল খান; আবদুল মোড়লের কালবাড়ি জমির সাফকবলা নিয়ে। আমি আবদুল মোড়লের জমির দাগ নম্বরগুলো লিখে রাখলাম। তারপর মোড়ল চলে গেলেন।

বেলা ১১টার দিকে এল আসু। আবদুল খান ও আমি তাকে বললাম চৌরাপাড়ার হাসুনিয়া কানা ও আমিরুদ্দিনের ঝগড়াবিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য। সে ও বরু নিষ্পত্তির জন্য আগামীকাল সকালে সময় নির্ধারণ করে চলে গেল। সকাল সাড়ে ১০টায় দিকে দিগধার ভাইসাহেব এলেন। তিনি দুপুরের খাবার খেলেন এবং বিকেল ৫টার দিকে চলে গেলেন। কুশদির ছেলেটির স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক মন্তব্য করলেন না। এবং আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে কোনো ভোজে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে শমসেরউদ্দিন সরকারের কার্যকলাপ অনুমোদন করলেন না। পাড়ার লোকজন দিনের বেলা এবং রাতে স্কুল ঘর নির্মাণে কাজ করল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের ও রাতের আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

জাহান্দার এবং অন্যরা আমাকে মধ্য রাতের দিকে জাগিয়ে তুলল সাইকেলের বিষয়ে। আমি বিরক্ত হলাম এবং তাদেরকে চলে যেতে বললাম।

বি. দ্র. বাঘিয়ার দুলুর মা ৩.১০.৫২ তারিখ দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। পূজা, মহররম ইত্যাদির পর আজ থেকে পুনরায় স্কুল শুরু হলো।

সকাল ৯টায় সাইকেলে শ্রীপুর গেলাম। বুলবুলের জন্য ওষুধ নিলাম এবং দফতুকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দিলাম। আমি বেলা আড়াইটার দিকে ফিরে এলাম। শ্রীপুর

যাওয়ার সময় খেয়াঘাটে পেলাম হাকিম মিয়া, শহিদ ও ইয়াকুব আলী শিকদারকে। তারা কাচারি ঘর তৈরির একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজছেন।

খেয়া নৌকা থেকে কটেরটেকের মজিদ নেমে এলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, জব্বার ও তার মধ্যে চলা মামলায় আমি যেন কোনো পক্ষাবলম্বন না করি। ফকিরের কাচারিতে আবদুল খান খন্দকারকে নিয়ে বসেছেন। ওয়ারিস আলী, আনসু, সানফা, রহমান প্রমুখ বিকেলে স্কুল ঘর তৈরির কাজ করল।

আজ সন্ধ্যায় দক্ষিণের খেতে মরিচ ও মুলার বীজ রোপণ করা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : বেলা ২টা পর্যন্ত প্রখর রোদ। এরপর মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। রাতের শেষ ভাগে ঝড়ো বাতাসসহ বেশ এক পশলা বৃষ্টি হলো। নমনীয় পরিবেশ।

৮.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

অবিরাম বৃষ্টির কারণে সারাদিন ঘরেই রইলাম। ইসাব আলী মামা মধ্য দুপুরে এলেন এবং আমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেলেন। তিনি নাসু মিয়ার বিয়ের প্রস্তাবের কথা তুললেন। কিন্তু অতীত সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে যায় বলে আমি এতে আপত্তি জানালাম। সন্ধ্যায় তিনি চলে গেলেন।

শামসু পেপে নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে ছিলেন দিগধার সমিরউদ্দিন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : কোনো বিরতি ছাড়াই সারাদিন বৃষ্টি। বিষণ্ন পরিবেশ কোনো বাতাস নেই। বৃষ্টিও প্রবল নয়। সন্ধ্যায় একবার থামলেও রাতে আবার বৃষ্টি শুরু হলো। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৯.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। সকাল ৯টায় ডিসপেনসারিতে

গেলাম। বুলবুল ও দফতুর জন্য ওষুধ নিলাম।

স্কুল অফিসে সালেহ আহমদ মন্ডল আমাকে ধরলেন। তার জন্য ডিএফও বরাবর একটি দরখাস্ত লিখে দিলাম। মাওনার সভাপতি আমাকে গফুরের দোকানে চা খাওয়ালেন। গফুরের দোকানে আমার নামে লেখা বকেয়া ৪ টাকা পরিশোধ করলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আমাকে দুপুর খাওয়ালেন। বিকেলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গোসিঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। ফকিরের কাচারি ঘরে জামাত আলী, কেরাত আলী ও আবদুল মোড়লকে পেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। সারাদিন ও রাত বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ। অল্প সময়ের বিরতি দিয়ে সারাদিন-রাত বৃষ্টি। বিকেল সাড়ে ৩টার থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১০.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সারাদিন ঘরেই কাটালাম। মধ্য দুপুরে আনসু, ওয়ারিস আলী, করম আলী প্রমুখ এলেন।

বিকেল ৫টায় গেলাম কেওয়ার বাপের বাড়িতে। সোবহানকে নিয়ে সালিশে বসলাম। আবদুল খান, ওয়ারিস আলী, করম আলী, সোবহান, গেরাম আলী, জাফর আলী প্রমুখ যোগ দিলেন। আকবর আলী দরদরিয়ার বাড়িতে থাকলেও এলেন না। যদিও তিনি আজ দুপুরে সালিশে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সালিশে কিছুই হলো না। আমরা সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন বিষণ্ন পরিবেশ। এক টানা বৃষ্টি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্যত কোনো বিরতি না দিয়ে কখনো কখনো প্রবল আকারে বর্ষণ। রাত বৃষ্টিশূন্য। মধ্য রাতের পর আকাশ আংশিক পরিষ্কার এবং ভেসে বেড়ানো মেঘের মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছিল চাঁদ ও তারা। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১১.১০.৫২

-শ্রীপুর-

ভোর ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। বিকেলে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বাজারে গেলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কেনাকাটা করলেন। কেনাকাটা শেষে তার বাসায় ফিরলাম। ওখানে সিএস ইন্সপেক্টর, ফরেস্টার জেড হক, ফরেস্টার মোসলেম চৌধুরী প্রমুখসহ জাম্বুরা খেলাম।

রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে পাশা খেললাম।

বেলা ১১টার দিকে রেঞ্জার করিম আমার সঙ্গে স্কুলে দেখা করেছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, ডিএফওর সামনে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। তার মামলার সূত্রেই বিকেলে ডিএফও এখানে এসেছেন। শামসুর হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দিলাম। সে বাড়ি থেকে এসেছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহওয়া : সারাদিন এবং রাতে কোনো বৃষ্টি হয়নি। রাতে আকাশ মেঘলা। দিনের বেলা সূর্য উঁকি দিয়েছিল। নমনীয় পরিবেশ।

১২.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। বেলা ১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত একজন জাদুকর আমাদের স্কুলের ছেলেদের তার খেলা দেখালেন।

১৩.১০.৫২ তারিখে একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে বেলাসীর দুটি ছেলে আমার কাছে এল। আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম না।

বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। সেখানে পত্রিকা পড়লাম। স্টেশনে রাত ৯টা পর্যন্ত কাওরাইদের হাসমতের সঙ্গে স্কুল নিয়ে আলাপ করলাম। খাবার খেয়ে ঘরে ফিরলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাতে নিস্প্রভ পরিবেশ। দিনের বেলা সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়েকবার বৃষ্টি হলো। নমনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১৩.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে।

আজ সকাল থেকে পড়া শুরু করলাম—সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত।

বিকেলে মফিজউদ্দীন সিকদার, তার চাচাত ভাই ও হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে দেখা করলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তাদের মামলার বিষয়ে। আমি কোনো সুনির্দিষ্ট মত দিলাম না। আমি তাদের পরামর্শ দিলাম যুক্তিসম্মতভাবে বিষয়টির সুরাহা করার। তারা চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : বৃষ্টি নেই। দিনের বেলা আকাশ আংশিক পরিষ্কার। রাতে, বিশেষ করে রাতের শেষভাগে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। কুয়াশা জমে ছিল, সূর্যের আগমনে তা উধাও হয়ে গেল। সহনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১৪.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

পড়াশোনা করলাম সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। বাড়ি থেকে দফতু এল। আমি ডিসপেনসারিতে গেলাম সকাল সাড়ে ৯টায়। তাকে ওষুধ দিলাম। তারপর সে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। রাত ১০টার দিকে খাবার খেয়ে ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি হলো। অবশিষ্ট দিন বৃষ্টিশূন্য। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

১৫.১০.৫২

–ঢাকা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

পড়াশোনা সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। আমি যখন সকালে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হচ্ছিলাম তখন পেলাইদের হাসান আলী মোড়ল নামে এক ব্যক্তি আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন স্বাক্ষর না মেলায় তিনি তার ডাকঘরের সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। আমি বেলা ২টায় পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে দেখা করলাম এবং হাসান আলী মোড়লের জামিনদার হয়ে তার জন্য ৫০০ টাকা উঠানোর ব্যবস্থা করলাম। হারিস ও শাহাদত আলী পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। পৌঁছেই সোজা গেলাম বংশালে ফজলু মোক্তারের বাড়িতে। তিনি আদালত থেকে ফিরলেন সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফজলু ও আমরা সবাই গেলাম মোমেন উকিলের বাসায়। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হারিসের মামলা নিয়ে আলোচনা করলাম। রাতে আমি ফজলু মোক্তারের সঙ্গে তার বাড়িতে রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিনে ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় পরিবেশ।

১৬.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ফজলুর সঙ্গে তার চেম্বারে বসলাম। হারিসের মামলার অভিযোগের জবাব প্রস্তুত করলাম। ফজলুর বাড়িতে গোসল ও তার সঙ্গে নাস্তা সেরে তাকে সঙ্গে নিয়ে সকাল সোয়া ১০টায় আদালতে গেলাম। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতে রইলাম। কামরুদ্দীন সাহেব, কোরবান আলী, কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব, মোমেন, জহির, জাহেরুদ্দিন সাহেব প্রমুখের সঙ্গে কথা বললাম।

কামরুদ্দীন সাহেব ও কোরবান আলী আলোচনা করলেন ইউনাইটেড পার্টি নিয়ে। বেলা ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খালেক সাহেবের

আদালতে ছিলাম। রেঞ্জার আসিরুদ্দিন, ফরেস্টার সেকেন্দার আলী ও অন্যান্য গার্ডদের পেলাম। ফরেস্ট মামলার পরিবর্তে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পুলিশি মামলা আদালতে তোলা হলো। সাক্ষিদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর বেলা আড়াইটায় আদালত মুলতবি হলো।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফজলুর বাড়িতে গেলাম। আমার ব্যাগ নিয়ে সোজা গেলাম কেমব্রিজ ফার্মেসিতে। ডা. করিম বললেন, ক্রেতার অনুকূলে তিনি তার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন এবং নবাবপুর রোডে একটি নতুন দোকান নিচ্ছেন। আমি তার সঙ্গে একমত হলাম। করিমের মেজ ভায়রা, করিম, আমি এবং একজন ডাক্তার নবাবপুরের কাছে বাজারের ক্রসিংয়ে এক বাড়িতে মাজেদ সরকারের সঙ্গে দেখা করলাম। দোকানের মালিক একজন হিন্দু ভদ্রলোক। তার উপস্থিতি ও সম্মতিতে দোকানের ভাড়ার নিষ্পত্তি করলাম। সেখানে চা ও মিষ্টি খেয়ে ফার্মেসিতে ফিরলাম। করিম আমাকে ঠাটারি বাজারে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর গেলাম তোপখানা রোডে।

রাতের খাবার খেয়ে ওখানেই রয়ে গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। দিনের বেলা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত একটু গরম। এরপর নমনীয় পরিবেশ।

১. ১১.১০.৫২ তারিখে পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিং ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো। খাজা নাজিমুদ্দিন সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন।

২. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশন ১২.১০.৫২ তারিখে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো। সংবাদপত্রে প্রকাশ খাজা নাজিমুদ্দিন ও নুরুল আমিনকে শ্রোতারা চিৎকার-চেচাঁমেচি করে থামিয়ে দিয়েছে (*আজাদ*, ১৩.১০.৫২, ঢাকা)।

৩. পাটের দর প্রতি মণ ৭ টাকা থেকে ৯ টাকার মধ্যে। বাজারের কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

৪. ধান প্রতি মণ ১৬ থেকে ১৭ টাকা এবং চাল প্রতি মণ ২৬ থেকে ২৮ টাকা।

১৭.১০.৫২

সকাল সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল পৌনে ৮টায় ভাবীর সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। সকাল সোয়া ১০টা পর্যন্ত ওখানেই রইলাম। সকাল পৌনে ১১টায় পাটুয়াটুলি গেলাম এবং স্কুলের জন্য কিছু কেনাকাটা করলাম। এরপর ঠাটারি বাজার ফিরে এলাম। খাবার খেয়ে বেলা ১২টায় স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। শ্রীপুর ফিরলাম বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে। একই কামরায় আমার সঙ্গে এলেন কালু মণ্ডল ও মজিদ মণ্ডল। ট্রেনে জালালকে পেয়েছিলাম। সে একই ট্রেনেই কাওরাইদ যাচ্ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নবম শ্রেণীর কাগজপত্র পরীক্ষা করলাম। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার। প্রখর রোদ। দিনের বেলায় গরম। রাত ১০টার পর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নেমে এল।

১৮.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকালে জয়দেবপুর যাওয়ার পথে কটেরটেকের কুদ্দুস আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সাবু ও সাহুর পক্ষে কটেরটেকের আক্কাস আলীর সাফকবলা তৈরি করার জন্য কুদ্দুস জয়দেবপুর যাচ্ছিলেন।

বাড়ি থেকে দফতু এল। সকাল ১১টায় ওষুধসহ ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ক্লাবেই ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৯.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুল অফিসে রইলাম বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। ওসি এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে ফরেস্ট অফিস, ভেটেরিনরি হাসপাতাল, স্টেশন মাস্টার প্রমুখের কাছে গেলাম ক্লাবের সদস্য চাঁদার জন্য। ফরেস্টার এ লতিফ আমাদের চা খাওয়ালেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। খাবার খাওয়ার পর জাহান্দার, আমজাদ প্রমুখের সঙ্গে শাহাবুদ্দিন ও মোড়ল বাড়ির কার্যকলাপ নিয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত কথা বলে ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সোয়া ১০টায়।

আবহাওয়া : প্রখর রোদ। সারাদিন ও রাতে পরিষ্কার আকাশ। রাতের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গরম। অবশিষ্ট রাত ঠাণ্ডা, বিশেষ করে রাতের শেষভাগে কাঁথার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

২০.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। ঢাকায় যাওয়ার পথে ইজ্জত আলী সরকার স্কুলে এলেন। আমি তাকে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের কাগজের বিষয়ে বললাম। এ ছাড়াও সেক্রেটারি নির্বাচন নিয়েও কথা বললাম। তিনি বেলা ২টায় চলে গেলেন। জেলা বোর্ড বাংলোতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বসে দাবা খেললাম; বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। এরপর ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য কোর্ট প্রস্তুত করলাম। আবগারি ইন্সপেক্টর তার বাড়ির সামনে ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট তৈরি করার ব্যাপারে আপত্তি তুললেন। বোঝা গেল এএসআই এ গনি, পোস্ট মাস্টার প্রমুখ আগে থেকেই এ বিষয়টি জানতেন এবং তারা তার পক্ষে কথা বললেন।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। রাতে খাবারের পর আমজাদকে ঢাকা পাঠালাম রফিকের জন্য। রাত ৯টা পর্যন্ত আমি স্টেশন কক্ষে স্টেশন মাস্টার ইদ্রিসের সঙ্গে বসলাম। এরপর ঘরে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। আগাম শীতের পূর্ণ ছোঁয়া।

২১.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৪টায় উঠেছি।

সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে।

সকালে হাসান মন্ডল আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমরা তার গোডাউনে বসলাম এবং শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের সেক্রেটারি নির্বাচন নিয়ে কথা বললাম। আমরা দুজনে থানায় গেলাম। ওসি তার কাছ থেকে ক্লাবের মাসিক চাঁদা চাইলেন। তিনি সকাল ৮টায় চলে গেলেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও পরে আবগারি ইন্সপেক্টর থানায় এলেন। ওসি এবং আমরা সবাই আবগারি ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে বাড়ির সামনে ব্যাডমিন্টন কোর্টের বিরোধমূলক স্থানটিতে হাজির হলাম। ভেটেরিনরি সার্জন, মজিদ মন্ডল ও আজিজ মন্ডল এবং আমরা সবাই আবগারি ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করলাম খেলার মাঠটির জন্য। কিন্তু তিনি নাছোরবান্দা। এ কারণে আমিও ক্ষুব্ধ হলাম। মজিদ মন্ডল ও আজিজ মন্ডল রসগোল্লা নিয়ে এলেন ওসি, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমার জন্য। আমরা তা স্যানিটারি অফিসে নিয়ে গেলাম। তারপর চলে এলাম। আমি সোজা স্কুলে গেলাম।

করম আলী তার মামলার জন্য টাকা ধার করতে এল। আমি টাকা ধার দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলাম। তাকে চা খাওয়ালাম। বরমি গেলাম বেলা ২টার ট্রেনে। সঙ্গে গেল নিজামউদ্দিন, ফরেস্টার মোসলেম চৌধুরী ও ছাত্ররা। খেলা শুরু হলো বিকেল সোয়া ৪টায়। ১-০ গোলে আমরা খেলায় জিতে গেলাম এবং শিল্ড পেলাম। এফ এ মান্নান ছিলেন রেফারি ও ডা. কামরুদ্দিন ছিলেন সভাপতি। নয়ানগর টিম প্রতিবাদ জানালেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা হেঁটে শ্রীপুর পৌছলাম রাত পৌনে ৯টায়।

রফিক আমার সঙ্গে রইল। অন্য খেলোয়াড়রাও রাতে একটি রুমে থাকল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২২.১০.৫২

-ঢাকা ও ফিরে আসা-

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। রেঞ্জার আসিরুদ্দিন, ফরেস্টার মোসলেম চৌধুরী ও আলিমুদ্দিন, আকবর, আলী, আশরাফ আলী মৌলবি, করম আলী, আবদুল মোড়ল, বরু প্রমুখ তাদের নিজ নিজ মামলায় আদালতে হাজির হতে ঢাকার উদ্দেশে একই ট্রেনে উঠেছেন। ঢাকা স্টেশনে পেলাম ডা. গিয়াসউদ্দিন ও রমিজউদ্দীনকে।

বেলা সাড়ে ১১টায় ৬ষ্ঠ মুন্সেফ আদালতে মফিজউদ্দীনের জন্য হাজিরা নথিভুক্ত করলাম। বিরোধী পক্ষ সময় প্রার্থনা করল। ২২.১১.৫২ তারিখ সময় নির্ধারণ হলো। বার লাইব্রেরির সেক্রেটারির রুমে কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব, আতাউর রহমান খান সাহেব, কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব ও আমি দুপুরের খাবার খেলাম। কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ও আতাউর রহমান খাঁন সাহেব আমাদের খাওয়ালেন। আতাউর রহমান খান সাহেবের কাছ থেকে নতুন চীনের কথা শুনলাম। বিকেল ৪টায় বার লাইব্রেরি থেকে বের হলাম। ডা. করিমের সঙ্গে তার ফার্মেসিতে দেখা করলাম এবং ১১৯ নবাবপুর রোডে আমাদের প্রস্তাবিত কিশোর মেডিকেল হলের প্ল্যানিং কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলাম। বাকি ও নুরুল ইসলাম সেখানে ছিলেন।

সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। স্টেশন মাস্টার ইদ্রিস সাহেব সঙ্গে এলেন। আমাকে শ্রীপুর স্টেশনে আকবর আলী ও আশরাফ আলী মৌলবি বললেন করম আলীর মামলা আজ বাতিল হয়ে গেছে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাতে আকাশ পরিষ্কার। আবহাওয়া আগের মতোই। বৃষ্টি ছিল মাঝারি ধরনের। এই বৃষ্টির আগে ছিল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

২৩.১০.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাসায় নাস্তা খেলাম। সকাল ৮টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সোজা আদালতে গেলাম। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রথম সাব জজের আদালতে হাজিরা নথিভুক্ত করলাম। ইসলামপুরের অ্যামপ্যাথি থেকে ক্লাবের জন্য মোহন সিরিজের ছয়টি বই কিনলাম। বেলা ১২টায় বার লাইব্রেরিতে কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব প্রমুখের সঙ্গে দেখা করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর ফিরলাম।

ট্রেনে থেকে নেমে সিডি হোমের সুপারিনটেনডেন্ট শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে কথা বললাম। তারপর জেলা বোর্ড বাংলোয় রিলিফ অফিসারের সঙ্গে প্রায় আধা ঘন্টা কথা বললাম।

বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার বাসার সামনে বসে কথা বললাম। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন পোস্ট মাস্টার।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : খুবই উষ্ণ দিন। সূর্যের প্রখর তাপ। রাত আসার পর পরিবেশ একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে এল। রাতে আরামদায়ক পরিবেশ।

২৪.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টার দিকে আমার কাছে বলাই বাবু এলেন। শ্রীপুরে শিল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় উপস্থিত থাকতে ডিএফওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলাই বাবুর জন্য আমি একটি চিঠি লিখে দিলাম। তার অনুরোধে আমি আগামীকাল এসডিও (উত্তর)-এর কাছে যেতে সম্মত হলাম; তাকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানাতে।

সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের খাতা দেখলাম। শুধু খাবার খাওয়া ও গোসলের সময়টিতে বিরতি দিলাম।

সন্ধ্যা থেকে রাত ৭টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ক্লাবেই রইলাম। রাত প্রায় সাড়ে ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কম্পাউন্ডারের সঙ্গে ইসমাইল খানের দোকানে বসে মণ্ডলদের নিয়ে, বিশেষ করে কালু মণ্ডলকে নিয়ে কথা বললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার। সারাদিনই উত্তর-পশ্চিমের বাতাস এবং প্রখর রোদ থাকলেও পরিবেশ আরামদায়ক।

২৫.১০.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। পরিদর্শক জব্বার সাহেব একই কামরায় ঢাকা পর্যন্ত আমার সঙ্গী হলেন। তারপর জেলা বোর্ড অফিস পর্যন্তও গেলেন। সারাপথ তিনি সিংহস্রী এইচ ই স্কুল ও জেলা বোর্ডের কাজকর্মের ব্যাপারে তার সঙ্গে মোড়লদের আচরণ নিয়ে কথা বললেন। সকাল ১০টায় এসডিওর আদালতে গেলাম। এসডিও (উত্তর) এলেন বেলা সোয়া ১১টায়। আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং আমন্ত্রণ জানালাম ২৬ অক্টোবর রোববার ১৯৫২ তারিখে মণ্ডল ব্রাদার্স শিল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় সভাপতিত্ব করার জন্য। আমাদের অনুরোধ রক্ষায় তিনি তার অপরাগতা প্রকাশ করলেন। আমি বেলা সাড়ে ১১টায় তার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর ডিএবি অফিসে গেলাম এবং জানতে পারলাম এসআই সেলিমউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছেন এবং তিনি ছুটিতে আছেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের জন্য ফলমূল ইত্যাদি কিনলাম। শ্রীপুর ফিরলাম বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের ট্রেনে। বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে রইলাম এবং আগামী কালকের ফাইনাল খেলার আমন্ত্রণপত্র লিখলাম।

সন্ধ্যায় গোসিঙ্গার নায়েব বেলায়েত হোসেন আমাকে গফুরের দোকানে চা খাওয়ালেন।

ওসির সঙ্গে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেললাম। ছেলেদের সঙ্গে থানা, আবগারি অফিস, ফরেস্ট অফিস ইত্যাদি স্থানে গেলাম এবং বরমি শিল্ডের জন্য চাঁদা আদায় করলাম। বরমি শিল্ডে স্কুল টিম জয়ী হয়েছে।

রাত সাড়ে ৯টার দিকে খাবার খেয়ে ফিরলাম ও বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : সারাদিন বাধাহীন রোদ। তবে কিছু বাতাস থাকায় তেমন একটা গরম অনুভূত হলো না। রাতে আকাশ পরিষ্কার। পরিবেশ ঠাণ্ডা, বিশেষ করে শেষ রাতে কাঁথার প্রয়োজন হলো এবং শীতের ঝাঁকুনি লাগল।

২৬.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত স্কুলে। আস্কর পণ্ডিত ও নিশুয়ারির কাদের আমাদের স্কুল অফিসে এসে বসে ছিলেন। বেলা ৩টায় আমি তাদের জাম্বুরা দিয়ে আপ্যায়ন করলাম।

আজ বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে মণ্ডল ব্রাদার্স শিল্ডের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো আনসার ও ফরেস্ট টিমের মধ্যে। খেলা হলো বেশ উন্নত ধরনের। ফরেস্ট টিম ১-০ গোলে জিতে গেল। জয়দেবপুরের নোয়াব আলী রেফারির ভূমিকা পালন করলেন এবং ঢাকার ডিএফও সভাপতিত্ব করলেন। সন্ধ্যা ৭টার ফরেস্ট বাংলোতে ডিএফওর সঙ্গে ওসি, সেকেন্ড অফিসার ও আমি নৈশভোজে যোগ দিলাম। আমরা সরকারের নীতি নিয়ে রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত কথা বললাম। ডিএফও সরকারের নীতির সমালোচনায় অংশ নিলেন। বিশেষ করে শিক্ষা প্রসঙ্গে।

রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে আমরা তিনজন আনসার ক্লাবে ধনাই বেপারির আয়োজিত ভোজে অংশ নিলাম। ডা. আহসানউদ্দিন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ভেটেরিনরি সার্জন এ সালাম, এএসআই এ গনি, কালু মণ্ডল, সালেহ আহমদ মণ্ডল, মজিদ মণ্ডল প্রমুখ অংশ নিলেন। ধনাই বেপারি উপস্থিত ছিলেন। আয়োজন বেশ ভালো ছিল। পোলাও, কালিয়া ও ডাল এবং দধি পরিবেশন করা হলো।

রাত ১০টার দিকে বাসস্থানে ফিরলাম এবং বিছানায় গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৭.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত স্কুলে। খুব সকালে মফিজউদ্দীন আমার সঙ্গে দেখা করেছে। সে আমাকে ধালিয়ার হালিম খানের ছেলের বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে জানাল। আমি তাকে আগামী বৃহস্পতিবার গিয়াস ভাইসাহেবকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য বললাম। সে সকাল ৭টায় চলে গেল। মফিজউদ্দীন গতকাল এসেছে এবং গত রাতে ইসমত সরকারের বাড়িতে আইয়ুব আলী ও ওয়ারিস আলীর সঙ্গে ছিল। আইয়ুব আলীকে আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করে দিলাম। সকাল সাড়ে ৮টায় ওয়ারিস আলী এটি নিয়ে গেলেন।

বিকেল ৪টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেললাম মালেক সাহেব, উষা ও আহমদের সঙ্গে।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আহমদকে সঙ্গে নিয়ে সাত্তার খানের বাড়িতে গেলাম। ওখানে গাছার পিইউবি সিরাজুল হক ও আরো কয়েকজন লোক এসেছেন সাত্তার খানের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের যোগসূত্রে। খাবার খেলাম রাত ১০টায়। রাত প্রায় সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আলাপ হলো। ফেরার সময় কম্পাউন্ডার মোল্লা ও হাসান মণ্ডলের সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলাম। সরকার রাতে আমার ঘরে রয়ে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত আকাশ পরিষ্কার। দিনের বেলা গরম নেই। রাতে ঠাণ্ডা এবং বিছানায় যাওয়ার পর থেকেই কাঁথার প্রয়োজন হলো।

২৮.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সোয়া ৩টা পর্যন্ত স্কুলে। গাছার সিরাজুল হক সাহেবকে বিদায় জানালাম। তিনি সকাল ৮টার ট্রেনে চলে গেলেন। ইসমাইল খানের দোকানে সামাদ খান ও সাত্তার খানের সঙ্গে আহমদের বিয়ে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বললাম সকাল ৯টা পর্যন্ত।

বিকেলে সিডি হোমের নিলামে যোগ দিলাম। রিলিফ অফিসার, সুপারিনটেনডেন্ট

জে এ জাইদি, সাত্তার খান প্রমুখ আমার সঙ্গে বসলেন। বিকেল ৫টায় উঠলাম। সন্ধ্যায় আহমদ, ঊষা ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম।

রাতের খাবার খাওয়ার সময় টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থেকে এক ভদ্রলোক হাবিব আহমদ নামে একটি ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে হাজির হলেন। ছেলেটিকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য হাসান মণ্ডলের একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন তিনি। তারা রাতে আমার ঘরেই ঘুমাল।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৯.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুলের পর শিক্ষকদের একটি বিবৃতি প্রস্তুত করলাম এবং এটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর কাছে পাঠালাম। সকালে স্কুলে গিয়ে হাবিব আহমদকে ভর্তি করে নিলাম। সকাল ৮টায় স্টেশনে তাদের বিদায় জানালাম। ২৬.১০.৫২ তারিখ দিবাগত রাতে ফরেস্টার এ লতিফ ও স্টেশন মাস্টার কোরেশির মধ্যে বেধে যাওয়া ঝগড়া খতিয়ে দেখতে রেঞ্জার এবং তার পুরো কর্মী বাহিনী স্টেশন কক্ষে এসেছেন। শিল্ড বিজয়ের ওই দিনে এ লতিফ ব্যান্ড পার্টি নিয়ে কোরেশির কোয়ার্টার গিয়েছিলেন। আমি ওখানে এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করলাম ও আপসে বিষয়টির সুরাহা করলাম। এ লতিফ ও কোরেশির হাত মেলালেন। কোরেশি ডিটিএস বরাবর এই ফলাফলের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন যে, একটি আপসরফায় পৌঁছানো গেছে। আমরা সবাই সকাল ৯টায় উঠলাম।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ডা. আহসানউদ্দিন, ঊষা এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম।

খাবার খেলাম। রাত সাড়ে ৮টায় বাড়ি ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩০.১০.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। বেলা পৌনে ৩টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। শ্রীপুর থেকে আমাদের বাড়ির সোজা উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত রায়েদের মুসলেহউদ্দিন আমাকে সঙ্গ দিলেন। বাড়ি পৌছলাম বিকেল সাড়ে ৪টায়।

গিয়াস ভাইসাহেব সন্ধ্যায় এলেন। রাতে তিনি রয়ে গেলেন। কটেরটেকের জব্বার ও জয়নার বাপ রাতে এলেন ও কথা বলে চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : শ্রীপুরে অনুভূত ঠাণ্ডার সঙ্গে তুলনা করলে এখানে ঠাণ্ডা অনেকটাই কম। উজ্জ্বল রাত ও দিনের বেলায় আকাশ পরিষ্কার। প্রখর রোদ।

৩১.১০.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

গিয়াস ভাইসাহেবের সঙ্গে পিঠা ইত্যাদি দিয়ে নাস্তা খেলাম। ধলিয়ার হালিম খানের ছেলের সঙ্গে বুলবুলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ করলাম। আমি তাকে বললাম ওই পক্ষের মতামতের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে এবং তারপর আমার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি তারিখ ধার্য করতে। যাতে ডা. করিম ও তাকে সঙ্গে করে আমি ব্যক্তিগতভাবে সব কিছু দেখে আসতে পারি। গিয়াস ভাইসাহেব সকাল ১১টায় চলে গেলেন।

সকালে দেওনার সহিদ আলী, তারপর ওয়ারিস আলী, আনসু, রজব আলী, কাশুর বাপ প্রমুখ এলেন। তাদের সঙ্গে নদীর পাড়ে গেলাম, যেখানে আকবর আলীর ছেলে প্রমুখ আমাদেরকে না জানিয়েই আমাদের খালের মাছ ঘের দিয়ে রেখেছে। ওখানে আরো শুনতে পেলাম তারা তাদের অংশীদার মাজি ও শারুকেও ঠকিয়েছে। তাদেরকে ছাড়াই রাতের বেলা তারা চুপি চুপি মাছ ধরত। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ওখানে থেকে ফিরলাম।

বাড়ি এসে দেখলাম আবদুল খান বসে রয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললেন যেন মাছ ধরার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

বিকেলে আমি বেপারি বাড়ির কাছে আমাদের ধান খেতগুলো দেখতে গেলাম।

সন্ধ্যায় আক্কা, জব্বার, ওয়ারিস আলী, আনসু, সাফি ও অন্যরা এল। তারা স্কুলের ব্যাপারে আলাপ করল। বিকেল ৪টায় হোসেন মৃধা আমাকে আগামী রোববার রায়েদে অনুষ্ঠিতব্য সভার বিষয়টি মনে করিয়ে দিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১. ধান ও চালের মূল্য স্থির রয়েছে। গড়ে প্রতি মণ যথাক্রমে ১৬ টাকা ও ২৬ টাকা।

২. পাটের বাজারে মন্দা। বাজারে লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৬ টাকা থেকে ১০ টাকা। এমনকি কখনো কখনো নেমে আসছে ৩ টাকা থেকে ৪ টাকায়। বগি পাট প্রতি মণ ১২ টাকা থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

৩. সাধারণভাবে মানুষের অবস্থা খুবই দুর্দশাপূর্ণ। টাকা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে; সাধারণ দ্রব্যমূল্য উঁচুতে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে। লোকজনের অবস্থা ১৯৪৩ সালের চেয়েও শোচনীয়। যদিও ১৯৪৩ সালের মতো সাধারণ মৃত্যু নেই, তবু মানুষের জীবনধারণের শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

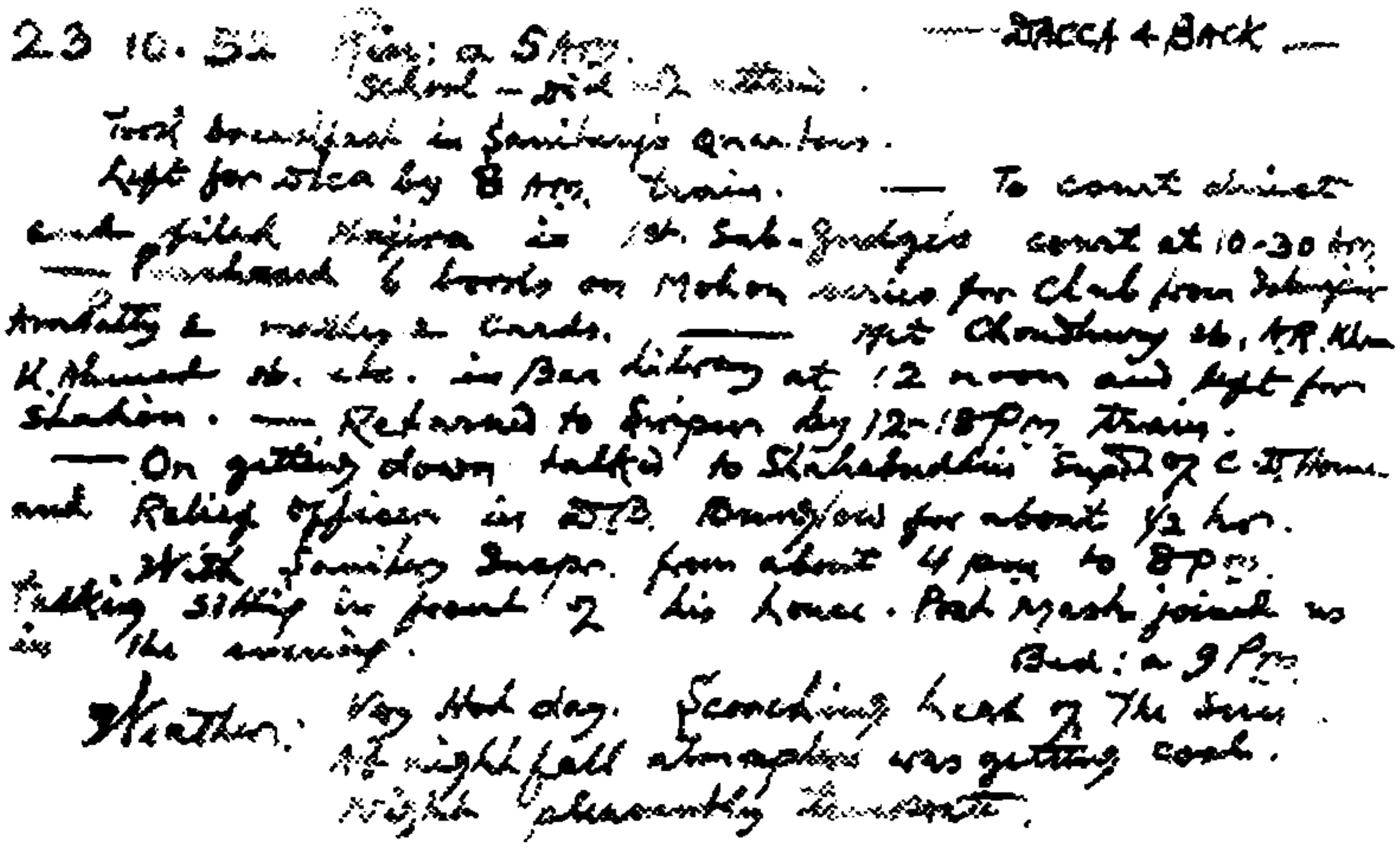

১ নভেম্বর, শনিবার

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে।

দিগধা থেকে সকাল সাড়ে ৬টায় আমার বোনের মেয়ে মল্লিকার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে মেসবাহউদ্দিন এলেন। গত রাতে সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার বয়স হয়েছিল ১ বছর ৭ মাস।

সকাল সাড়ে ৯টায় সাইকেলে শ্রীপুর পৌঁছলাম। সন্ধ্যায় আহমদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও সুবোধ প্রমুখের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ছিলাম। এসআই জেড হক সাহেব তার বিভাগীয় পরীক্ষার জন্য সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে আমার কাছ থেকে তথ্য টুকে নিলেন।

রাতে টুকু মিয়া আমার ঘরে থাকলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। রাতে আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। শীত নেই।

২.১১.৫২

–রায়েদে সভা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টায় রায়েদের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হলাম। শ্রীপুর

থেকে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত কুদরত, জাহানদার, সুবোধ, কাশেম, আমজাদ, এলাহী, বাবর আলী প্রমুখ এল। তারা কাপাসিয়ার উত্তর খামের এইচ ই স্কুল খেলার মাঠে ফুটবল ফাইনাল খেলায় অংশ নিতে মৈশন যাচ্ছিল।

আমি বাড়িতে গোসল করেই বেলা ১টায় আড়ালের হেলাল মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রায়েদের উদ্দেশে রওনা হলাম। রায়েদে পৌঁছে ডা. মমতাজউদ্দিনের বাড়িতে খাবার খেলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সভা শুরু হলো। আমি সভাপতিত্ব করলাম। নাসিরউদ্দিন মৌলবি প্রথমে বক্তৃতা করলেন। তারপর লোহাদির মৌলবি বক্তৃতা করলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। মাগরিব নামাজের পর হেলাল মিয়া বক্তৃতা করলেন আধ ঘন্টা ধরে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত আমি বক্তৃতা করলাম মূলত বর্তমান সময়ের রাজনীতি ও মুসলিম লীগের এমএলএদের ভূমিকা নিয়ে। রায়েদ ও দরদরিয়ায় দুটি হাটের কারণে সভায় লোকজনের উপস্থিতি একেবারেই কম। মাত্র দেড় শ' জনের মতো। মধ্য রাত ১২টার দিকে বাড়ি ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : ভোর হওয়ার পর থেকেই আকাশ মেঘলা হতে লাগল এবং ভোর ৫টায় আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ভোর সাড়ে ৫টায় ঝড়ো বাতাসসহ মুষলধারে বৃষ্টি হলো প্রায় এক ঘন্টা ধরে। অবশিষ্ট দিন আকাশ পরিষ্কার। রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাত। কিন্তু এর পরই আকাশ মেঘলা হয়ে উঠল ও ভারী বর্ষণ নেমে এল এবং তা সকালে এক ঘন্টা ধরে অব্যাহত থাকল।

বি. দ্র. এই বৃষ্টি ধান ও সরিষার খুব ক্ষতি করল। সবেমাত্র ধানের শীষ দোল খাচ্ছিল। এমন সময় ঝড়ো বাতাস এ সবকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

৩.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন ঘরেই রইলাম। গোসল করা ও দুপুরে খাওয়া হলো না অবহেলা এবং বিকেলে বৃষ্টির কারণে। আক্কাস আলী বিকেল ৪টার দিকে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত আলাপ করলেন মূলত তার বাবার সঙ্গে সম্পর্কিত

পারিবারিক বিষয় নিয়ে। তার বাবা আজ বিকেলে সালিশ ডেকেছেন। বারিসাবোরের পিইউবি সোবহান সরকার সন্ধ্যা'য় আমাদের বাড়ি এলেন এবং রাতে থাকলেন। রাতে আমি তার সঙ্গে খাবার খেলাম।

সকালে মফিজউদ্দীন জয়দেবপুর গিয়েছিল রায়েদের চান্দু মিয়ার কাছ থেকে চরের জমি রেজিস্ট্রি করে নিতে। কিন্তু জমির সিএস নম্বরে ভুল থাকায় রাত ৯টার দিকে সে ফিরে এল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : খুব সকালে ভালো এক পশলা বৃষ্টি হলো। দিনের মধ্য ভাগে আকাশ আংশিক পরিষ্কার। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল বর্ষণ। রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ।

৪.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সোবহান সরকারের সঙ্গে নাস্তা করলাম। তারপর তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। আমি তার সঙ্গে জেলা বোর্ডের রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। কিন্তু তিনি জেলা বোর্ডের রাস্তা পাশে আমাদের ধান খেতের প্রান্তসীমায় বসে কুশদির এনায়েতুল্লাহ মুন্সির ছেলে লাল মিয়ার ব্যাপারে আলাপ করতে লাগলেন। তারপর বেলা ১২টার দিকে চলে গেলেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ছেলেটির দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাবেন। ওয়ারিস আলী সেই সময় বসে ছিলেন খেতের পশ্চিম প্রান্তে। তিনি আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এলেন এবং স্কুলের ব্যাপারে কথা বললেন। বেলা সাড়ে ৩টায় শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওয়ারিস আলীর বাড়ির কাছে মফিজউদ্দীনকে পেলাম। সে জয়দেবপুর থেকে আসছিল। মফিজউদ্দীন জানাল রেজিস্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

সূর্যাস্তের সময় শ্রীপুর পৌঁছলাম।

রাত প্রায় সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ইসমাইল খানের দোকানের সামনে বসে সালেহ আহমদ মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ করলাম। স্বল্প সময়ের জন্য ক্লাবে হাজির হলাম এবং ওসি, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর প্রমুখকে সেখানে পেলাম। খাবার খেলাম। আমার আবাসস্থলে ফিরলাম রাত সাড়ে ৯টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনের বেলা আকাশ পরিষ্কার। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। রাতে আকাশ পরিষ্কার। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

হেলাল মিয়া পেটের ব্যথায় ভুগছিলেন। আজির নৌকায় তিনি দুপুরে কাপাসিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন।

৫.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে। স্কুলের অফিসে কাজ করলাম বিকেল ৫টা পর্যন্ত। বেলা আড়াইটার দিকে আহমদকে সঙ্গে নিয়ে কাশেম সাহেব স্কুলে এসেছিলেন।

রাত ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, বলাই বাবু ও কাশেমের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। খেলার শেষে যাওয়ার পথে সেকেন্ড অফিসার জেড হকের সঙ্গে কালু মণ্ডলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে কথা বললাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : দিনে ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। ঠাণ্ডার মাত্রা বেড়েছে।

৬.১১.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে হাসান মণ্ডল, আহমদ ও কাশেমকে নিয়ে স্কুলের অফিসে গেলাম। হাসান মণ্ডল কাশেমকে একটি নিয়োগপত্র দিলেন। আমি তার কাছ থেকে হাবিব ব্যাংকের ২০০ টাকার একটি চেক গ্রহণ করলাম।

সকাল ৮টার ট্রেনে আহমদ ও কাশেমকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ট্রেনে আকবর আলী বেপারি আমার পাশে বসলেন এবং ঢাকা স্টেশন পর্যন্ত এলেন।

আমি সোজা হাবিব ব্যাংকের মৌলবি বাজার শাখায় গেলাম। সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে ব্যাংকের প্রবেশমুখে দেখা হলো নাইমুদ্দিনের সঙ্গে।

১ মৌলবি বাজারে মাহমুদ আলী সাহেবের সঙ্গে তার *নওবেলাল* অফিসে দেখা করলাম। সেখানে দেওয়ান মাহবুব আলী ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১২টা পর্যন্ত কথা বলে ওখান থেকে উঠলাম।

সোজা এলাম বার লাইব্রেরিতে। সেখানে পেলাম আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেব, জমির প্রমুখ ও কামরুদ্দীন সাহেবকে। কামরুদ্দীন সাহেব আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীতে তাঁর অভিজ্ঞতার একটি ফিরিস্তি দিলেন। আমি উঠলাম বেলা পৌনে ২টায়। অনুপস্থিত থাকায় এসডিও (উত্তর) কে পেলাম না। এসডিওর আদালতের সামনে সালেহ আহমদ মণ্ডল আমাকে ডাবের পানি খাওয়ালেন।

সাদির ও কফিলউদ্দীন মোক্তার প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। বেলা আড়াইটায় চলে এলাম। বেলা ৩টায় বাকির সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। তার সঙ্গে ১১৯ নবাবপুর রোডে কিশোর মেডিকেলে এলাম এবং বেলা সাড়ে ৩টায় সেখান থেকে উঠলাম। পাটুয়াটুলিতে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শাহিদার জন্য কাপড় ও জুতা কিনলাম। তারপর সোজা স্টেশনে এলাম। মানিক মিয়ার সঙ্গে বিকেল সাড়ে সাড়ে ৪টায় দেখা হলো বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিস জুতার দোকানে। সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীপুর পৌছলাম। গোসিঙ্গার আজিজ ঢাকায় আমার জন্য টিকেট কিনলেন। রাত ৯টার দিকে শরাফতের দোকানের বকেয়া টাকা পরিশোধ করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. ৪.১১.৫২ তারিখ থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় আমি ঠাণ্ডায় ভুগছি।

৭.১১.৫২

–বাড়ি ও ফিরে আসা–

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সেমাই খেলাম। নবম শ্রেণীর ছাত্র ইসমাইলের কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। শাহিদার জন্য নেওয়া কাপড় ও জুতা দেখে মার নির্দয় মন্তব্য ও মুখাবয়বে আমি খুবই বেদনাহত হলাম। গোসল করলাম এবং দুপুরের খাবার খেয়ে

শ্রীপুর ফিরলাম বিকেল সাড়ে ৪টায়।

বাড়ি ছাড়ার সময় আমি আফসুকে বললাম, সে নিজে যেন আগামীকাল সকালে রফির কাছে ২০ টাকা পৌঁছে দিয়ে আসে এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের স্কুল বকেয়া পরিশোধ করে। চলে আসার সময় আমাদের পশ্চিম হালটে সোনারুয়ার মনিরুদ্দিনকে পেলাম। তিনি ঢাকা থেকে ফিরছিলেন। এ ছাড়াও দেখলাম হালটের পাশে মরিচ খেতের আগাছা তুলছেন আবদুল খান, আজিজ খান এবং তিলকের ছেলে তাহের আলী।

সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেললাম; মালেক সাহেব ও পিএলএ কালিপদের সঙ্গে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৮.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত স্কুলে। বেলা ২টা থেকে প্রায় সাড়ে ৩টা পর্যন্ত লেপের কভার, বালিশের কভার, তোয়ালে ইত্যাদি ধুলাম।

ডিএবির ডেপুটি এসপি সাইজুদ্দিন সাহেব বেলা ২টার ট্রেনে এসেছেন। তিনি এম বিশ্বাসের মামলা তদারকি করলেন। এসআই সেলিম উদ্দিন ও হাফিজউদ্দিন তার সঙ্গে এসেছেন।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হাসান মণ্ডল, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও আমি জেলা বোর্ড বাংলোয় স্কুলের রেকর্ডপত্র নিয়ে ডেপুটি এসপির সঙ্গে বসলাম।

ডেপুটি এসপি এম বিশ্বাসকেও ডেকে পাঠালেন বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়ার জন্য। তিনি একটি অসামঞ্জস্যেরও ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। শ্রীপুর পিইউবির ধনাই বেপারি এম বিশ্বাসের ৫০০ টাকা পরিশোধের ব্যাপারে আপোসরফায় পৌঁছতে মধ্যস্থতা করলেন।

সামাদ খানের কেরোসিন মজুদে কিছুটা অসামঞ্জস্য পাওয়া গেল। সাত্তার খান ও সামাদ খান আমাকে অনুরোধ করলেন বিষয়টির ব্যাপারে এসআই সেলিমের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য।

দুপুরে খাবারের পর আমি জেলা বোর্ড বাংলোয় এলাম। এম বিশ্বাসের মামলা নিয়ে কথা বলে ঘরে ফিরলাম রাত সাড়ে ৯টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। মধ্য দুপুর থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। সূর্য ঢেকে গেল। রাতেও আকাশ মেঘে ঢেকে রইল।

৯.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টায় ডেপুটি এসপিকে স্টেশনে বিদায় জানালাম। ওসি, সেকেন্ড এসআই, ডা. আহসানউদ্দিন ও ধনাই বেপারি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ধনাই বেপারি আমাদের সবাইকে বাজারে তার দোতলা বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং সকলকে ৪টি করে ক্ষীরমোহন দিলেন। সাত্তার খানও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

পুলিশের নামে জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহে কালু মণ্ডলের আচরণের ব্যাপারে আমি ওসিকে অবহিত করলাম। সেকেন্ড অফিসার এই বিষয়টি সমর্থন করলেন এবং মাত্র গতকালই এক বৃদ্ধ মহিলার ওপর দমন নিপীড়নের দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরলেন। দমন নিপীড়নের সময় বিষয়টি ওসিকে অবহিত করা হয়েছিল। ওখান থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় বের হলাম। আমি চুল ছাঁটালাম। তারপর গোসল সেরে বেলা ২টায় স্কুলে গেলাম। বলাই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেলা আড়াইটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হিসাবপত্র হালনাগাদ করলাম এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে প্রসন্ন বাবু ও মৌলবি ইয়াকুব আলী উপস্থিত ছিলেন।

ঘরে ফিরলাম রাত সাড়ে ৮টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাত আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে থাকায় পরিবেশ বিষণ্ন ও অন্ধকারময়। রাতের প্রথম ভাগে হালকা বৃষ্টি হলো। দিনের বেলা থেকে বাতাস শীতের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

১০.১১.৫২

–বাড়ি–ফিরে আসা ও ঢাকা–

ভোর ৪টায় উঠেছি।

সকাল ৬টার দিকে ডা. আহসানউদ্দিনের কাছ থেকে সাইকেল নিলাম এবং সাইকেলে বাড়িতে গেলাম। শাহিদাকে বললাম বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে। তারপর নাস্তা খেলাম। বাড়িতে মাত্র এক ঘন্টার মতো রইলাম। আবদুল খানের সঙ্গে চরের জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে টুকু আমার কাছে এল। আমি তাকে বললাম একটি সালিশ ডেকে জমি মাপতে ও সীমানা নিষ্পত্তি করার জন্য। শ্রীপুর ফিরলাম সকাল ৯টায়।

সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বলাই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে হিসাবপত্র হালনাগাদ করলাম। তারপর দুপুরে বোর্ডিং হাউসে খেলাম। হোস্টেলের ছেলেরা আমাকে যে দুধ দেয় তা ভাগাভাগি করে নিলেন ইয়াকুব আলী।

ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আমাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানালেন বেলা পৌনে ১টায়। সে সময় আমি আমার আবেগ সামাল দিতে পারলাম না। ছেলেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমার মনকে প্রবলভাবে ব্যথাকাতর করে তুলল। প্রায় ১০ মিনিট আমি কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমার কণ্ঠ পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে এল। এর আগে আমি কখনো এভাবে আবেগাপ্লুত হইনি। ছেলেরা সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; শিক্ষকরাও। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আবদুল বাতেন আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। মালার সজীব ফুলগুলো অচিরেই নির্জীব হয়ে যাবে, কিন্তু ছেলেদের ভালোবাসার স্মৃতি আমার হৃদয়ে চির সতেজ থাকবে।

–ঢাকা–

সব ছাত্র ও শিক্ষক স্টেশনে ভিড় জমাল এবং আমাকে বিদায় জানাল। চলন্ত ট্রেন থেকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে দেখতে পেলাম ততক্ষণই স্থির দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ছেলেদের মুখের পানে আমার চোখ তুলে ধরতে পারলাম না। এটা আমার জীবনের মর্মস্পর্শী একটি ঘটনা। আমি এটা লিখছি ১১.১১.৫২ তারিখে রাত ৩টায়। কিন্তু তার পরও তীব্র মর্মবেদনা থেকে মুক্ত হতে পারিনি এবং ঘটনাটির কারণে আমি চিন্তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছি।

বাড়ি থেকে শাহিদাকে নিয়ে বাড়ির দুই ভৃত্য–সোবহান ও আকবর আলি শ্রীপুর এসেছে।

শ্রীপুরে ১ বছর ৩ মাস ৩ দিন থাকার পর বেলা ২টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে শ্রীপুর ছাড়লাম।

হোসেন মাস্টার আমার সঙ্গী হলেন। শাহিদাকে নিয়ে আমি বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ৪৭ ঠাটারি বাজারে এলাম।

যোগীনগর গেলাম। সেখানে গনি চৌধুরীর স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলাম প্রায় ১৫ দিন আগে ভাবী তার বাবার বাড়িতে গেছেন। বিকেল ৫টার দিকে কিশোর মেডিকেল হলে গেলাম। ডা. করিম এলেন সন্ধ্যা ৬টার দিকে। ওখানে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত রইলাম। তারপর ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : দিনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগে হালকা বৃষ্টি হলো এবং মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হলো রাত পৌনে ৯টায়। আকাশ পুরোপুরি মেঘে ঢাকা। পরিবেশ খুবই নিষ্প্রভ ও বিষণ্ন। একই অবস্থা অব্যাহত থাকল।

১। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি থেকে বসবাস করা শহর ছেড়ে আমি শ্রীপুর যাই ৭.৮.৫১ তারিখে।

২। শ্রীপুর হাই স্কুলে একজন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই ৮.৮.৫১ তারিখে।

৩। ডা. আহসানউদ্দিন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এ মালেকের সঙ্গে আমাকে অডিট কমিটির সদস্য পদে এসডিও (উত্তর) নিয়োগ দেন ৩০.৯.৫১ তারিখে।

৪। তদন্তের ফল হিসেবে এম বিশ্বাসকে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করা হয় ৮.২.৫২ তারিখে।

৫। জনাব এফ করিম বিএসসি (অনার্স) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন ১৮.২.৫২ থেকে ১০.৪.৫২ তারিখ পর্যন্ত।

৬। আমি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করি ১২.৪.৫২ থেকে ৩১.৭.৫২ তারিখ পর্যন্ত। তারপর পি কে দাস ১.৮.৫২ তারিখ থেকে।

৭। শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দিয়ে আমি শ্রীপুর ছাড়লাম ১০.১১.৫২ তারিখে এবং ঢাকায় এলাম মূলত কিশোর মেডিকেল হলে যোগ দিতে।

৮। আমার সময় বি সি শীল, নিজামউদ্দিন, পি কে দাস, সাইদ আলী, ইয়াকুব আলী ছিলেন কর্মকর্তা। শামসুদ্দিন ছিলেন দফতরি।

১১.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৭টায় শাহিদাকে সঙ্গে নিয়ে পাতলা খান লেনে ইজ্জত আলী সরকারের বাড়িতে গেলাম। ওখানে হোসেন মাস্টার, বশিরউদ্দিন পণ্ডিত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০টায় বিসমিল্লাহ হোটেলে শাহিদাকে নাস্তা করালাম। গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হলো সকাল ১১টায়। আজকের বিষয় বাংলা। পরীক্ষা শেষ হলো বেলা ১টায়। প্রবল বৃষ্টির কারণে ওখানে এক ঘন্টার মতো আটকে রইলাম এবং তারপর ফিরলাম।

পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়াস ভাইসাহেব, কাপাসিয়ার ওসি, কাপাসিয়ার বশির, নারায়ণপুরের আসিরুদ্দিন মাস্টার ও আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হলো।

গোসল করতে পারলাম না। দুপুরের খাবার খেলাম বেলা ৩টার দিকে।

বিকেল ৪টায় সাত্তার খান আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন তার কেরোসিন মামলার যোগসূত্রে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম এই বিষয়ে আগামীকাল এসআই সেলিম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার। বিকেল সাড়ে ৪টায় তিনি চলে গেলেন। বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত করিম, বাকি প্রমুখের সঙ্গে কিশোর মেডিকেল হলে রইলাম।

হোসেন মাস্টার রাতে আমার সঙ্গে থাকলেন। খাবারও খেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাক্ষণ নিষ্প্রভ ও অন্ধকারময় পরিবেশ। বিরতি দিয়ে বৃষ্টি হলো সারাদিন ও রাতে। মধ্য দুপুরে ভারী বৃষ্টিপাত। ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১২.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৮টায় ঠাটারি বাজারে একটি রেস্তোঁরায় হোসেন মাস্টারের সঙ্গে নাস্তা করলাম। তারপর তিনি পাতলা খান লেনের উদ্দেশে চলে গেলেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় শাহিদাকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম হাই স্কুলে গেলাম। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। মাঝে বেলা ১টা থেকে ২টা

পর্যন্ত বিরতি ছিল। পরীক্ষা হলো গণিত, ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ে। এটাই ছিল শেষ পরীক্ষা।

গিয়াস ভাইসাহেব আমাকে জানালেন, তিনি ধলিয়ায় হালিম খানের কাছে বুলবুলের বিয়ের ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন এবং শিগগিরই তিনি নিজে সেখানে যাবেন।

বেলা ১২টায় আদালতে গেলাম। এসআই সেলিমউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি শ্রীপুর এইচ ইর ম্যানেজিং কমিটির পদাধিকারী কর্মকর্তাদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করলেন ২২.১১.৫২ বেলা ২টায়। আমরা এম বিশ্বাসের মামলা নিয়ে আলোচনা করলাম। এসডিও (উত্তর) বললেন, জয়দেবপুর ও কাওরাইদে তার সাম্প্রতিক সফরের সময় লোকমুখে তিনি আমার প্রশংসা শুনছেন। ৫ ও ৬ নভেম্বর তিনি সেখানে সফরে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, নীলখেত ব্যারাকের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত তার বাসায় আগামী শুক্রবার (২১.১১.৫২) তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তার ওখান থেকে উঠলাম বেলা পৌনে ১টায়।

বড়হরের হাকিম মিয়া মুসলিম হাই স্কুলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আগামীকাল তার ফরেস্ট মামলা বিষয়ে ৩টি জামানতনামায় আমার স্বাক্ষর নিলেন। ঠাটারি বাজার ফিরে এলাম বিকেল সাড়ে ৪টায়। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কিশোর মেডিকেল হলে ছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : সূর্যের আলোর দেখা নেই। পুরোটা দিন অন্ধকার ও বিষণ্ন। সারাদিন বিরতিসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাতের শেষ ভাগে চাঁদ ও তারায় ভরা পুরোপুরি পরিষ্কার আকাশ। এক খণ্ড মেঘও নেই। কিন্তু সূর্য ওঠার পর থেকে আবার মেঘমালা হাজির হতে লাগল।

১৩.১১.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কিশোর মেডিকেল হল দোকানে। মাঝে দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত গোসল এবং খাবারের বিরতি।

সাত্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এলেন। তিনি এসেছিলেন সাত্তার খানের কেরোসিন মামলা প্রসঙ্গে কথা বলতে। তারা চলে গেলেন বেলা ১২টা ১৮

মিনিটের ট্রেনে। পরিদর্শক জব্বার মিয়া সকাল ১০টায় এবং আবার বিকেল সাড়ে ৫টায় আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে রাজি করাতে চেষ্টা করলেন সিংহস্রী এইচ ই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য। তার ক্রমাগত চাপের মুখে প্রার্থী হতে আমি একটি দরখাস্ত লিখলাম এবং জব্বার মিয়া সেটি তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

এসআই এস হজরত আলী মিয়া বিকেলে দোকানে বসলেন। সন্ধ্যার পর জালাল ও গিয়াস ভাইসাহেব এলেন। ডা. করিমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুলবুলের বিয়ের ব্যাপারে ৩০.১১.৫২ তরিখে ধলিয়া যাওয়ার জন্য তারা দিন ঠিক করলেন। তারা চলে গেলেন রাত ৮টায়।

সাত খামাইরের ইসরাফিল সরকার আমার সঙ্গে বসলেন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। তিনি সাত খামাইরের মামলা নং ৩০২ নিয়ে কথা বললেন। কথার মাঝে উঠে এল হাসান মণ্ডল ও তার ভাইদের এবং শ্রীপুর থানার সেকেন্ড অফিসার জেড হকের ভূমিকা। সন্ধ্যায় স্টেশনে যাওয়ার পথে হাকিম মিয়া আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

আবহাওয়া : সকাল ৯টা পর্যন্ত আকাশে মেঘ ছেয়ে গেল এবং তারপর আবার একে একে সরেও গেল। মধ্য দুপুর থেকে শেষ পর্যন্ত রৌদ্রলোক। রাতে আকাশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা খুব একটা কম নয়। চার দিন উচ্চমাত্রায় অস্বাভাবিকতার পর স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এল।

১৪.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা দেড়টা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কিশোর মেডিকেল হল দোকানে।

সকাল সাড়ে ১০টায় মৌলবী ইয়াকুব আলী আমার সঙ্গে ফার্মেসিতে দেখা করলেন। আগামী ২২.১১.৫২ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির পদাধিকার কর্মকর্তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা এসডিও উত্তর-এর নির্দেশনার নোট ও আমার চিঠি পেয়েছেন। আমি তাকে চা খাওয়ালাম। তিনি বেলা সাড়ে ১১টায় চলে গেলেন।

শাহিদাকে নিয়ে রূপমহল সিনেমা হলে বেলা সোয়া ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সিনেমা দেখলাম। রাণী ভবানি দেখানো হলো। ফিরলাম বিকেল সাড়ে ৫টায়।

যোগীনগর গেলাম এবং যুবলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভার শেষের দিকে দশ মিনিটের জন্য যোগ দিলাম। মাহবুব আলী সভাপতিত্ব করলেন। আজ সকালে ভাবী তার বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। তার সঙ্গে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত কথা বলে উঠে পড়লাম।

ঠাণ্ডা-কাশির কারণে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছি না। গত কয়েক দিনের বৃষ্টির কারণে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসায় শরীর অসুস্থ হয়েছে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : নমনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ। আকাশ পরিষ্কার।

বি. দ্র. আজ থেকে দুদিনব্যাপী নিজাম-ই-ইসলাম সম্মেলন শুরু হলো; জমিয়াতে উলামা-ই-ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায়। নিজাম-ই-ইসলামের দাবির স্লোগান তুলে তারা বেশ বড় সমাবেশের আয়োজন করেছে।

১৫.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ফার্মেসিতে।

সন্ধ্যা ৬টায় জে বসাক অ্যান্ড সন্স থেকে হাকিম মিয়ার রাবার স্ট্যাম্প বুঝে নিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। নমনীয় ঠাণ্ডা পরিবেশ।

১৬.১১.৫২

ভোর ৪টায় উঠেছি।

ভোর ৫টার ট্রেনে শাহিদাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। ঢাকা স্টেশনে কপালেশ্বরের আজিজ মাস্টার ও সিংহস্রীর মমতাজকে পেলাম।

রংপুরের এসডিআই অব স্কুলস আবুল হাশেম একই কামরায় আমার সঙ্গী হলেন। সারা পথ আমি তার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে সরকারের ভ্রান্ত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে কথা বললাম।

শ্রীপুর এইচ স্কুল ভবনে জাহান্দারের রুমে বিশ্রাম নিলাম। মৌলবি ইয়াকুব আলী আমাদের রসগোল্লা ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করালেন।

বাড়ি পৌছলাম সকাল ১০টার দিকে।

বিকেলে মেন্দির বাপের সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করলাম। তিনি দরদরিয়া বাজারের উদ্দেশে রওনা হলে আমি তার সঙ্গে বক্তার বাড়ি পর্যন্ত গেলাম। গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে আলোচনা হলো না।

আমাদের বাড়ির চারপাশের মাঠগুলোতে হেঁটে বেড়ালাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঠাকুরা বিল পর্যন্ত গেলাম এবং রজব আলী কালের পুরনো ভিটা ধরে বাড়িতে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৭.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

শ্রীপুর পৌছলাম সকাল সোয়া ৮টায়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। আধ ঘন্টা দেরিতে আসা সকাল ৮টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে রওনা হলাম। একই কামরায় ছিলেন উষা, কালিপদ, হোসেন খানের ছেলে আলাউদ্দিন প্রমুখ। সকাল ১১টা থেকে বেলা সোয়া ১টা এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত ফার্মেসিতে। সন্ধ্যায় সাত্তার খান আমার সঙ্গে দোকানে দেখা করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৮.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে। বেলা ১২টায় ২৬/১ মদন মোহন বসাক রোডের জলিল দোকানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পৌর নির্বাচন নিয়ে ২০ মিনিট ধরে আলাপ করলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : বিকেলে আকাশ পুরোপুরি মেঘে ছেয়ে গেল। তবে রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল। অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা। বাতাসে মনে হচ্ছে জলীয় বাষ্প রয়েছে।

১৯.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১২ পর্যন্ত এবং বেলা সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দোকানে ছিলাম। দুপুর ১২টার পর অ্যাববট ল্যাবরেটরির বিলের বিপরীতে হাবিব ব্যাংকে টাকা জমা করলাম।

বেলা ১১টায় সাত্তার খান আমার সঙ্গে দোকানে দেখা করলেন। তিনি আমাকে চাপ দিলেন ডাক্তার জলিলের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য।

আজ রাত সাড়ে ৯টায় বাকি বাড়ি থেকে ফিরল।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : সারাদিন ও রাতে আকাশ পরিষ্কার। অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

২০.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে। ঠাণ্ডা মিয়া (মো. হোসেন) সকাল সাড়ে ৯টায় দোকানে এসে বসলেন এবং আইন ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তার মামলা নিয়ে আলোচনা করলেন।

বেলা ১টায় ৩০ মিউনিসিপ্যাল রোডের রায় ভিলায় অবস্থিত কর অফিসে গেলাম ও ফিরে এলাম। আবার গেলাম বেলা ২টায়। ঢাকা ২-এর আয়কর কর্মকর্তা আমার কথা শুনলেন বেলা পৌনে ৩টায়। তিনি আমাকে মামলা থেকে মুক্তি দিলেন এবং বললেন, যেহেতু আমি বর্তমানে কোনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নই সেহেতু তিনি আমার মামলাটি বাতিল করে দেবেন। বেলা ৩টায় বার লাইব্রেরিতে গেলাম।

কামরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখকে পেলাম না। এসডিও উত্তর-এর আদালতে আহমদ মাস্টারকে পেলাম, তবে এসডিও উত্তরকে পেলাম না। দোকানে ফিরলাম বিকেল ৪টায়।

আরমানিটোলা ময়দানে গেলাম। সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজ সন্ধ্যায় একটি সভার আয়োজন করেছেন। বিপুলসংখ্যক লোকজন সেখানে সমবেত হচ্ছিল। এন আমিনের ভাইপো আজহারুল ইসলাম সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং অনার্স পরীক্ষা নিয়ে আলাপ করলেন।

বাকি ও তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বললাম রাত ১টা পর্যন্ত। তারপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২১.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

বিকেল ৪টা থেকে রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত দোকানে।

সকাল সাড়ে ৯টায় গেলাম এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এসডিওর সঙ্গে তার খাস কামরায় বসলাম। শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির পদাধিকারী কর্মকর্তাদের নির্বাচন আগামীকাল অনুষ্ঠানে তিনি তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং এর পরিবর্তে তিনি নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করলেন ১৩.১২.৫২ সকাল ৮টা। শ্রীপুরের রেঞ্জার আসিরুদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে বলাই বাবুকে এ খবর জানিয়ে একটি চিঠি লিখে দিলাম।

আইয়ুব আলীর উপস্থিতিতে আমি রেঞ্জারের কাছে বলধা ফরেস্ট বিক্রির ব্যাপারে আমাদের আবেদনটি দেখালাম এবং তিনি দেখে বললেন সব ঠিক আছে। আমি রেলওয়ে স্টেশনে গেলাম এবং সেটি আইয়ুব আলীকে দিলাম। তাকে অনুরোধ করলাম এটি গোসিঙ্গার ফরেস্টার সেকান্দার আলীর কাছে জমা দেওয়ার জন্য। তিনি কথা দিলেন আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। স্টেশনে কালু মণ্ডলকে পেলাম। তাকে আগামী কালকের ম্যানেজিং কমিটির সভা স্থগিত হওয়ার ব্যাপারটি জানালাম। বাসায় ফিরলাম বেলা সাড়ে ১২টায়। কাপড় ধুয়ে খাবার খেলাম বেলা সাড়ে ৩টায়। এরপর দোকানে গেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২২.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

তোয়াহা সাহেবের বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম কামরুদ্দীন আহমদ সাহেব বরিশালে গেছেন। আমি কফিলউদ্দীন চৌধুরীর বাসায় গেলাম সকাল সাড়ে ৯টায়।

তিনি আমি যাওয়ার আগেই কমিশনারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। বার লাইব্রেরিতে গেলাম সকাল ১০টায়। চৌধুরী সাহেব এলেন সকাল সাড়ে ১০টায় এবং প্রথম সাব জজ ও ষষ্ঠ মুন্সেফ আদালতে ব্যক্তিগতভাবে আমার পেশ করা হাজিরাগুলো অনুমোদন করলেন।

সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত প্রথম সাবজজের আদালতে। কে নূরউদ্দিনের বিরুদ্ধে এইচ হক চৌধুরীর দায়ের করা মানহানি মামলার যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন শুরু হলো সাড়ে ১১টায়। ব্যারিস্টার হামদুর রহমান তার যুক্তি পেশ করছিলেন। আমার মামলাগুলোতে আসিমউদ্দিনের আইনজীবীরা সময় প্রার্থনা করলেন। বেলা আড়াইটায় আদালত থেকে চলে আসায় আমি এ বিষয়ে রায় দেখে আসতে পারলাম না। বাসায় ফিরে এলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আমাদের দোকানের সামনে রেঞ্জার আসিরুদ্দিনকে পেলাম এবং তিনি আমাকে জানালেন তিনি আমার চিঠিটা শামসুদ্দিন দফতরিকে দিয়েছেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৩.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বেলা সাড়ে ৩টা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত দোকানে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৪.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

দোকানে কাটালাম সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। সাত্তার খান কয়েকদিন আগে আমার কাছ থেকে টিআর ফরম নিয়েছিলেন; ফরমটি তিনি নিজের কাছে রেখেছিলেন। তিনি এলেন সকাল ১০টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৫.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সাইকেলে মালিবাগ গেলাম সকাল ৮টায়। কাশিমকে ভেতরেই পেলাম। তিনি আমাকে দুধ, বিস্কুট, মুড়ি ও অমলেট সহকারে নাস্তা দিলেন। তার কাছ থেকে অর্থনীতির ওপর ৭টি বই নিলাম। তিনি সেখানে ডা. এ রহিম এলএমএফ-এর সঙ্গে থাকেন। ডা. এ রহিম এখন সংক্ষিপ্ত এমবি কোর্সের ছাত্র।

দোকানে ফিরলাম সকাল সাড়ে ৯টায়।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানে ছিলাম। গিয়াস ভাইসাহেব ও জালাল ভাইসাহেব দোকানে এলেন সূর্যাস্তের সময়। তারা আগামীকাল আসবেন ডা. করিমের সঙ্গে আলাপ করে ধলিয়া যাওয়ার তারিখ চূড়ান্ত করতে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তারা চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৬.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা এবং বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দোকানে। বেলা প্রায় ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ডা. মান্নান (এমবি) দোকানে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। সন্ধ্যায় হায়দার সাহেব এলেন আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন ও শরফুদ্দিন সাহেবের প্রার্থিতা নিয়ে আলাপ করতে। কথা দিলেও জালাল ও গিয়াস ভাইসাহেব এলেন না।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া থেকে ১২৫ টাকার চেক ভাঙাতে গেলে ব্যাংক সহকারী আমাদেরকে ভুল করে ১০০ টাকা বেশি দিয়ে দেন। তারা আমাকে বিষয়টি জানায় এবং আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেই।

২৭.১১.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা দেড়টা এবং বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দোকানে। সকাল ১০টার দিকে দেওয়ান মাহবুব আলী এলেন। তিনি আমার সঙ্গে আগামীকাল সকালে ৮টায় গাছার সিরাজুল হক সাহেবের দেখা করার সময় ঠিক করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

বেলা ১১টায় গিয়াস ভাইসাহেব আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন ধলিয়া যাওয়ার তারিখ বিলম্বিত করতে চেয়েছিল জালাল। বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তার বাড়ি ফেরা আমি থামিয়ে দিলাম।

হাকিম মিয়া ও গিয়াস ভাইসাহেব যখন বসে ছিলেন তখন তাদেরকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করলাম। তারা চলে গেলেন বেলা সাড়ে ১২টায়।

গিয়াস ভাইসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দুর্নীতি দমন অফিসে গেলাম বিকেল সাড়ে ৪টায় এবং জালালের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সম্মত হলেন আগামী রোববার নির্ধারিত তারিখ ঠিক রাখতে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করেই আমরা ফিরে এলাম।

ঢাকার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়াস ভাইসাহেব সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আমাদের দোকানে এলেন এবং রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত জালালের জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু জালালের দেখা মিলল না। গিয়াস ভাইসাহেবের সঙ্গে আমি জালালের বাসায় গেলাম। তার কথাবার্তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল প্রস্তাবটি ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে তার দূর বাসনা রয়েছে। রাত সাড়ে ৯টায় গিয়াস ভাইসাহেবের সঙ্গে ৪৭ ঠাটারি বাজারে আমার বাসস্থানে ফিরলাম। গিয়াস ভাইসাহেব বর্ণনা করলেন, কীভাবে জালাল তার দূরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে ক্ষতি করছে। রাত ১২টা পর্যন্ত তার সঙ্গে আলাপ হলো। শহিদ মোক্তার সাহেবের বাসার সামনে তার সঙ্গে সাহাবুদ্দিন ফকিরকে পেলাম। আমি তাকে জেলা বোর্ড ডিসপেনসারিতে কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি জানালাম।

এরপর বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই। তবে ঠান্ডা একটু বেশি।

২৮.১১.৫২

গভীর রাত সাড়ে ৩টায় উঠেছি।

গিয়াস ভাইসাহেবকে রাত ৪টায় স্টেশনে পাঠালাম ভোর ৫টার ট্রেন ধরার জন্য।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ২টা এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দোকানে ছিলাম। ৪৭ ঠাটারি বাজার থেকে মালপত্র গুছিয়ে ১১৯ নবাবপুর রোডে নিয়ে এলাম। ঠাটারি বাজার চূড়ান্তভাবে ছেড়ে এলাম। বাকি ও আমি রাতে নতুন বাসস্থানে জিনিসপত্র গোছগাছ করলাম।

দুপুরের খাওয়া হলো না। কারণ রান্নার আয়োজন ছিল না, আর রেস্তোরাঁয় খাওয়ারও সময় ছিল না। মালপত্র স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকার কারণেই অভুক্ত থাকতে হলো।

রাতের খাবার খেলাম রেস্তোরাঁয়।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। স্বাভাবিকভাবেই শীত একটু বেশি অনুভূত হলো। তাছাড়া আরেকটি কারণ হচ্ছে চারদিকে কোনো বাড়িঘর না থাকায় আমাদের বাসাটি পড়ে গেছে শীতের প্রকোপের মধ্যে।

২৯.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

মেঝেতে গাদাগাদি করে জিনিসপত্র সাজাতে-গোছাতে ব্যস্ত থাকার কারণে দিনের প্রথম ভাগে দোকানে বসতে পারলাম না।

বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে রইলাম। এরই মাঝে বিশ মিনিটের জন্য আমি আদালতে গেলাম এবং আমাদের মামলাগুলোর তারিখ নিলাম। জালাল ভাইসাহেব সন্ধ্যায় এলেন। চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আমাদের উচিত সকালের মেইল ট্রেন ধরা। কয়েক মিনিট পর তিনি চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩০.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল সোয়া ৭টায় ঢাকা স্টেশনে জালাল, ডা. করিম ও সোনা মিয়ার সঙ্গে যোগ দিলাম।

সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে মেইল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে রওনা হলাম। কাওরাইদে গিয়াস ভাইসাহেব আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। গফরগাঁও স্টেশনে পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ১০টায়। গফরগাঁও বাজারে একটি রেস্তোরাঁয় নাস্তা করলাম। একই ট্রেনে যেতে দেখলাম উকিল মতিউর রহমান, এইএমএসএল-এর সুলতান হোসেন খান প্রমুখকে। ধলিয়ার উদ্দেশে হাতিতে চড়ে আমরা রওনা হলাম বেলা ১২টায় এবং পৌঁছলাম বেলা ২টায়। গোসল করলাম এবং খেলাম বেলা সাড়ে ৩টায়।

সন্ধ্যায় ব্যাডমিন্টন খেললাম।

দুপুরের খাবার খাওয়ার পর তালেবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলো মুহূর্তের জন্য। তার সঙ্গে কোনো কথা হলো না।

ভালুকার চাঁদ মিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন মাগরিবের নামাজের পর। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তিনি চলে গেলেন। হালিম খানের খাস কামরায় রাতের খাবার খেয়ে

আমরা অতিথি কক্ষে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলাম মধ্য রাত ১২টা পর্যন্ত। এরপর বিছানায় গেলাম।

রাতে ভালো ঘুম হলো না।

আবহাওয়া : ভরা পূর্ণিমা। আকাশ পরিষ্কার। ভালো ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা বাড়ছে।

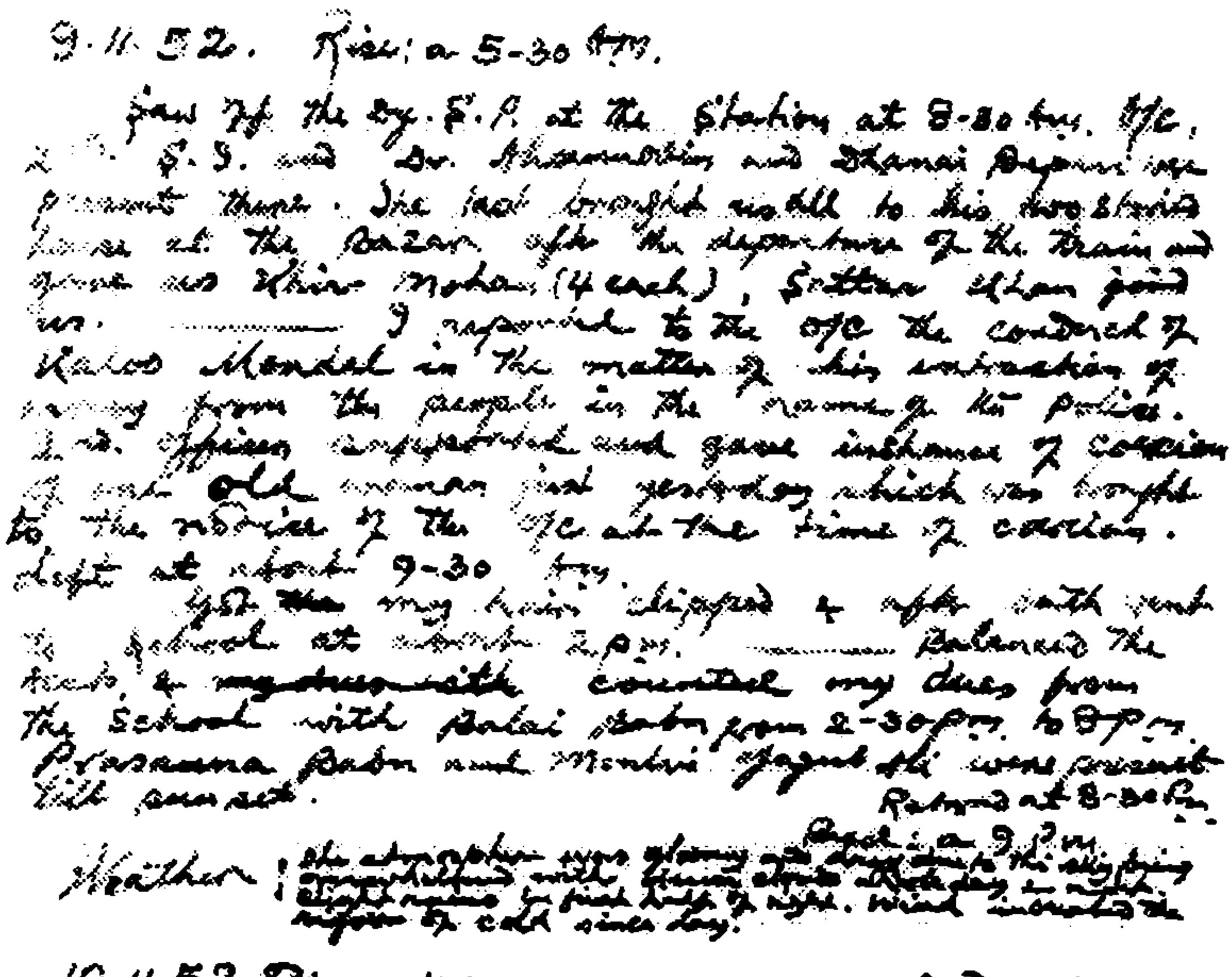

9.11.52. Rise: 5-30 A.M.

Saw off the Dy. S.P. at the Station at 8-30 A.M. O/C, [illegible] S.I. and Dr. Ahsanuddin and Khanai Bepari were present there. The last brought us to his two storied house at the Bazar after the departure of the train and gave us Khir Mohan (4 each). Sattar Khan joined us. —— I reported to the O/C the conduct of Kalu Mandal in the matter of his extraction of money from the people in the name of the police. The officer [illegible] and gave instance of coercion of an old woman just yesterday which was brought to the notice of the O/C at the time of coercion. Left at about 9-30 A.M.

Got ~~the~~ my hair clipped & after bath went to school at about 2 p.m. —— Balanced the accts & ~~my dues with~~ counted my dues from the School with Balai Babu from 2-30 p.m. to 8 p.m. Prasanna Babu and Moulvi Yaqub Ali were present till sunset.
Returned at 8-30 p.m.
Bed: 9 P.M.

Weather: The atmosphere was gloomy [illegible] the sky being [illegible] with [illegible]. [illegible] night. Wind [illegible] cold since day.

10.11.52 Rise: 4 A.M. — Home-Back to DACCA —

Took rice from Dr. Ahsanuddin at about 6 A.M. and went home. Asked Shahidu to start for D. by 2 p.m. train & took [illegible]. Walked for only about an hr. — Tuffu came to me about dispute of his chalaland with Abdul Khan. I asked him to call an arbitration and measure & settle the boundary. — Returned to Sripur at 9 A.M.

Balanced the acctt. with Balai Babu from 11 A.M. to 12-30 P.M. and then took meals in the Boarding House. [illegible] sweet milk given to me by the boys of the Hostel.

H.V. I was given a formal farewell by the students & the staffs at about 12-45 P.M. I could not check my emotion & was overwhelmed with the pang of separation from the boys. I could not utter a single word for some 10 minutes. Then also voice was completely choked. I never felt such emotion before. Boys were all weeping; so all the teachers, Abdul Bari Babu of VIII grade and me. The good flowers of the [illegible] will wither soon, but the loving memory of my boys will remain ever fresh in my heart.

১ ডিসেম্বর, সোমবার

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৯টায় নাস্তা সেরে হাতিতে চড়ে শিকারে বের হলাম। দুটি হাতি নিয়ে শিকারের পিছু ধাওয়া করা হলো বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। দুটি বাগডাশা ও একটি সজারু মারা পড়ল। একটি শূকর পালিয়ে গেল। বিনা কারণে ৫ বার গুলি ছুড়ে জালাল হতাশাজনক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সব পণ্ড করে দিল। বিশেষ করে ধাওয়া করার বিষয়টি নিষ্ফল করে দিল। বেলা ৩টায় ফিরে এলাম।

এরপর গোসল করলাম এবং খাবার খেলাম।

বিকেল সাড়ে ৪টায় হাতিতে চড়ে গফরগাঁও স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। পৌঁছলাম সন্ধ্যা ৭টায়। ডা. করিম ও জালাল ঢাকায় যাওয়ার টিকেট কিনল। গিয়াস ভাইসাহেব ও আমি শ্রীপুরের টিকেট নিলাম। আমরা শ্রীপুর নেমে গেলাম।

শ্রীপুরে কালু মণ্ডল, ফরেস্টার এ লতিফ ও জেড হক, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, এএসআই এ গনি, ননি, ডা. সুবোধ প্রমুখকে পেলাম। তারা সবাই আমাকে প্রবলভাবে অনুরোধ করলেন রাতে থেকে যাওয়ার জন্য।

রাত সাড়ে ৯টায় রওনা হয়ে বাড়ি পৌঁছলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

বাড়িতে পৌঁছে বাঘিয়ার মফিজউদ্দীন মুন্সিকে দেখতে পেলাম।

গিয়াস ভাইসাহেবের সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নিশুয়ারির সেলিম খানের সঙ্গে হালিম খান, তার দুই ছেলে ও জামাত ৬.১২.৫২ তারিখ শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে আসবেন।

অবস্থা দেখে মনে হলো জালাল ঢাকার লোকজনের কানে বিষাক্ত বার্তা ঢালার চেষ্টা করেছিল। দৃশ্যত সোনা মিয়ার ক্ষেত্রে সে সফল হয়েছিল।

২.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

নাস্তা খাওয়ার পর গিয়াস ভাইসাহেব তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। বাঘিয়ার মফিজউদ্দীন মুন্সিও চলে গেলেন। সারাদিন বাড়িতেই কাটালাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই। তীব্র শীত অনুভূত হলো।

৩.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

আমাদের বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন হওয়ার পরিবর্তে বেশি মাত্রায় নোংরা হয়ে যাওয়ায় আমি খুবই বিরক্ত হলাম। চারপাশের বেড়াও তৈরি করা হয়নি। শৌচাগারটিও পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। বিকেলে আমি রাগে ফেটে পড়লাম; যখন দেখলাম মফিজউদ্দীন এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে না এবং শুয়ে রয়েছে। পড়ন্ত বিকেলে শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সন্ধ্যা ৬টায় পৌঁছলাম।

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার শোবার ঘরে রাতের খাবার খেলাম। কিছু সময়ের জন্য ক্লাবে বসলাম। এর আগে শ্রীপুর পৌঁছে শরাফতের দোকানে বসেছিলাম।

স্টেশনে গিয়ে ওসি বি আহমদকে পেলাম; তিনি ঢাকার ট্রেন থেকে তখন মাত্র নেমেছেন।

রাত ৯টায় ঢাকার উদ্দেশে ফিরতি ট্রেনে রওনা হলাম।

ঢাকায় পৌছলাম রাত সোয়া ১১টায়।

বাসায় পৌছে দেরি না করেই বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. মৌলানা আবদুল্লাহ আল বাকি দিনাজপুরে ৬২ বছর বয়সে ১.২২.৫২ তারিখ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি একজন প্রখ্যাত খেলাফত নেতা। তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন ১৯৪৪ সালে।

৪.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ১০টায় কামরুদ্দীন সাহেবের ওখানে গেলাম। তাঁর কাছ থেকে তাঁর লেখা মফিজউদ্দীনের মামলার হাজিরাপত্র নিলাম এবং সকাল সাড়ে ১০টায় ষষ্ঠ মুন্সেফ আদালতে সেটি জমা দিলাম। আসিমউদ্দিনের আইনজীবী সময় প্রার্থনা করলেন। আমি আদালত থেকে চলে এলাম বেলা সাড়ে ১২টায়।

পাটুয়াটুলি থেকে টেবিলের জন্য কাপড় কিনলাম। হেসিয়ান ক্যানভাসের খোঁজে ইমামগঞ্জ পর্যন্ত গেলাম। কিন্তু তা পেলাম না। পর্দার কাপড় কিনলাম পাটুয়াটুলি থেকে এবং বেলা ৩টায় ১১৯ নবাবপুরে রোডে ফিরে এলাম। এসেই আবার বাইরে বেরিয়ে পড়লাম কাপ কেনার জন্য। কিন্তু সদরঘাট পর্যন্ত গিয়েও কিনতে পারলাম না। কারণ বৃহস্পতিবার; বিকেলে অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

সদরঘাটে কিছু টুকিটাকি জিনিস কেনার পর দেখা হলো গাছার সিরাজুল হক এবং ঢাকার কমরেড ব্যাংকের সাবেক ক্যাশিয়ার রইসউদ্দিনের সঙ্গে। বাস থেকে নেমে নবাবপুর স্টেশন রোডে দেখা হলো ওয়াহিদুল্লাহ সাহেবের (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) সঙ্গে। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের বিষয়ে আলাপ হলো।

সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে ঢাকা ছাড়লাম। ঢাকা স্টেশনে ইজ্জত আলী সরকার, এস আহমদ মন্ডল, ডা. কামরুদ্দীন প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। ট্রেন দেরিতে ছাড়ায় শ্রীপুর পৌছলাম রাত সোয়া ৯টায়। সোজা বাড়িতে গেলাম। শ্রীপুর থেকে বাড়িতে আসার পথে আমার সঙ্গে সাদাত আলী পণ্ডিত ও অন্য আরো ৬/৭ জন লোক এলেন চৌকিদার বাড়ি পর্যন্ত এবং গোসিঙ্গার সিকান্দার আলীর ভাই ও লতিফপুরের ফয়েজুদ্দিন মাস্টার এলেন গোসিঙ্গা বাজার পর্যন্ত।

সারাদিন গোসল ও খাওয়া হয়নি। মা আমার জন্য ভাত রান্না করলেন এবং প্রায় ৩০ ঘন্টা পর আমি খেলাম। গত রাতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সর্বশেষ আমি খেয়েছিলাম।

বিছানায় গেলাম রাত দেড়টায়

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৫.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

দরদরিয়া বাজারের দর্জিকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বললাম কোনোরকম দেরি না করে এখনই পর্দা ও বালিশের কভার তৈরি করতে। নাস্তা খেয়ে দর্জি কাপড় নিয়ে চলে গেল সকাল সাড়ে ৯টায়। নতুন শৌচাগার নির্মাণে সারাদিন মিস্ত্রির (রজব আলীর জামাতা) কাজ তদারকি করলাম। রাত ৮টার দিকে কাজ বন্ধ হলো। সন্ধ্যা থেকে এ সময় পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছিল হ্যাজাকের আলোয়।

জবু ও কুদ্দুস সকালে আমার সঙ্গে দেখা করল; জব্বারের সঙ্গে তাদের গোলমাল নিয়ে আলাপ করতে। তারা সকাল ৯টায় চলে গেল। এরপর এল জব্বার ও আসু। তারাও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতির বর্ণনা দিল। তারা আমাকে জানাল যে, তাহের আলীর ভাই আক্কাস আলী বর্গাদার হিসেবে আসুর চাষ করা জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে গেছে। এ জন্য তারা চায় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে। আমি কোনো পক্ষেই হস্তক্ষেপ করলাম না। আধ ঘন্টা পর তারা চলে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৬.১১.৫২

–ঢাকা ও ফিরে আসা–

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সাইকেলে শ্রীপুর পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ৭টায়। শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক আমাকে তার অফিসে চা খাওয়ালেন। বোর্ডিং হাউসে আমি আমার সাইকেল রেখে দিলাম।

সকাল ৮টার ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরও ঢাকায় এলেন নাটক মঞ্চায়নে এসডিও (উত্তর)-এর অনুমোদন নিতে। পৌঁছেই নবাবপুর থেকে কিছু তৈজসপত্র কিনলাম এবং স্টেশনে গেলাম বেলা পৌনে ১২টায়। স্টেশনে পেলাম জালাল ও ধলিয়ার রশিদ মিয়াকে। রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত জালাল আমার সঙ্গী হলেন। শ্রীপুর পৌঁছলাম বেলা ২টায়। সেখানে পৌঁছে পেলাম কাওরাইদের আহমদ ফকির ও হাশমত, শ্রীপুরের ওসি ও সেকেন্ড অফিসার এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে। তারা সবাই আমাকে থানায় নিয়ে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন ক্লাব ও কালু মণ্ডলের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। কালু মণ্ডল অপপ্রচার ও সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করে নাটক মঞ্চায়ন ভণ্ডুল দিতে চান। কালু মণ্ডলকে থানায় ডেকে আনা হলো। সবার চাপের কারণে তিনি নাটক মঞ্চায়নে সহযোগিতার ব্যাপারে সম্মত হলেন। সাতকানিয়ার ইসরাফিল ও সুবেদ আলীও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ওখান থেকে উঠলাম বেলা সাড়ে ৩টায়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দুধ খেলাম। তৈজসপত্রগুলো ট্রেন থেকে এগিয়ে নিতে আসা আমাদের বাড়ির ভৃত্যের হাতে পাঠিয়ে দিলাম।

একটি আইর মাছ (সেকেন্ড অফিসারের সহায়তায়) ও চিনি কিনলাম। মাগরিবের পরে তাদের সঙ্গে নদী পার হয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম। মেহমানদের নাস্তা দিলাম এবং রাত ১০টার দিকে তাদের রাতের খাবার খাওয়ালাম।

ধলিয়া থেকে এসেছেন আবদুল হালিম খান, তার ছেলে লাল মিয়া, সালিমুদ্দিন খান ও অন্য আরো একজন লোক।

আমরা বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই বারিসাবোরেরর সোবহান সরকারের লেখা একটি চিঠি নিয়ে একটি ছেলে হাজির হলো। সে রাতে থেকে গেল।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : শীত আগের মতো। একই অবস্থায় আছে।

৭.১২.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

আমরা ধলিয়ার অতিথিদের নাস্তা পরিবেশন করার পর গিয়াস ও দুলু এবং জালাল এল। এরপর অতিথিরা সবাই অন্দর মহলে গেলেন এবং দুপুরের আগেই বুলবুলকে

দেখলেন। কিছুক্ষণ পর জানালেন কনেকে দেখে তারা সন্তুষ্ট। দুপুরের খাবারের পর তারা বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা কাবিন-রেজিস্ট্রি করার তারিখ নির্ধারণ করলেন ১৫.১২.৫২ (সোমবার)। আমাদেরকে অনুরোধ করা হলো ওই দিন বিয়ে রেজিস্ট্রি করার জন্য কাজি এনে রাখতে। দেনমোহর নির্ধারিত হলো ৪ হাজার টাকা।

সন্ধ্যায় তারা বাঘিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৮.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকালে আমাদের বাড়িতে আনসু, ওয়ারিস আলী, রজব আলী, জব্বার, সাবেদ আলী দফাদার প্রমুখ একত্রিত হলেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন। সাধারণ গল্পগুজব ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলাপ হলো না।

গোসল করতে পারলাম না, তবে দুপুরে খেলাম। আফসারউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে শ্রীপুর পৌঁছলাম বেলা দেড়টায়। তিন সের চিনি দিয়ে আফসারউদ্দীনকে সাইকেলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম।

বেলা ২টার আপ ট্রেনে কাওরাইদ গেলাম। ওখান থেকে নুরু ও অন্য আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে সোনাবো পৌঁছলাম। সোনাবো কাওরাইদ থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে। আমরা পায়ে হেঁটে সূর্যাস্তের পর ওখানে পৌঁছলাম। সভায় যোগ দিলাম। পৌঁছেই আমি বক্তব্য দিতে দাঁড়ালাম এবং ৪৫ মিনিট ধরে খাদ্য, আশ্রয় ও শিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তৃতা করলাম। এরপর মওলানা আবদুল হামিদ হোসেনপুরী বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং বক্তব্য রাখলেন রাত ৯টা পর্যন্ত। তারপর একটি মাদ্রাসা নির্মাণে চাঁদা প্রদানকারীদের একটি তালিকা তৈরি করা হলো রাত ১০টা পর্যন্ত। এরপর সভার সমাপ্তি ঘটল। সভায় জনসমাবেশ তেমন একটা সুখকর নয়। কারণ এলাকাটি প্রায় জনশূন্য ও ঝোপঝাড় জঙ্গলে পূর্ণ।

মওলানা হোসেনপুরী, বর্মির ফকির মান্নান, নুরু মিয়া ও আমি রাতে কাওরাইদ ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানি আহমেদ আলীর বাড়িতে থেকে গেলাম। সভাস্থলের পাশেই তার বাড়ি।

রাতে খেয়ে বিছানায় গেলাম ১২টায়। তবে রাত ২টার আগে ঘুমাতে পারলাম না মান্নানের আলাপচারিতার কারণে। আসন্ন অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ নিয়ে মান্নান কথা বললেন রাত ২টা পর্যন্ত।

আবহাওয়া : আগের মতোই। মধ্য ডিসেম্বরে যেমন শীত পড়ার কথা ঠিক তেমনই শীত।

৯.১২.৫২

-ঢাকা-

ভোর ৪টায় উঠেছি।

সকাল ৬টায় চা খেয়ে কাওরাইদের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমি ঢাকার উদ্দেশে ট্রেনে উঠলাম। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ট্রেনে উঠলেন শ্রীপুর থেকে। ঢাকায় পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ১০টায়।

দিনের মধ্য ভাগে গোসল ও খাবার সেরে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দোকানে রইলাম।

কাওরাইদে সাত্তার খান আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ডাক্তার জলিলের কাছে দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে কথা বললেন।

সন্ধ্যার পর ডা. করিম ঘন্টাখানেকের মতো দোকানে ছিলেন। তিনি জানালেন যে আজ তার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১০.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দোকানে।

হাকিম মিয়া এলেন বেলা ১১টার দিকে। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, ফরেস্টের সঙ্গে তার মামলার বিষয়ে আদালতে যাওয়ার জন্য।

আমি বেলা আড়াইটায় আদালতে গেলাম। ষষ্ঠ মুন্সেফ আদালত থেকে আমাদের মামলার তারিখ নিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রইলাম বিকেল ৪টা পর্যন্ত। হাকিম

মিয়ার মামলাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মাজেদ সাহেবের আদালতে পাঠানো হয়েছে। নতুন জামানতনামায় আমি তাদের পক্ষে জামিনদার হলাম। বিকেল সাড়ে ৪টায় হাকিম মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সাদিরের বাড়ি গেলাম। তরগাঁওয়ের মিয়ার বাপকে ওখানে পেলাম। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমরা উঠলাম করিম সাহেবের ওখানে। আমি আমার বাসায় ফিরে এলাম। ধলিয়ায় বুলবুলের বিয়ের বিষয়ে আমি জানিয়েছি।

আমার খুব অসুস্থ লাগছে। লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটায় আমি মানসিকভাবে উদ্বিগ্নবোধ করছি।

বিছানায় গেলাম রাত ৮টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১১.১২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

ডা. করিম দোকানে এলেন সকাল ১০টায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো আমাদের পড়ালেখার সুবিধার্থে দোকান কেবল বিকেলে খোলা রাখা হবে। কম্পাউন্ডারকে বলা হলো শুধুমাত্র এক বেলা দোকানে আসার জন্য এবং অন্য কোথাও পার্টটাইম চাকরি খুঁজে নিতে।

বেলা ১১টা থেকে বেলা ১২টার মধ্যে আমি হাবিব ব্যাংকে গেলাম। রোক্সানা ট্রেডার্সের নামে টাকা জমা করলাম এবং আর আর হাতে পেলাম।

দোকান খুললাম বেলা ২টায়।

বিকেলে মুকসুদউদ্দিন বিশ্বাস দোকানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন তার ব্যাপারে এসডিও (উত্তর)-এর কাছে কথা বলতে।

এরই মধ্যে সাত্তার খান আমাকে অনুরোধ করলেন তার হবু জামাইয়ের বাড়িঘর দেখতে আগামীকাল গাছা যাওয়ার জন্য। ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর এম বিশ্বাস উঠলেন বিকেল সাড়ে ৫টায়।

উকিল এস এম জহিরুদ্দীন, জমির ভাই প্রমুখ দোকানে এলেন বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে। তারা সারোয়ার চৌধুরীর পৌরসভা নির্বাচন করা নিয়ে কথা বললেন। এ সময় সারোয়ার চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

আজ থেকে আমরা কেরোসিনের চুলায় রান্না শুরু করলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১২.১২.৫২

-গাছা-

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের মেইল ট্রেনে ঢাকা ছাড়লাম। টঙ্গীতে নেমে গেলাম। সাত্তার খানের জামাতা আমাকে নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে খেতে দিলেন চা-মিষ্টি।

সোমেদ খান তার দলবল নিয়ে ডাউন ট্রেনে টঙ্গীতে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। তার দলে আছেন শরাফতের দোকানের আফতাব উদ্দীন ভূঁইয়া, শ্রীপুরের আলিমুদ্দিন পিএলএ, মহিউদ্দিন খলিফা, হাকিম মিয়া, সাত্তার খানের জামাতা প্রমুখ। ঢাকা মির্জাপুর রোড ধরে পায়ে হেঁটে গাছা পৌছলাম সকাল সাড়ে ১০টায়। সে বাড়িতে পৌছানোমাত্রই তারা আমাদের নাস্তা খেতে দিলেন।

সিরাজুল হক সাহেবের বাড়ির পাশেই তাদের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। এখানে আসার পর বেলা আড়াইটার দিকে দুপুরের খাবার খেলাম। ঢাকা থেকে সিরাজুল হক পিইউবিকে সঙ্গে নিয়ে ধিরাসরাম স্টেশন হয়ে আমরা শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম রাত ৮টার ট্রেনে। শ্রীপুরে পৌছানোর পর আমি সোমেদ খানের বাড়িতে রাতে রইলাম। রাতের খাবার দেওয়া হলো না।

যেখান থেকে সাত্তার খানের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি এভাবে তুলে ধরছি : যোগাযোগ ব্যবস্থা ট্রেনে বেশ সন্তোষজনক এবং বাকি রাস্তা পাল্কিতে। ছেলেটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং উজ্জ্বল বর্ণের সুঠামদেহী। শিষ্টাচার, নম্রতা ও ভদ্রতার সাধারণ বোধটি পুরো এলাকার অজানা। এমনকি সিরাজুল হকের বাড়িটি সবদিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক মনে হলেও তা দাঁড়িয়ে রয়েছে আসবাবপত্রবিহীন শোচনীয় অনাবৃত অবস্থায়। যা তার দম্ভে কালিমা লেপে দিচ্ছে। সাধারণভাবে একটি বাড়ির একান্ত যে বিষয়গুলো থাকে, তা রক্ষা করার বিষয়টি এখানে সবদিক থেকেই অনুপস্থিত।

স্থানীয় লোকজনদের সবাই অন্য এলাকা থেকে এসে এখানে বাড়িঘর করেছে। এদের অধিকাংশই এসেছে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা থেকে। খাদ্যের ব্যাপারে লোকজন দৃশ্যত সুখে আছে। আমরা যে বাড়িতে দুপুরে খেলাম সেটি প্রকাশ করছিল সম্পদের স্বল্পতার। যাই হোক, যেনতেন ভাবে রান্না হলেও তারা এমন খাবারের পদের জ্ঞান প্রদর্শন করলেন যা ভদ্রলোকের সমাজে পরিবেশন করা হয়।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৩.১২.৫২

-শ্রীপুর-

সকাল সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকালে প্রাতঃক্রিয়া সেরে সোমেদ খানের বাড়ি ছাড়লাম। তিনি নাস্তা পরিবেশন করলেন না।

হাসান মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে এসডিও (উত্তর)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। সাত্তার সাহেব জেলা বোর্ড বাংলোয় ছিলেন। তিনি গতকাল এখানে এসেছেন বন্দুকের লাইসেন্স নবায়ন করাতে। সকাল ৮টার দিকে শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের চা খাওয়ালেন। শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির পদাধিকারী কর্মকর্তাদের নির্বাচন এসডিও (উত্তর)-এর সভাপতিত্বে শুরু হলো সকাল ৯টায়। হাসান মণ্ডল সর্বসম্মতভাবে সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। ইজ্জত আলী সরকার ও কেওয়ার কলিমুদ্দিন অনুপস্থিত ছিলেন। সদস্যরা ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ওসি, সেকেন্ড অফিসার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ধনাই বেপারি, এস আহমদ মণ্ডল, আজিজ মণ্ডল ও অন্যরা।

এসডিওকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণে বের হলাম। স্থানটি মাপা হলো এবং এ রহমান মাস্টার সীমানা নির্দেশ করে দিলেন। কালু মণ্ডল ও আজিজ মণ্ডল মৌখিকভাবে জমি দান করার ঘোষণা দিলেন। কালু মণ্ডলের বাড়ির উত্তরের জমি থেকে ১ পাখি ৪ গণ্ডা এবং আজিজ মণ্ডলের ৭ গণ্ডা জমি দানের মৌখিক আশ্বাস পাওয়া গেল। এসডিও তার পরিদর্শন ডায়েরিতে দানের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এরপর আমরা শাহ সাহেবের পুকুরের পশ্চিম পাড় পরিদর্শনে গেলাম। একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের স্থান নির্ধারণে আমার পরামর্শে মাপ নির্ধারণ করা হলো ২৭ কিউবিটস। এ সময় এসডিও সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি জেলা বোর্ড বাংলোয় ফিরে গেলেন। আমি অল্পক্ষণের জন্য এইচ ই স্কুলে গেলাম স্কুল ঘরের পুনর্নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে। গোসল করা হলো না। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এসডিওর জন্য দুপুরের খাবার পাঠালেন। আমি বেলা ২টায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তার কোয়ার্টারে খেলাম।

এসডিও মাওনা ইউনিয়নের বিএল মামলা শুরু করলেন। এই মামলায় ছিল তিন জন অভিযুক্ত। তারা অপরাধ স্বীকার করল। বিকেল ৫টায় আমি চলে আসার আগ পর্যন্ত এসডিও উত্তর ওই ব্যাপারেই ব্যস্ত রইলেন। ধনাই বেপারির বাসায় অল্পক্ষণের জন্য সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম।

রাত ৮টার দিকে বাড়িতে ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : ঋতু অনুযায়ী মানানসই। শীত পড়েছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার।

১৪.১২.৫২

–বাড়ি–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল থেকে ভৃত্যদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাড়ির চত্বর পরিষ্কার ও জিনিসপত্র গোছাতে। আমি নিজে কাজের তদারকি করছিলাম।

গিয়াস ভাইসাহেব এলেন বেলা ১টায়। তাকে নিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। মৈশন মিয়া বাড়িতে বিয়ের দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে আজিজ সরকার ও গার্ড তাহের আলী আমাদের বাড়িতে এলেন। মিয়া বাড়িতে নামা মিয়ার মেয়ের সঙ্গে কর্ণপুরের বোসাই পোদ্দারের ছেলের বিয়ে হয়েছে। আজিজ সরকার ও তাহের আলী আমাকে জানাল যে এস আহমদ মণ্ডল তাদেরকে বলেছেন তার ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব দিতে। আমি তাদের বললাম আমাদের বাড়িতে আজ সন্ধ্যাতেই বিয়ে উপলক্ষে লোকজন আসছেন। তারা চলে গেলেন। ধলিয়া থেকে মেহমানদের প্রথম দলটি আমাদের বাড়িতে এসে পৌছল বিকেল সাড়ে ৪টায়। দলে ছিলেন হালিম

খান ও সেলিম খান। ধলিয়ার শেষ দল এসে পৌছল সন্ধ্যা ৭টায়। দুটি হাতি এল। জালাল, সাত্তার খান ও তার ছোট ছেলে, হালিম খানের বড় ও সেজো ছেলে, মুর্শিদ মিয়া, নিশুয়ারির গেন্ধু ও অন্যরাসহ সংখ্যায় ১৪ জন এবং ৩ জন মাহুত এসেছে ধলিয়া থেকে। দুলু, গিয়াস, তোফাজ্জলের বাবা, আড়ালের সরকার ও এক চৌকিদার এবং দিগধার তালুইসাহেব এসেছেন। মেহমানের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত। আমরা ধরে রেখেছিলাম সব মিলিয়ে ১০/১২ জন মেহমান আসবেন।

যাই হোক, আমরা রাতে বেশ ভালোভাবে অতিথিদের আপ্যায়ন করালাম। অনাড়ম্বর ভাবে ভাত-মাছ পরিবেশন করা হলো।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৫.১২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

নাস্তা তৈরিতে মাকে সাহায্য করলাম। সকাল ৭টায় বেশ ভালোভাবে নাস্তা পরিবেশন করা হলো। সকাল ৬টার দিকে জালাল সাইকেলে করে শ্রীপুর গেল কাজি সাহেবকে আনতে। সে সকাল ৮টার মধ্যে ফিরে এল। কাজি তার কাগজপত্র শ্রীপুর এইচ ই স্কুলে আমার এক ছাত্র (গ্রাম উত্তর খামের) কাশেমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জাহান্দার ও আমজাদ তার সঙ্গে এসেছেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হলো সকাল সাড়ে ১১টার দিকে। বিয়ে পড়ালেন শমসেরউদ্দিন সরকার। আবদুল হাকিম উকিলের দায়িত্ব পালন করলেন এবং সলিমউদ্দীন খান ও আমি হলাম সাক্ষি। মোহরানা ধার্য করা হলো ৪ হাজার টাকা এবং গহনা বাবদ বাদ দেওয়া হলো ১ হাজার টাকা।

মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হলো বেলা ১টায়। আইয়ুব আলী বেপারি ভোজে অংশ নিলেন। আমন্ত্রিত না হলেও জব্বার ও সোবহান আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাচে খেতে বসল।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সবাই চলে গেলেন। আমি তাদেরকে গোসিঙ্গায় বিদায় জানালাম। হাকিম মিয়া, জব্বার ও সোবহান আমাদের সঙ্গে নদী পার হলো। তারা ঠিক করলেন শ্রীপুরে সাত্তার খানের বাড়িতে যাত্রাবিরতি করবেন। হাতির তিন

মাহুতকে আমি ১০ টাকা দিলাম। সূর্যাস্তের সময় বাড়ি ফিরলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে শ্রীপুর হয়ে ধলিয়া থেকে তালিবউদ্দিন মিয়া আমাদের বাড়িতে পৌছলেন।

১৬.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

দুপুরের আগে চরের জমিগুলো দেখে এলাম। এক 'মালি' এল সকাল বেলায়। আমাদের মাটির দেয়ালের নতুন ঘরের কাজ সম্পন্ন করার কাজে সে নিয়োজিত ছিল। বুধাই বেপারির বাড়ি থেকে আড়ালের সরকার তাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে ২৫০ টাকা দিতে চাইলাম। সে ৩০০ টাকার নিচে নামতে রাজি নয়। আমরা উভয়ে আড়ালের সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হলাম এবং সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল সকালে সে কাজে যোগ দেবে।

বিকেলে খেয়াঘাটে গেলাম। আদম আলী সরকারকে পেলাম হাকিম মিয়ার সঙ্গে বসে থাকতে। আদম আলীকে নিয়ে নদী পার হলাম। গোসিঙ্গা কাচারির মোহারান আমাকে চা দিলেন। সাহেব আলী বেপারিকে পেলাম। তিনি ঢাকার উদ্দেশে শ্রীপুর রওনা হয়েছেন। হাকিম মিয়া নদী পার হলো সন্ধ্যা ৬টায়। আমরা ফরেস্ট অফিসে গেলাম। রায়েদের দুজন লোকও ফরেস্ট অফিসে গেছেন এবং কিছু সময় পর তারা চলে গেলেন।

ফরেস্টার সেকেন্দার আলী আমাদের চা খাওয়ালেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কথা বললেন। আমি আমার দরখাস্তের বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে জানালেন, তিনি সেটি রেঞ্জ অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রাত ৮টার দিকে হাকিম মিয়া ও তার ভৃত্য আমাকে বাড়ি পৌছে দিল। পথে আমি বুলবুলের বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। তিনি অনুমোদন দিলেন এবং আমার জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বললেন যে, এস আহমদ মণ্ডলকে না বলে আমি কোনো ভুল করিনি।

বাড়িতে পৌছে ওয়াসি মোল্লার বড় ছেলে, তাদের মাস্টার এবং রজব আলীকে

পেলাম। তারা আমার সঙ্গে পোলাও-মাংস দিয়ে রাতের খাবার খেলেন। তারা আমাকে একটি দরখাস্ত দেখাল; যেখানে তাদের ফরেস্ট বিক্রি করার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। তারা রাত সাড়ে ৯টায় চলে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৭.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন বাড়ির আশপাশেই রইলাম।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : শরীরে কাঁটা ধরা শীত। শীতের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে।

১৮.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকালে আমার কাছে সোবহান, জব্বার ও আবদুল খান এলেন। আকবর আলীর প্ররোচনায় রজব আলীর (কেওরার বাপ) দায়ের করা এজাহারের ব্যাপারে আধ ঘন্টা আলাপ করে তারা সকলে চলে গেলেন। সোবহান আমাকে বলল যে, এ ব্যাপারে গত মঙ্গলবার সে কাপাসিয়া থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেছে।

সন্ধ্যায় ফরেস্টার সেকেন্দার আলী আমাদের বাড়ি এলেন। তিনি বসলেন না। আমি তার সঙ্গে খেয়াঘাট পর্যন্ত হেঁটে গেলাম এবং তারপর ফিরে এলাম।

রাত ৮টার দিকে হাকিম মিয়া ও মফিজউদ্দীন শিকদার আমাকে তাদের খেয়াঘাটের কাছারি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মিলাদ পড়ালেন মৌলবি আশরাফ আলী। নবার পালান উপস্থিত ছিল। মাঝি ও সেকেন্দারও উপস্থিত ছিল। আমাদের খাওয়া শেষ হলো রাত সাড়ে ১১টায়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাহেব আলী বেপারি ঢাকা থেকে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে এসেছেন কটেরটেকের মান্নান। তিনি ওখানে খেলেন। রাত সোয়া ১টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে উঠে পড়লাম।

সাহেব আলী বেপারি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এলেন এবং রাতে এখানেই থাকলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ২টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

১৯.১২.৫২

সকাল সাড়ে ৬টায় উঠেছি।

সাহেব আলী বেপারি সকালে চলে গেলেন। তুফানিয়া আমাকে নদীর পাড়ে নিয়ে গেলেন; আমাদের ও তার খালের সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। সেখানে পৌঁছে চেরাগ আলী মোড়ল, জবু, কুদ্দুস ও কাণ্ডর বাপকে পেলাম। আমি তাদেরকে আস্থার সঙ্গে বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব দিলাম। তারা সর্বসম্মতভাবে মফিজউদ্দীনের নির্ধারণ করা দুটি অনুমোদন এবং সমস্ত সীমানা রেখা চূড়ান্ত করলেন। এ রায়ে তুফানিয়া লাভবান হতে পারলেন না।

এরপর আমি আকবর আলীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে আক্কা ও আসি ধান মাড়াই করছিল। গফুর আলী বাপের সঙ্গে হাজি বাড়ির সামনে উপস্থিত ছিল। মসজিদের সামনে থামলাম। ওখানে মৌলবি আশরাফ আলী, আব্বাস, শাহার, শামছু প্রমুখ 'গ্রাম সিরনি' রান্না করছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়িতে ফিরলাম।

আড়াল থেকে আবদুল জব্বার এলেন সন্ধ্যায় এবং আমার সঙ্গে দেখা করলেন। কেওয়ার বাপ মামলা করেছে এমন গুজবের খবরে তিনি আজ সকালে ওখানে গিয়েছিলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২০.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সন্ধ্যায় গোসিঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সৈয়দপুরের রমিজউদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সকাল ১০টার দিকে গোসিঙ্গা যাওয়ার পথেও তাকে দেখেছিলাম।

জব্বার আমাকে বলেছিল আজ হেলাল মিয়া আসবেন। সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু অপেক্ষা বৃথা গেল।

আনারকে নেওয়ার জন্য নিগুয়ারি থেকে লোক আসার কথা থাকলেও কেউ এল না।

দুপুরে চৌকিদার বাড়ি গেলাম। সেখানে আমাদের ভৃত্যরা ধান কাটছিল।

বিছানায় গেলাম রাত ৯টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

বি. দ্র. আমাদের কালো গাভিটা আজ রাত ১০টার দিকে একটি ষাঁড় বাছুরের জন্ম দিয়েছে।

২১.১২.৫২

–ঢাকা–

সকাল ৬টায় উঠেছি।

শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। গোসিঙ্গার মাঝি আমার সঙ্গে শ্রীপুর পর্যন্ত এল। সেও ঢাকা যাবে।

বেলা সাড়ে ১২টায় শ্রীপুরের রেঞ্জার আসিরুদ্দিনের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করলাম। ফরেস্টার জেড হক উপস্থিত ছিলেন। আমার দরখাস্ত খুঁজে দেখা হলো। রেঞ্জার দ্রুতই আমার দরখাস্ত অনুমোদন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফরেস্ট অফিস থেকে বের হলাম দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে।

দুপুর ২টার ডাউন ট্রেনে উঠে ঢাকা স্টেশনে পৌঁছলাম বিকেল ৪টায়। সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে শওকত আলী, মোশতাক প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। সম্প্রতি তারা আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে যোগীনগর গেলাম। ভাবীর সঙ্গে তার পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করলাম রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। তারপর ফিরে এলাম।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা।

২২.১২.৫২

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে হাবিব ব্যাংকে গ্ল্যাক্সো ল্যাবের নামে টাকা জমা করলাম। কামরুদ্দীন আহমদকে তাঁর বাসায় পেলাম না। আদালতে গেলাম সকাল সাড়ে ১০টায়। প্রথম সাব জজের আদালতে হাজিরা দিলাম। আমাকে শনাক্ত করলেন রাজ্জাক উকিল। কালু মণ্ডলের অনুরোধে লয়েডস ব্যাংকে গেলাম। নবাবপুরে হাবিব ব্যাংকে তার নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুললাম বেলা ১১টায়। জেলা জজের আদালতে সাত খামাইর হত্যা মামলার বিচার কার্য শুরু হয়েছে। আমি বেলা ১টা ১০ মিনিটে যোগ দিয়ে ২টা পর্যন্ত থেকে তারপর লাইব্রেরির সেক্রেটারির রুমে কামরুদ্দীন আহমদ ও কফিলউদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। ফিরলাম বিকেল ৪টায়।

ঢাকা স্টেশন থেকে গ্ল্যাক্সোর মাল ছাড়িয়ে নিয়ে বিকেল সাড়ে ৫টায় ফিরে এলাম।

গোসল ও দুপুরে খাওয়া হলো না।

রাত সাড়ে ১০টায় শামসুল হক আমাকে এস এম হলে নিয়ে গেলেন। ওখানেই থাকলাম। বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১২টায়।

আবহাওয়া : আকাশ পরিষ্কার। ভালো শীত হলেও হাড় কাঁপানো নয়।

২৩.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

শামসুল হক আমাকে এস এম হলের ক্যান্টিনে নাস্তা করালেন। আমি তাকে ৩১.১২.৫২ তারিখে গাজীপুরে যে সভা হবে, সেখানে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য বললাম। তিনি সম্মত হলেন। ক্যান্টিনে কিবরিয়া, হাবিবুল্লাহ, চাঁদ মিয়া, মোখলেস প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। কিবরিয়া আমাকে এফ এইচ হল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের গন্তব্যে চলে গেল। আমি হাউস টিউটর ডি বি করিমের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে অনুরোধ করলাম একটি সিট বরাদ্দের জন্য। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন অনুরোধ রক্ষা করার। দেখা হলো ওয়াহিদুজ্জামান, সিদ্দিকুল্লাহ, মনসুর প্রমুখের সঙ্গে। নবাবপুর ফিরলাম সকাল সাড়ে ৯টায়। সাইকেলে বার লাইব্রেরিতে গেলাম বেলা ২টায়। নাইমুদ্দিন আমার সঙ্গে আমাদের বাসস্থানের কাছ থেকে বার

লাইব্রেরি পর্যন্ত এলেন। তিনি হাইকোর্টে তার পেশা নিয়ে আলাপ করলেন। বার লাইব্রেরির সেক্রেটারির রুমে কামরুদ্দীন আহমদ ও কফিলউদ্দীন চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করলাম। ওখানে বংশালের শামসুল হুদা ছিলেন; ঢাকা পৌরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার সূত্রে।

কামরুদ্দীন সাহেব তাঁর লেখা একটি বিবৃতি আমাকে দেখালেন। বিপিসি রিপোর্টের ওপর লেখা বিবৃতিটি সংবাদ মাধ্যমে দেওয়ার কথা। বিকেল সাড়ে ৪টায় ওখান থেকে উঠলাম এবং নবাবপুরে ফিরে এলাম।

ফজলুল হক মুসলিম হলের হেড ক্লার্ক রাকিবুদ্দিন ও ওয়াহিদুজ্জামান আমাকে সদরঘাট নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় রাকিবুদ্দিন ওখানে কেনাকেটা করলেন। দোকানে ফিরে এলাম সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : শীত ততটা তীব্র নয়।

বি. দ্র. আজ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মৌলিক নীতির ওপর আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। আইন পরিষদে খাজা নাজিমুদ্দিন ২২.১২.৫২ তারিখে বিপিসি রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

২৪.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

হাবিব ব্যাংক থেকে একটি আর আর ছাড় করলাম সকাল সোয়া ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে। সেখান থেকে সাত খামাইরের ইসরাফিল সরকার আমাকে নিয়ে গেলেন জেলা জজ আদালতে। সাত খামাইরের মামলার যুক্তিতর্ক শুনলাম বেলা ২টা পর্যন্ত। এ সময় আদালত ওই দিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল। কোর্ট ইন্সপেক্টরের রুমের ঠিক পেছনে অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয় হাসান মণ্ডল আমাকে নাস্তা খাওয়ালেন। নবাবপুর ফিরে এলাম বিকেল ৪টায়।

স্টেশন থেকে মার্টিন অ্যান্ড হারিসের মাল খালাস করলাম বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে। যাওয়ার সময় দেখা হলো শ্রীপুর এইচ ই স্কুলের মৌলবি ইয়াকুব আলী এবং ফরেস্টার আবদুল লতিফের সঙ্গে।

আদালত থেকে ফেরার পথে নবাবপুর ব্রিজে দেখা হলো রেঞ্জার আবদুল করিমের

সঙ্গে। তিনি আমাকে তার ভাড়া রিকশায় উঠিয়ে পৌছে দিলেন আমাদের দোকান পর্যন্ত। তিনি আমাকে জানালেন, তাকে রাজেন্দ্রপুরে যোগ দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : নমনীয় ঠান্ডা।

২৫.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টার দিকে সালেহ আহমদ মণ্ডল এলেন। সাত খামাইরের হত্যা মামলা নিয়ে আলাপ করে আধ ঘন্টা পর তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যায় মফিজউদ্দীন মাস্টার সাহেব আমার সঙ্গে দোকানে দেখা করলেন। তিনি আমাকে আওয়ামী লীগের অফিসের কাছে নিয়ে গেলেন। আমাদের নির্বাচনী এলাকার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলাপ করলেন। আধ ঘন্টা পর মাগরিবের নামাজের সময় আমরা উঠলাম।

আওয়ামী লীগ অফিসে বসে খবরের কাগজ পড়লাম রাত ৮টা পর্যন্ত। শওকত আমাকে দু'বার চা দিল। খুলনার দুজন ব্যক্তি সবুরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছিল। মনে হলো তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক। দোকানে ফিরে এলাম। সকালে পথে রিকশা করে যাওয়ার সময় কামরুদ্দীন সাহেব বললেন আজ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কারাগারে তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা।

বিছানায় গেলাম মধ্য রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : ঠাণ্ডা কিছুটা বেড়েছে।

২৬.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল সাড়ে ৭টায় কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলাম। তাঁর স্বাক্ষরিত আমার হাজিরা নিলাম এবং তাঁর রিকশায় করে আদালতে গেলাম সকাল সাড়ে ৮টায়। সেখানে হাজিরা জমা দিলাম।

সাতখামাইরের ইসরাফিল আমাকে চা খাওয়ালেন। জেলা জজের আদালতে ছিলাম সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা পৌনে ১টা পর্যন্ত। সাতখামাইরের হত্যা মামলার সমাপ্তি ঘটল। এলাহীকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, গফুরকে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড; যথাক্রমে ৩০৪ (১) এবং ৩২৬ ধারা অধীনে প্রদানের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে জুরিগণ সর্বসম্মত অবস্থান নিলেন। আমাদের মামলার তারিখটি নিতে পারলাম না।

ফিরলাম বেলা দেড়টায়।

বিকেল সোয়া ৩টায় যোগীনগর গেলাম। তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভাবী বেরিয়ে গেলেন দুপুর সাড়ে ৩টায়।

বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে। হাসান মণ্ডল ও পরে সালেহ আহমদ মন্ডল সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য দোকানে এসে কথা বলেছেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৭.১২.৫২

ঘুম ভাঙল সকাল ৭টায়।

আমাদের বাসস্থানে শৌচাগার ও রান্নাঘর তৈরির জন্য মিস্ত্রিরা সারাদিন কাজ করল।

সন্ধ্যায় বলাই বাবু আমার সঙ্গে দোকানে দেখা করলেন। স্কুলের বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করলেন। বিশেষ করে অনুদান হিসেবে পাওয়া সাহায্য নিয়ে। তিনি বললেন আগামী মঙ্গলবার তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন 'সি' ও 'ডি' ফরম পূরণে আমার সহায়তা নিতে। গিয়াস ভাইসাহেব আমার সঙ্গে দেখা করলেন সন্ধ্যা ৭টায়। শিরিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঢাকা এসেছেন। শিরিন দিগধা মাদ্রাসার ছাত্রী হিসেবে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। গিয়াস ভাইসাহেব বললেন এস আহমদ মণ্ডল তাকে বলেছেন আমার বোনের সঙ্গে এস আহমদ মণ্ডলের ছেলের বিয়ে দিতে না পারার কারণে তিনি মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছেন।

গিয়াস ভাইসাহেব উঠলেন রাত ৮টায়।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৮.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সারাদিন আমাদের বসবাসের ঘরের মেঝে মেরামতে মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করলাম।

সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দোকানে।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৯.১২.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

আমাদের বসতবাড়ির সামনের অংশ সমান করে ঠিক করার কাজ করলাম বেলা ২টা পর্যন্ত।

বিকেল ৪টায় সাইকেলে করে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত গেলাম। আদালত বন্ধ থাকায় তখনই আওয়ামী লীগ অফিসে থামলাম। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অফিসে খবরের কাগজ পড়লাম। অফিসে অন্যান্যের মধ্যে মানিক মিয়া উপস্থিত ছিলেন। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দোকানে। তালেবউদ্দিন মিয়া সন্ধ্যায় এলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে রাতে খেলেন এবং রাতে রয়ে গেলেন।

বিছানায় গেলাম রাত ১১টায়।

আবহাওয়া : ভালো ঠাণ্ডা।

৩০.১২.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

সাইকেল নিয়ে সকাল ১০টায় বের হলাম। ষষ্ঠ মুন্সেফ আদালতের ডায়েরি থেকে

মামলা নং ২৬/৫২-এর তারিখ টুকে নিলাম। জেলা স্কুল বোর্ড অফিসে গেলাম সকাল সাড়ে ১০টায়।

জেলা ফিজিক্যাল অর্গানাইজার এফ রহমান ভূঁইয়া সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। এরপর দেখা করলাম জেলা স্কুল বোর্ডের কেরানি সৈয়দ মাজহারুল হকের সঙ্গে। সি এফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শিক্ষকের পদে তালিবুদ্দিন মিয়ার জন্য দরখাস্ত জমা করার উদ্দেশ্যেই তার সঙ্গে দেখা করা। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২০.১২.৫২।

আমি আমার আবাসস্থলে ফিরে এলাম বেলা ১২টায়। ফেরার পথে দেখা হলো শামসুর রহমান খান সিএসপি, মাসুদ ও চর মনোহরদীর আবদুল হাকিমের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম।

একটি দরখাস্ত লিখলাম। ৪৩/১ যোগীনগরে বসে আমি নিজেই সেটি টাইপ করলাম। তালেবুদ্দিন মিয়ার স্বাক্ষর নিলাম এবং বেলা দেড়টায় গেলাম জেলা স্কুল বোর্ডের অফিসে। দরখাস্তটি সৈয়দ মাজহারুল হকের কাছে দিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটি এসডিআইসহ জমা দিলেন। ফিরে এলাম বেলা ২টায়। বিকেল সাড়ে ৪টায় বলাই বাবু আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমার সহায়তায় সাইকেলের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, টায়ার, টিউব ইত্যাদি ও কাপড় কিনলেন। আমার কাছ থেকে তিনি ৪ টাকা ধার নিলেন। সন্ধ্যায় তিনি শ্রীপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কামরুদ্দীন সাহেব, সাদির মোক্তার, মাওনার হামিদ মিয়া দোকানে এলেন। সাদির মোক্তার ও হামিদ মিয়া জানালেন তারা কাল সকাল ৫টার ট্রেনে গাজীপুরে গিয়ে সভায় যোগ দেবেন।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১১টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

৩১.১২.৫২

–গাজীপুর–

ভোর ৪টায় উঠেছি।

সাদির মোক্তার ও হামিদ মিয়া আমার সঙ্গে যোগ দিলেন ভোর সাড়ে ৪টায়। মাইক পরিচালনাকারীও আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যোগ দিলেন।

ভোর ৫টা ৫ মিনিটের ট্রেনে ঢাকা ছাড়লাম। সাহেব আলী বেপারি, আইয়ুব আলী, শামসু প্রমুখ একই কামরায় আমাদের সঙ্গী হলেন। সাহেব আলী বেপারি সিংহস্ত্রী এইচ ই স্কুলে সভা আয়োজনের ব্যাপারে কথা বললেন। অধ্যাপক দীন মোহাম্মদ আইয়ুব আলী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে কুলগঙ্গা যাচ্ছিলেন বিয়ের উদ্দেশ্যে। শ্রীপুর পৌঁছলাম সকাল ৮টায়। শ্রীপুর স্টেশনে ট্রেন থামার আগেই বোকার মতো লাফ দেওয়ার আমি ডান হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পেলাম। ডা. আহসানউদ্দিন ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলেন এবং পায়জামার ছেঁড়া অংশটি আমি দর্জির দোকানে সারিয়ে নিলাম।

মওলানা আবদুল হামিদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সকাল ৮টা ১৪ মিনিটে। গফুরের দোকানে রেঞ্জার আসিরুদ্দিন, সাদির ও মওলানা হোসেনপুরী প্রমুখের সঙ্গে নাস্তা খেলাম।

হাতিতে চড়ে গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম সকাল ৯টায়। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে গাজীপুর স্কুলের সেক্রেটারি আফসারউদ্দীন মাস্টারের বাড়িতে পৌঁছে গোসল ও খাবার খেয়ে নিলাম।

সভা শুরু হলো বিকেল ৪টায়। মাওনা মাদ্রাসার সেক্রেটারি মৌলবি নাজিমুদ্দিন সভাপতিত্ব করলেন। মাগরিবের আগে বক্তৃতা করলেন সিমলাপাড়ার ফরেস্টার, সাদির, ডা. ইয়াদ আলী, মোসলেম উদ্দিন প্রমুখ।

নামাজের কয়েক মিনিট আগে আমি বক্তৃতা দিতে উঠলাম এবং মাগরিব নামাজের পর ঘন্টাখানেক ধরে সন্ধ্যা পৌনে ৭টা পর্যন্ত বক্তব্য রাখলাম। এরপর উঠে দাঁড়ালেন মওলানা হোসেনপুরী এবং তিনি বক্তব্য রাখলেন রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। এরপর তিনি টাকা উঠালেন এবং সভার সমাপ্তি ঘটল রাত ৯টা ১০ মিনিটে। প্রায় হাজারখানেক লোক জমায়েত হয়েছিল। মাইক ঠিকঠাক ছিল। এ এলাকায় প্রথমবারের মতো মাইক ব্যবহৃত হলো।

আফসারউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে রাতে খেলাম এবং বিছানায় গেলাম মধ্য রাত ১২টায়। বলতে গেলে কোনো ঘুম হলো না। কারণ আমাদের মনে ছিল রাত থাকতেই রওনা হওয়ার বিষয়টি। আমরা গভীর রাত ৩টায় রওনা হলাম।

আবহাওয়া : ভালো ঠাণ্ডা।

— Gazipur —

31.12.52 Rise: 4 AM.

Sadir Mukhtar & Hamid Mia joined me at 4-30 AM. Mike operator joined us in the station. — Left Dacca by 5-5 AM. train. Sahib Ali Bepari, Ayub Ali, Shamsu etc. accompanied us in the same compartment. We first talked of holding meeting at Singhasree H.E. School. — Prof. Din Mohd was coming to Kaliganj with Ayub Ali etc. for marriage purpose. — Reached Sripur at about 8 AM.

×× Sustained a serious injury on the right knee by foolishly jumping out of the train before it halted at Sripur station. Had the injury dressed by Dr. Mohsinuddin & patched up the rent of pajama in the tailor's shop.

Moulana Abdul Hamid joined us by 8-14 AM. Took tiffin in Gaffar's shop with Ranger Abiruddin, Sadir & Moulana Hosainpuri etc.

Started for Gazipur on elephant at about 9 AM. On arrival in the house of Moazzemuddin Master, Secy. of Gazipur School, at about 12-30 P.M., took bath and meals.

×× Meeting began at 4 pm. Moulvi Nazimuddin, Secy of Mauna Madrasah presided. Fr. of Simlapara, Sadir, Dr. Yakub Ali, Muslehuddin etc. spoke before Maghrib. I stood for some minutes only before prayer & spoke after Maghrib prayer for an hour upto 6-45 pm. Then stood Moulana Hosainpuri & continued upto 8-30 P.M. & then he raised money in the meeting ended at 9-10 P.M.

About 1000 attended. Mike was fitted. It was used in the area for the first time.

Took night meals at Moazzemuddin's house. Went to bed at about 12 mid night. No sleep practically as we were ~~to start~~ on the alert to start which we did at 3 AM.

Weather: Good cold.

তাজউদ্দীন আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫ সালে, ঢাকা থেকে সড়ক পথে ৮২ কিলোমিটার দূরবর্তী কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মা মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষা জীবন শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে আরবি শিক্ষার মাধ্যমে। একই সময় তিনি ভর্তি হন বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন প্রথম হয়ে। এ জন্য স্কুল থেকে জীবনে প্রথম ১০ পয়সার মূল্যমানের পুরস্কারও লাভ করেন—দেড় পয়সার কালির দোয়াত এবং সাড়ে আট পয়সার একটি কলম। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে তিনি ভর্তি হন দরদরিয়া থেকে পাঁচ মাইল দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি (এম ই) স্কুলে। এই স্কুলে থাকার সময় তিনি দু'জন প্রবীণ বিপবী নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরা ওই স্কুলের শিক্ষকদের কাছে এই ছাত্রকে আরো ভাল স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেন। সেই সুবাদে তাঁকে কালিগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হয়। এখানেও তাঁর মেধা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাইস্কুলে। তারপর সেন্ট গ্রেগরীজ হাইস্কুলে।

স্কুলে তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর এম ই স্কলারশীপ পরীক্ষায় তিনি ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থানের অধিকারী হন। ১৯৪৮

সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ পবিত্র কোরআন-এও হাফেজ ছিলেন। যা তিনি নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার সান্নিধ্যে আয়ত্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে তিনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নেন এবং স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় কয়েক মাস নিয়মিত পুরাতন ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় রাতের বেলায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজের জন্য তিনি প্রতি রাতের জন্য সম্মানী পেতেন ৮ আনা। তিনি আজীবন বয়স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতি তথা প্রগতিশীল আন্দোলন এবং সমাজসেবার সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ কারণেই তাঁর শিক্ষা জীবন মাঝে মাঝেই ছেদ পড়েছে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাগ্যে বড় একটা জোটেনি। কিন্তু তবুও রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁর হাতে হাত ধরে চলেছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয়ার কারণে তাঁর এম এ পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে এমএলএ নির্বাচিত হয়েও তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং পরবর্তীতে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে তিনি আইন শাস্ত্রেও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলা ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীনের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন, খাদ্যাভাবে আর যাতে কেউ মারা না যায় এবং তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই চিন্তা থেকে তিনি গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করে স্থাপন করেন 'ধর্মগোলা', যা ছিল গ্রাম পর্যায়ে অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান। ফসল ওঠার মওসুমে ধনীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য এনে ওই গোলায় জমা করা হত, যাতে আপৎকালে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া সম্ভব হয়।

আর্তের সেবার তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। ১৯৫৪ সালে তিনি যখন এমএলএ তখন তাঁর গ্রামের সাইফুদ্দীন দফাদারের পুত্র আবদুল আজিজ (১৫) বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। জনৈক হাসান ও অন্যদের মাধ্যমে তাকে ঢাকায় তাজউদ্দীনের কাছে আনা হয়। তিনি অ্যাম্বুলেন্সে করে ওই বালককে হাসপাতালে নেন। তার জন্য তিনি নিজে ১০ আউন্স রক্ত দেন। পরে ওই বালকের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তাজউদ্দীন আহমদ উদভ্রান্তের মতো হাসপাতালে যান এবং পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থাদি করেন। এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল।

তাজউদ্দীন আহমদ নিজ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেন। সেখানে তিনি একাডেমিক শিক্ষা এবং বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনাও করতেন।

ছাত্রজীবন থেকেই বাংলার মানুষের মুক্তির রাজনীতির সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সম্পৃক্ততা ঘটে। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই এই পূর্ব-অঞ্চলের মানুষের মুক্তির পথানুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। কাউন্সিলার হিসেবে তিনি ১৯৪৫ এবং ১৯৪৭ সালে দিল্লি কনভেনশনে যোগ দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে দলীয় কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সেই সময় অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচারাভিযান চালান।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যত আন্দোলন হয়েছে তাজউদ্দীন তার প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের সাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) গঠিত হয়; তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তাজউদ্দীন আহমদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে তিনি ছিলেন তার সক্রিয় অংশী।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তাজউদ্দীন ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন সেই সময়ের পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নানকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এমএলএ নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯০৩৯ এবং ফকির আবদুল মান্নান ৫৯৭২ ভোট পান।

১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্যও সফর করেন। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এর পরের বছরগুলো তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন। উলেখযোগ্য, ৬ দফার অন্যতম রূপকার ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। আপন সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে ইতোমধ্যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। এই বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ৬-দফার প্রচারাভিযানের সময় ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি গ্রেফতার হন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন। এরপর ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাজউদ্দীন আহমদ ওই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের পর গণরায় অস্বীকার করে বাঙালিদের অধিকার অর্জনের দাবি নস্যাৎয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং ১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন।

এই অসহযোগ আন্দোলনে সাংগঠনিক দিকসমূহ পরিচালনা ও জনগণের কর্তৃত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশাবলি প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা প্রর্দশন করেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সঙ্গে ঢাকায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই আলোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন সহযোগী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় বুদ্ধিমতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

২৪ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য চূড়ান্ত বৈঠক হবার কথা ছিল। কিন্তু সে বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং ২৫ মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর আলোচক ও সহযোগীরা কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর পরিচালনা করা হয় গণহত্যার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি। ইয়াহিয়ার নির্দেশে সামরিক বাহিনী শুরু করে গণহত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বে মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের ওপর। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও ওই সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ স্থানীয় জনগণ এবং শত শত দেশী বিদেশী সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। শুরু হয় বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধ। বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহাসিক এই সন্ধিক্ষণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়াদিসহ সকল দিক সংগঠিত করে তোলেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও স্বদেশপ্রেম সকলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দান তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে নির্দ্বিধায় অভিহিত করা চলে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই মন্ত্রিসভায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রী হিসেবে আত্মনির্ভর বিকাশমান অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই দিন সকালে তাজউদ্দীন আহমদকে গৃহবন্দি করা হয় এবং পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় করাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি অবস্থায় ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, কারাগারের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ এবং বাংলাদেশের তিন জাতীয় নেতা--সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে।

যিনি ছিলেন এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন জনগণের কল্যাণ নিয়ে ভেবেছেন, যে মানুষটি বাঙালি জাতির জন্য সুখী স্বাধীন জীবন গড়ার সংগ্রামে পরমভাবে নিবেদিত ছিলেন, সেই প্রচারবিমুখ, ত্যাগী

ও কৃতি দেশপ্রেমিক মানুষটিকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকের দল।

মৃত্যু তাজউদ্দীন আহমদকে মহিমান্বিত করে। নতুন রূপে উদ্ভাসিত হন তিনি। তাঁর রেখে যাওয়া কর্ম-ভাবনা আলোকদ্যুতি ছড়ায় এ দেশের আকাশে বাতাসে। বাঙালি জাতি তথা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে লেখা রয় তাঁর অবদান।

— Sripur —

23.2.52 Rise: a 3-30 AM.

After breakfast out at 8-30 AM. — Took bike from Dr. Karim & from Cambridge Pharmacy and went to M.C. Barrack. —— Took leaflets and distributed them at Station, Narinda, Sadarghat, Patuatuly upto Nawab gate. Returned to M.C. Barrack

Joginagar at about 2-30 pm. After meal at 3 pm. sat with Shabi who talked upto 6 pm. about Oli Shah & a woman of the adjacent call house.

Left by 6-49 pm. train and returned to Sripur. Hasan Moral etc. were found in the Bazar and heard from them that Ahmad was arrested on the 21st Feb.

Weather: Normal. Cold felt. Sky clear. Bed: a 11 PM.

Lathi charge at Nazirabazar Rly level crossing upon Dacca people. 3 injured. No other casualties reported excepting stray arrests.

Strike continued spontaneously. No vehicular traffic in the city not even bike since 21.2.52.
— Train communication standstill upto 1 PM.

24.2.52 Rise: @ 6 AM. — Dacca —

Met Sanitary Inspr. at 7-30 AM. and took meals there & kept 130/- with him. —
Addressed a spontaneously assembled gathering of several hundred persons in front of Sanitary office for about 1/2 hr. Great response for the movement issued forth. —

Left for Dacca by 8-22 AM. train — Got down near West gate of Medical College where Train stopped. — In M.C. Barrack for some time and came to Joginagar at 12-15 P.M.

26.2.52. Rise: @ 6 AM.

Breakfast at Joginagar. — Out at 8 AM to M.C. Hostel. — To Bar library with Muniruل Huq Khan of Burma at about 12-30 pm. Met K. Ahmad, Golam Samdani etc. about Faquir Mannan's manoeuver in issuing warrant against Munirul Huq & 3 Bros. Faquir concealed himself elsewhere from his house. Samdani Sb reported. — Met Basir Moktar and told him about Faquir's evil act.
Back to Joginagar at about 2 pm.
To M.C. Hostel at 4-30 pm. with Siraj of Chandpur. Salimullah Hall was raided just then.
Returned to Joginagar at 8-30 P.M. After meal took Bed at Thathari Bazar at 9-30 P.M.
Weather: As before.

According to the decision of C.C.A. normal activities of the city in all sphere were resumed today. Poor people like Rickshawalas hailed our decision for giving them respite after continued strike for 5 days.
Salimullah Hall was raided this afternoon. 23 students & H.T. Dr. Mofizuddin were taken away under arrest. — V.C & Provost were detained near the Hall during the course of Police Action.
Medical Hostel was raided at 6-30 pm. Memorial which was opened by father of deceased Rafiqur Rahman (Mr. Safiqur Rahman) at 9-30 Am. in presence of A.K. Shamsuddin was razed to the ground and bricks were disintegrated one by one. No arrest, no search. Force withdrew at 7-15 P.M.

Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury, Munier Chowdhury
Dr. P.C. Chakravarty and Ajit Guha of J.N. College
were arrested & sent to jail last night. ——
Vigorous campaign of arrest apprehended.
To mislead the people stories of subversive
activities were ~~concted~~ concocted & Hindus
were dragged in quite for nothing.

27.2.52 Rise: a 6-30 AM.

Breakfast at Joginagar — Out at 8 AM. Met
in FHMH on my way to MC. Hostel Moulana
Jabbar, Aminul Islam, Raqibuddin Hd clerk
—— In ~~Medical Hostel~~ from 9 AM. to 10 AM.
—— In Bar library from 10-45 AM. to 2 PM.
Read a statement drafted by A.R. Khan to expose
the heinous attempt of the Govt. to connect the
movement with subversive & criminal elements.
K. Ahmad, Zahir, Jamir & others were found.
Umar s/o A. Hashim had a petition written by
K. Ahmad for interview in jail. ——
Joginagar at 2-30 PM ——
After meal out at 4-30 PM. Direct to MC
Hostel. —— Our main workers and members of
C.A. moved ~~else~~ else where after yesterday's raid.
— Oli Ahad met us there after sunset. He
endorsed the statement I got prepared &
released it to all press for publication. He
left for his own place. Retd 8-30 PM.
Bed at [illegible]'s at 9-00 PM.
Weather: Night fully cloudy. Thick spell of
mist in the morning part of day.
Less chill at night.

Hamidul Huq Chowdhury & A. Salam, Editor,
Pak Observer, were taken to jail today,
cancelling their bail allowed earlier.